শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই

মাহমুদ বিন নূর

আমরা আমাদের শত্রুর ব্যাপারে বরাবরই সতর্ক। শত্রুর কর্মপদ্ধতি, তার পরিকল্পনা, তার বাহিনী, তার অস্ত্রশস্ত্র—সবকিছু নিয়েই যেনো আমাদের সকল চিন্তা। কখন না জানি আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে—সে ভাবনায় বিভোর।

আচ্ছা, আপনি জানেন কি ? আশপাশের জানাশোনা পরিচিত শত্রু ছাড়াও, আমাদের প্রত্যেকের এমন একজন শত্রু রয়েছে—যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না; অথচ সে আমাদের ছুঁতে পারছে। যাকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না; অথচ সে আমাদের ঠিকই দেখছে। শুধু তাই নয়, সে সর্বদাই আমাদের মধ্যে বিচরণ করছে। এমনকি, রগের শিরায়-শিরায় তার চলাচল।

কে সে, জানেন? সে আর কেউ নয়; সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু— 'শয়তান'। সে যে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সেই সার্টিফিকেট আপনি আমি নই; স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুতরাং তাকে তোমরা শত্রু রূপেই গ্রহণ করো।'

এবার বলুন, আপনি আমি কি তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ করেছি, নাকি বন্ধু রূপে ? তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি, নাকি এখনো বেখেয়াল ? তাকে পরাজিত করার মন-মানসিকতা অন্তরে তৈরি করেছি, নাকি হেরে যাওয়ার ?

শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই

বই :	শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই
লেখক :	মাহমুদ বিন নূর
প্রকাশনায় :	রাইয়ান প্রকাশন

শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই

মাহমুদ বিন নূর

অর্পণ

উস্তাজুল আসাতিজা, প্রাণপ্রিয় উস্তাদ, শ্রদ্ধেয়-ভাজন

শায়খ—আল্লামা নূর হুসাইন ক্বাসেমী রহি. -কে

শায়খ সম্পর্কে আর কী বলবো? যার ব্যপারে বলতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে জান্নাতের আ'লা মাকাম দান করুন, আমিন।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে
শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। (ফাতির ৬)

লেখকের কলাম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি এত বড়ো একটি কাজ আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারিমের, যিনি 'শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই' বইয়ের কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

এখানে লেখকের কোনো অভিব্যক্তি নেই। লেখকের অভিব্যক্তি-অনুভূতি-কথাগুলো পড়তে চাইলে, চলে যান ভেতরের পাতায়। যেখানে, কুরআন ও হাদিসের আলোকে—লেখকের কথামালা, লেখকের ভাবনা, লেখকের অভিব্যক্তি, ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো কালিতে ভর করে।

সকলের নিকট দুআপ্রার্থী। দুআ করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন বইটি কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, বইটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকী কাজগুলোও করতে পারি, সে-জন্যও দুআ করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই, বইয়ের কোনো অংশে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কিছু পরিলক্ষিত হলে, সাথে সাথে আমাদের অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তী মুদ্রণে তা ঠিক করা হবে।

মাও: মাহমুদ বিন নূর

লেখক ও সম্পাদক

mahmud754325@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

কে এই শয়তান? কী তার উদ্দেশ্য?

শয়তান বলতে সাধারণত আমরা কী বুঝি? আসলে শয়তান বলতেই কি ইবলিস? শয়তান কি কেবল ইবলিসের সাথেই নির্দিষ্ট? নাকি শয়তান কোনো গুণ বা প্রকৃতি; চরিত্র বা নীতি?

যখনই শয়তান শব্দটা উচ্চারণ করা হয়, তখন আমাদের মস্তিষ্কে কেবল ইবলিস-ই ঘুরে বেড়ায়। শয়তান বলতে কেবল ইবলিসকেই চিনি। আসলেই কি তাই? অথচ, আল্লাহ তাআলা শয়তান নামক কোনো প্রাণীই সৃষ্টি করেননি।

সেটা যা-ই হোক, সর্বপ্রথম শয়তান শব্দটি ইবলিসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সুবাদে শয়তান বলতে আমরা ইবলিসকেই বুঝি। পূর্ব থেকে শয়তান নামক প্রাণী সৃষ্ট না হলেও, ইবলিস তার কর্মের ফলে শয়তানে পরিণত হয়। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, শয়তান হচ্ছে একটি গুণ; একটি স্বভাব।

আরবিতে شيطان শব্দটি 'বিদ্রোহী' বা 'অবাধ্য'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা কোনো প্রাণী নয়। এটা নিছক একটি গুণ। যার মধ্যেই শয়তানী গুন বিদ্যমান, সে-ই শয়তান। কেননা, এটা কোন নির্দিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্পর্কিত নয়, এটা তার গুণাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শয়তান মূলত মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকেই। শয়তানের স্বতন্ত্র কোনো জাত বা বংশ নেই! জিন আর মানুষ-ই শয়তানের জাত বা বংশ। এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত আছে—

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ
فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

অনুবাদ: আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবির জন্য বহু মানুষ শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক হতে হয়ে শয়তানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শয়তানের মধ্য হতে হয়ে থাকে। এরা একে অন্যকে কতক মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রব্বের ইচ্ছে হলে, তারা এমন কাজ করতে পারত না। সুতরাং, তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলিকে বর্জন করে চলবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ইবনে কাসিরে বর্ণনা করা হয়েছে, জিনদের মধ্যেও শয়তান রয়েছে এবং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুঝা যাচ্ছে, শয়তান 'জিন' এবং 'মানুষদের' মধ্য থেকেই। জিনদের মধ্য থেকেও হতে পারে, আবার মানুষদের মধ্য থেকেও হতে পারে। তবে, ইবলিস কিন্তু জিন-জাতি! ইবলিসের জাত বা বংশ হলো জিন। এ- ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ

অনুবাদ: আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতঃপর তারা সিজদা করলো; ইবলিস ছাড়া। সে ছিলো জিনদের একজন। সে তার রব্বের নির্দেশ অমান্য করলো।[২]

এখানে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ইবলিস ছিল জিনদের মধ্য থেকে একজন। অর্থাৎ, তার বংশ জিন-জাতি।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—মেনে নিলাম, শয়তানের কোনো সতন্ত্র জাত বা বংশ নেই। শয়তান জিনদের মধ্য থেকেই। যেমন: ইবলিস। কিন্তু, মানুষদের মধ্য থেকে শয়তান আবার কে?

আসলে, এই আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়—শয়তান মূলত কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রাণী নয়; 'শয়তান' ভিন্ন কোনো সৃষ্ট নয়। এটা

---

১. সূরা আন'আম, আয়াত - ১১২

২. সূরা কাহাফ, আয়াত - ৫০

একটা গুণ বা প্রকৃতি। যেমন: ইবলিস কিন্তু অন্যান্য জিনদের মতোই সৃষ্ট। তবে, সে ছিল আল্লাহ'র অধিক কাছের একজন। সে ছিল অত্যাধিক ইবাদত-গুজারি। যার কারণে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মর্যাদা সমুন্নত করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও, সে শয়তানে পরিণত হয়েছে। এটা কখন এবং কীভাবে? আল্লাহ তাআলা তো তাকে শয়তানরূপে সৃষ্টি করেননি। তাহলে? মূলত সে যখন আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করলো, তখনই শয়তানে পরিণত হলো। যখনই নিজের দাম্ভিকতা প্রাধান্য দিয়ে স্বীয় রব্বকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, তখনই তার নামের পাশে শয়তান উপাধি যুক্ত হলো।

এখন এটাই দাঁড়ালো—শয়তান কোনো প্রানী নয়; এটা একটা গুণ। আর উক্ত গুণকেই বলা হয় শয়তান। এখন শয়তানি গুণ যার মধ্যেই বিদ্যমান, (মানুষ হোক বা জিন) সে-ই শয়তান—এটা বললে ভুল হওয়ার কথা নয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমি বহু শয়তানকে সৃষ্টি করেছি, আর তারা জিন এবং মানুষদের মধ্য থেকেই।'

তবে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভালো—মানুষ কেবল রব্বের হুকুম অমান্য করেই শয়তানে পরিণত হবে না; বরং শয়তানের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। যেমন: শয়তান আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করার সাথে সাথে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। মানুষকে গুমরাহ করার অভিব্যক্তি দেয়। অতঃপর, আল্লাহ'র রাস্তা থেকে বনি আদমকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। এখন মানুষের মধ্যে যদি এরকম গুণাবলী (আল্লাহকে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় ও মানুষকে আল্লাহ'র পথ থেকে বিতাড়িত করে কেবল শয়তানের পথে ডাকে) পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝে নিবেন, সে-ই মানুষের মধ্য থেকে শয়তানের এজেন্ডা—যার কথা কুরআনে বলা হয়েছে।

মোটকথা, শয়তানের স্বতন্ত্র কোনো জাত বা বংশ নেই। ইবলিসের জাত যদিও জিন, তবে মানুষদের মধ্য থেকেও শয়তান হতে পারে।

এখন আপনাকে আমাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচতে হলে সর্বপ্রথম মানুষ-নামক শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। এজন্য আমাদের আশেপাশে মানুষ-নামক শয়তানকে খুঁজে বের করতে হবে। তবে এই কথা ভুলে গেলে চলবে না—শয়তানে আকবর হচ্ছে ইবলিস। সে সবাইকে পরিচালিত করে।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষ-নামক শয়তান সে, যে শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ আমাদের সামনে উন্মোচন করে দেয়।

এখন আসি, শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী?

শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১) কুফর ও শিরকে লিপ্ত করা

শয়তানের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমাদেরকে কুফর ও শিরকে লিপ্ত করা। শয়তান সবসময় এটাই চায়, আমরা কুফুরি করি। সেই অনুপাতে সে তার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সবসময় আমাদের সাথে লেগে থাকে। কীভাবে কুফরীতে লিপ্ত করা যায়, সে-জন্য বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করে।

শয়তান কাউকে দিয়ে সরাসরি কুফুরি করায়, আর কাউকে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুফুরি করায়। যে দ্বীনহীন, তাকে দিয়ে সরাসরি কুফুরি করানোর চেষ্টা করে। আর যে দ্বীন মানার চেষ্টা করে, তাকে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুফুরি করানোর চেষ্টা করে। মোটকথা, কুফুর ও শিরকে লিপ্ত করতে শয়তান তার সর্বোচ্চটা ঢেলে দেয়।

শয়তান যে তার সকল পদক্ষেপে সফল হয়, তা-ও কিন্তু নয়। একজন মুমিনের ঈমানী চেতনার কাছে হেরে যায়, শয়তানের হাজারো পরিকল্পনা। ভেঙে যায়, বনি আদমকে ভ্রষ্ট করার স্বপ্ন।

অতঃপর, কুফর ও শিরকে লিপ্ত করতে যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে অন্য পথ ধরে।

২) অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত করা

আমাদেরকে কুফর ও শিরকে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয়ে সে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটা হলো অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত করা। প্রথম পদক্ষেপে সফল না হয়েই, এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এজন্য, সে একজন মুমিনকে পাপাচারে লিপ্ত করার জন্য বিভিন্ন কু-পরামর্শ দিয়ে থাকে।

অশ্লীলতার বহু অধ্যায়। পাপাচারের অনেক দরজা। শয়তান, একজন মুমিনকে পাপাচারের যে-কোনো এক দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে অশ্লীলতার বাগানে

প্রবেশ করাতে চায়। আমরাও তার ডাকে সাড়া দিয়ে অশ্লীলতার বাগানে বিচরণ করি। অতঃপর পাপের ফুল সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরি।

৩) বিদায়াতে লিপ্ত করা

শয়তান যখন দ্বিতীয় পদক্ষেপ, তথা অশ্লীল ও পাপ কাজে লিপ্ত করতে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটাকে নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকাও বলা যায়। সেটা হচ্ছে, বিদায়াত। আজকাল সমাজে বিদায়তকে বেশ জোরালোভাবে প্রমোট করা হচ্ছে। অথচ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—প্রত্যেক বিদায়াতি জাহান্নামি। এতদ্বসত্ত্বেও মানুষ কেন বেদায়াতে আত্মনিয়োগ করছে ?

এটা মূলত শয়তানের একটি চাল। নেক সুরতে ধোঁকা। সমাজের কিছু মানুষ এমন কিছু আমলের নবআবিষ্কার ঘটিয়েছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কুরআন ও হাদিস থেকেও প্রমাণিত নয়। অথচ, তাঁরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, এইসব কাজে জড়িয়ে পড়ছে। কেননা, শয়তান তাদের জানিয়ে দিচ্ছে, এটা নেককাজ; নেককাজ আবার দোষের কী, এতে কেনোই-বা গুনাহ হবে!

৪) রব্বের আনুগত্যে বাঁধা প্রদান করা

আল্লাহ তাআলা মানুষদের সৃষ্টি করেছেন স্বীয় আনুগত্যের জন্য । একাধিক জায়গায় আল্লাহ নিজের ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ পাক বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অনুবাদ: 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ'র আনুগত্য করো এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনুগত্য করো, আর (তা না করে) তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করো না'।[৩]

এছাড়াও কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

---

৩. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত - ৩৩

সেই অনুপাতে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সা.) আনুগত্য করা অপরিহার্য। কিন্তু, আজকাল শয়তান আল্লাহ'র আনুগত্যে বাঁধা প্রদান করে, নিজের আনুগত্য করতে আমাদেরকে নানান প্ররোচনা দিচ্ছে।

৫) ইবাদত-বন্দেগী থেকে দূরে ঠেলে দেয়া:

শয়তান সবচে' বেশি শ্রম দেয় মানুষকে ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে রাখার জন্য। একজন মুমিনকে কীভাবে ইবাদত-বন্দেগী থেকে দূরে রাখা যায়, কীভাবে তাঁর ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটানো যায়—সেই প্রচেষ্টায় সর্বদাই নিয়োজিত।

শয়তান সবচে' বেশি বিচলিত হয়, সবচে বেশি কষ্ট পায় তখন—যখন একজন মুমিন অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ'র সাথে কথা বলতে শুরু করে। শয়তান যখন দেখে, বনি আদম তাঁর রব্বের সাথে নামাজের মধ্যে কথা বলছে, তখন এই সুন্দর দৃশ্য দেখে তার সহ্য হয় না । কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। এজন্য, নামাজেই শুরু করে শয়তানি।

ইবাদত-বন্দেগি থেকে মানুষকে দূরে রাখতে শয়তান নামাজটাই বেছে নেয়। কেননা, সে জানে—নামাজ থেকে দূরে রাখতে পারলে এমনি এমনি সে অন্যান্য ইবাদাত থেকে বিরত থাকবে। এজন্য সবসময় নামাজেই সে তার প্ররোচনা চালিয়ে যেতে থাকে আর এই চেষ্টা বলবৎ থাকে একদম সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত। অনবরত চেষ্টা করেই যায়।

মোটকথা, শয়তানের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্য থেকে এটিও একটি—মানুষকে ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে রাখা।

৬) মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা:

শয়তান যখন উপরোল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সফল হতে পারে না, তখন সে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেটা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করা। এমন ফেতনা, যার দ্বারা পুরো আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

শয়তান মানুষের মাঝে ফেতনা সৃষ্টি করতে ঝগড়াটাই বেছে নেয়। তিল'কে তাল বানিয়ে লাগিয়ে দেয় বিরাট ঝগড়া। আর সেই ঝগড়া থেকে মারামারি, ভাঙচুর, মামলা-মোকাদ্দামা সহ সবকিছুই ঘটে যায়।

আসুন, একটি গল্প শুনাই—

আসলে এটা একটা গল্প। এটা গল্প হিসেবেই বলছি। কারণ, এতে রয়েছে অনেক কিছু শিক্ষা।

একদা শয়তান বাজারের একটি মিষ্টির দোকানে যায়। অতঃপর দোকানের ভেতরে গিয়ে, একটা মিষ্টি থেকে সামান্য একটু রস পাশের দেওয়ালে লাগিয়ে দেয়। একটু পর এই রসের লোভে পিঁপড়া ছুটে আসে তা খেতে। ওমনিই পিঁপড়াকে দেখে তাকে খাওয়ার জন্য ছুটে আসে টিকটিকি। পাশে বসা ছিল একটা বিড়াল। টিকটিকিকে ধরার জন্য দিলো এক দৌড়। এদিকে দোকানের বাহিরে এক কুকুরের মালিক, তার কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত বিড়ালকে দেখে, লাফ দিল বিড়ালকে ধরার জন্য।

কাম সারছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট লাফ গিয়ে পড়লো মিষ্টির শোকেসে। শোকেস ভাঙ্গলো, মিষ্টি মাটিতে পড়ল, সারা ঘরের অবস্থাও খারাপ হলো। কুকুর তখন ভয়ে মালিকের পাশে আশ্রয় নিল, আর দোকানের মালিক কুকুরের মালিককে তাড়া করল। কুকুরের মালিক প্রথমে প্রাণভয়ে দৌড় লাগালেও, সে ছিল রাজনৈতিক দলের লোক। কিছুক্ষণ পর দলবল নিয়ে এসে মিষ্টি দোকানির সাথে শুরু করলো ঝগড়া। শুরু হলো তুমুল ঝগড়া। একজন আরেকজনকে মারছে। এভাবে উভয় দলের বেশ কয়েকজন আহত হলো। এছাড়াও, সারা বাজার আগুনে পুড়ে ছারখার। উক্ত ঘটনা হলো পত্রিকার হেডলাইন। শুরু হল মিডিয়ার ব্যস্ততা। অতঃপর, হাইকোর্ট জজকোর্ট পর্যন্ত এই মামলা গড়াল।

উভয় দলই ক্ষতির সম্মুখীন হলো। কতক মানুষের ঘুম নষ্ট হলো, কতকের নষ্ট হলো অর্থ । সব মিলিয়ে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর শয়তান? এই এত বড় ঘটনার পেছনে যার হাত, সে এখন মিটি মিটি হাসছে। আর বলছে, আমি কী করেছি? আমি তো কেবল দেয়ালে একটু রস লাগিয়েছি ।

গল্পটা কল্পকাহিনি হলেও, তার (শয়তানের) চক্রান্ত এরকমই। শয়তান এভাবেই আপনার আমার মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করছে। সামান্য মিষ্টির রস ব্যাবহার করে, একে অন্যকে ভোগের বস্তু বানিয়ে বিরাট ঝগড়া লাগিয়ে, নিয়ে গেলো হাইকোর্টে!

এই ছিল, শয়তানের কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এছাড়াও বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শয়তানের আকার-আকৃতি

ক্ষেত্রবিশেষ যখনই শয়তানের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়, তখন ছোটো-বড়ো সবার মনেই একটি প্রশ্ন জাগে—শয়তান কীরকম? তার আকৃতি কেমন?

আসলে, শয়তানের নির্দিষ্ট কোনো আকার-আকৃতি নেই। তবে সে বিভিন্ন সময়, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে, এটা নিচের হাদিস থেকেই বুঝা যাচ্ছে। বর্ণিত আছে:

আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, 'রাসুল সা. বলেছেন,

وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِيْ صُورَتِيْ-

'যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে ঠিক আমাকেই দেখে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না'।[১]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, শয়তান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর আকৃতি ধারণ করাকে তিনি নাকচ করেছেন। তার মানে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না ঠিকই, তবে অন্য কিছুর আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম। যখন কোনো কিছু হয়, তখনই তার ব্যাপারে আলোচনা হয়। সুতরাং, নিশ্চয়ই শয়তান ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আমাদের ধোঁকায় ফেলে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেই দিয়েছেন, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

১. শামায়েলে তিরমিযী, হাদিস নং- ৩১৩

আমরা অনেকেই মনের গহীনে শয়তানের বিভিন্ন আকৃতি অঙ্কন করে ফেলি। কেউ কেউ শয়তানের জন্য বিরাট মস্তক নির্ধারণ করি। কেউ কেউ লম্বা লম্বা শিং, কেউ কেউ লেজ, আবার কেউ কেউ ভয়ংকর প্রাণীর অবয়ব হৃদয়ে অঙ্কন করি। যে যেটাই নির্ধারণ করুক, শয়তানের কোনো নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি নেই। তবে, অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে তার কিছু আকার-আকৃতি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

শয়তানের শিং:

ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, শয়তানের দু'টো শিং আছে। এটা কি আসলেই? শয়তানের কি সত্যি সত্যি শিং রয়েছে? থাকলে শিং দু'টো কোথায়? আর দেখতে কেমন, আকার কেমন—এরকম অনেক চিন্তাই আসে মনে। সেটা যা-ই হোক, আসুন হাদিসের আলোকে জেনে নিই, শয়তানের শিং আছে কি না—

বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করে বলেছেন—তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছে করবে না। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।[২]

উপরোল্লিখিত হাদিস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, শয়তানেরও শিং রয়েছে। তবে শিং দেখতে কেমন, তার আকার কেমন, মোটা না চিকন, খাটো না লম্বা—এগুলো অস্পষ্ট; অজানা। তবে শিং রয়েছে, এটা সত্য।

বকরীর আকৃতি :

ছোটোবেলায় যখন মুরুব্বিদের কাছে শয়তান এবং জিনের গল্প শুনতাম, তখন তাঁরা বলতেন, জিন এবং শয়তান ভেড়া ও ছাগলের রূপ ধারণ করে চলাফেরা করে। তখনকার সময়ে তাদের এই কথাগুলো নিছক গল্প এবং কল্পিত কাহিনিই মনে হতো। আসলে তা কল্পিত কোনো কাহিনী নয়; শয়তান সত্যিই ছাগলের রূপ ধারণ করে। আসুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একটি হাদিস থেকে তা জেনে নিই—

---

২. সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং- ৫৭০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেছেন, আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা (সালাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকট রাখবে। পরস্পর কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের খালি (ফাঁকা) জায়গাতে শয়তান যেন একটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।[৩]

এ-হাদিস এটাই প্রমাণ করে—শয়তান বকরীর আকৃতি ধারণ করে। আর এটা বাস্তবে অনেকের কাছে প্রমাণিতও বটে। অনেক সময় শয়তান বকরীর আকার ধারণ করে মানুষের নিকট আগমন করে। দুষ্টু জিন শয়তান, রাতের আঁধারে অনেক মানুষের সামনেই আত্মপ্রকাশ করে। যারা রাতের বেলা এখানে-সেখানে যায়, তাদের জিজ্ঞেস করুন, এরকম অস্বাভাবিক কোনো বকরী তাঁদের চোখে পড়েছে কি না!

অবশ্যই পড়েছে, অনেকের চোখেই পড়েছে। অনেকেই গভীর রাতে অস্বাভাবিক বকরী দেখেছে। এমন এমন স্থানে দেখেছে, যেখানে এত রাতে গৃহপালিত বকরী থাকার কথাও না। এতদ্বসত্ত্বেও সে বকরী দেখেছে, তা-ও অস্বাভাবিক বকরী।

যাহোক, শয়তানের একটি আকৃতি বকরী। সে অধিকাংশ সময় বকরীর আকৃতি ধারণ করে।

কালো কুকুরের আকৃতি:

কুকুরের নানান রং। রংবেরং-এ সেজে আছে কুকুরের দল। লাল, কালো, সাদা, ধূসর-সহ বাহারি রঙে রঙিন তাদের অবয়ব। সে যা-ই হোক, লাল, কালো, সাদা ও ধূসর-এর মধ্য থেকে কালো কুকুরটি দেখতে খুবই ভয়ংকর। তার পাশে ঘেঁষতেও ভয় হয়। ভয় তো লাগবেই, লাগটাই স্বাভাবিক। কারণ, শয়তান অনেক সময় কালো কুকুরের আকৃতি ধারণ করে।

---

৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৬৬৭

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فَقَالَ " شَيْطَانٌ " .

আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ঘোর কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তা শয়তান'।[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একাধিক হাদিস রয়েছে কালো কুকুর সম্পর্কে। যেখানে কালো কুকুরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, শয়তান মাঝেমাঝে কালো কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো কুকুর হত্যা করার নির্দেশও দিয়েছেন। এখন আমাদের উচিত, কালো কুকুর থেকে নিজেকে দূরে রাখা। অন্যথায়, সে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা তো করবেই। আর তাছাড়া, কখন জানি শয়তান উক্ত কুকুরের আকার ধারণ করে আমাদের সামনে চলে আসে—তার কোনো ধারণাই থাকবে না।

শয়তানের মাথা:

শয়তানের মাথা রয়েছে, তা নসের (কুরআন ও সুন্নাহ) দ্বারাই প্রমাণিত। তবে এটা অস্পষ্ট, তার মাথা দেখতে ঠিক কীরকম!

বর্ণিত আছে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশাহ (রাযি.)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! কূপটির পানি (রঙ) মেহেদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়। আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার ন্যায়।[৫]

যেহেতু শয়তানের মাথার সাথে খেজুর গাছের মাথার উপমা দেয়া হয়েছে, সেহেতু শয়তানের মাথা নিশ্চয়ই আছে। আর থাকবেই না কেন, শয়তান তো জিনদের মধ্য থেকেই।

মোটকথা, শয়তানের কোন নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি নেই। ক্ষেত্রবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। আর সেই রূপ ধারণ করেই আমাদের চারপাশে সে ঘুরে বেড়ায়। সে সর্বদাই আমাদের সাথে রয়েছে, তবে আকার-আকৃতির ভিন্নতা কেবল আমাদের চোখের আড়াল করে রেখেছে।

---

৪. মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ৫১০

৫. বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৫৭৬৬

শয়তান যখন ডাক্তার: ফোবিয়া

ফোবিয়া রোগের সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। ফোবিয়া এমন এক ব্যাধি, যার ব্যাপারে মানুষ সব সময় ভীতিগ্রস্ত। ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় আতঙ্কে থাকে। যে বস্তু বা স্থানের ব্যাপারে তাঁর ফোবিয়া থাকে, সেটা থেকে সে সবসময় দূরে থাকতে চায়। কারণ, ঐ বস্তুর ব্যাপারে সে সবসময় আতঙ্কে থাকে; সেটা যেমন-ই হোক না কেন।

উদাহরণস্বরূপ: একজন নারী ফোবিয়ায় আক্রান্ত। তাঁর ফোবিয়া হচ্ছে বিড়ালে। বিড়াল দেখলেই সে ভয় পায়। বিড়াল নিয়ে সে সবসময় আতঙ্কে থাকে। কোনোভাবেই তাঁর হৃদয় থেকে ভয় দূর হয় না। হবেও না, কেননা এই জিনিসের প্রতি তাঁর ফোবিয়া রয়েছে। তা দূর করতে হলে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। আর সেই ট্রিটমেন্টের জন্য একজন ভালো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে কেউ ফোবিয়ায় আক্রান্ত হলে বিভিন্ন সাইকোলজিস্ট ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। ডাক্তার সাহেব তাঁদেরকে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন। ট্রিটমেন্ট গুলোর মধ্য থেকে এটিও একটি—প্রথমত ঐ বস্তু থেকে তাঁর যে আতঙ্ক, তা দূর করা। যেমন: একজন নারীর কথা আলোচনা করা হয়েছে, যার বিড়ালে ফোবিয়া রয়েছে। এখন ঐ নারী থেকে উক্ত ফোবিয়া দূর করতে ডাক্তার সাহেব কখনোই তাঁর সামনে হুট করে বিড়াল নিয়ে আসবেন না। কেননা, হুট করে তাঁর সামনে বিড়াল নিয়ে আসলে সে আরও বেশি ভয় পাবে। তখন বিষয়টি আরও জটিল রূপ ধারণ করবে। এজন্যই, ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী ফোবিয়া আক্রান্ত রোগীর সামনে প্রথমত বিড়ালের ছবি নিয়ে আসা হবে। তাঁকে বুঝানো হবে, এই দেখো বিড়াল; এটা তোমাকে কিছুই করতে পারছে না, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। বিড়ালের প্রতিচ্ছবি তাঁকে দেখানোর পর, পরবর্তী স্টেপে দূর থেকে বিড়ালটিকে তাঁর সামনে উন্মোচন করা হবে। তাকে দূর থেকে বিড়ালটিকে দেখিয়ে বলা হবে, দেখো এটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করতে

পারছে না। সুতরাং, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরপরের স্টেপে বিড়ালটিকে একদম তাঁর সামনে হাজির করা হবে। তাকে বোঝানো হবে, দেখো বিড়ালটি একদম তোমার সন্নিকটে নিয়ে আসা হয়েছে, অথচ সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। সুতরাং, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এভাবেই step-by-step ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সমস্ত আতঙ্ক দূর করা হয়।

ওই ট্রিটমেন্টের ফলে ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত আতঙ্ক দূর হয়ে যায়। তখন ঐ বস্তুটি তাঁর কাছে আর ভয়ের পাত্র থাকে না। এক পর্যায়ে আতঙ্কিত বস্তুটি তার বন্ধুতে পরিণত হয়। যে বস্তু থেকে সে পলায়ন করতো, সে বস্তুটি সে সাদরেই গ্রহণ করে; বুকে জড়িয়ে নেয়। আতঙ্ক দূর হওয়ার পর তাঁর প্রতি আর কোনো ধরনের অনীহা, অসন্তুষ্টি, অপছন্দনীয়, ভয়—কোনো কিছুই থাকে না। কারণ, যে বস্তুটির প্রতি তার ভয় ছিল, তা তাঁর থেকে দূর করে দেয়া হয়েছে।

ঠিক আমাদের ক্ষেত্রেও এরকমটাই হয়ে থাকে। একজন প্রকৃত মুমিন সমস্ত পাপাচার ও অশ্লীল কাজের ব্যাপারে এতটাই আতঙ্কে থাকে যে, মনে হয় ওইসব পাপাচার ও অশ্লীলতার প্রতি তাঁর ফোবিয়া রয়েছে। সে মনে মনে সব সময় এই আতঙ্কে থাকে—কখন জানি এরূপ এরূপ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যাই। এজন্য, সব সময় এসব ফিতনা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। কেননা, এসব কৃতকর্মে তাঁর ফোবিয়া রয়েছে। তাই, এগুলোর ব্যাপারে আতঙ্কে থাকাটা একজন মুমিনের জন্য মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

অশ্লীল পাপাচারের প্রতি যখন অনিহা তৈরি হয়, তখন ওই ব্যক্তি এগুলোকে এতটাই অপছন্দ করে যে, তাঁকে ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না। আর যখনই একজন মুমিন এমন পর্যায়ে চলে যায়, তখন শয়তানের ডাক্তারি শুরু হতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিলম্ব হয় না। শয়তান তাঁর থেকে এই ফোবিয়া দূর করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। সবসময় শয়তান তাঁর পেছনে লেগে থাকে। সবসময় এই চিন্তায় বিভোর থাকে—কীভাবে তাঁর থেকে এই ফোবিয়া দূর করা যায়।

একজন দ্বীনহীন, দূর্বল ঈমানদারের কাছে কোনো পাপ, পাপ মনে হয় না। কিন্তু, একজন প্রকৃত দ্বীনদার, আল্লাহ-ভীরু ঈমানদার ব্যক্তির কাছে

সামান্য অশ্লীলতাই অনেক কিছু। ফেসবুক স্ক্রল করতে গিয়ে কোনো বেগানা নারীর ফটো চোখে পড়লেই, একজন ঈমানদার আঁতকে উঠে। মনে মনে ভাবে—হায় হায়, এ- আমি কী দেখলাম! তাঁর মনে ভীতি সঞ্চার হয়। এদিকে দূর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির কাছে পর্ণ ভিডিও-ও কিছুই মনে হয় না। তার কারণ, অশ্লীলতা ও পাপাচারে তাঁর ফোবিয়া নেই। অপরদিকে সেই মুত্তাকি ব্যাক্তির সমস্ত অশ্লীলতায় ফোবিয়া রয়েছে। তাই বলা যায়, যতক্ষণ না কারও অশ্লীলতার প্রতি ফোবিয়া জন্ম নিবে, ততক্ষণ তাঁর মধ্যে তাকওয়া স্থান পাবে না।

তো, একজন প্রকৃত ঈমানদার যখন সামান্য কিছু দেখেই আঁতকে উঠে, তার মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়—তখন সেখানে শয়তান এসে ভিড় জমায়। অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রতি ফোবিয়া দূর করতে শয়তান সেখানে ডাক্তারি শুরু করে। তখন শয়তান খুব সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে আগায়।

প্রথমত: ঐ অশ্লীল বস্তু তাঁর সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন একজন মুমিন খুব সহজেই স্লিপ কেটে উক্ত ফিতনায় পড়ে যায়। অতঃপর, এবার যখন স্লিপ কেটে অনিচ্ছাকৃতভাবে শয়তানের ধোঁকায় উক্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন শয়তান তার দ্বিতীয় চাল চালে। ফেসবুক স্ক্রোলিং করতে গিয়ে একজন বেগানা নারীকে দেখিয়ে, তাঁর থেকে কিয়দংশ ভয় দূর করে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে, অশ্লীল খারাপ পিকচার দেখিয়ে তাঁর থেকে অর্ধাংশ ভয় দূর করে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে পাপাচারে লিপ্ত করে তাঁর থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দেয়। তখন, ওই ব্যক্তির কাছে কোনো পাপ আর পাপ মনে হয় না। অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রতি যে ভয় ছিল, তা আর কাজ করে না। সে আর আতঙ্কে থাকে না। খারাপ কাজের প্রতি তাঁর যে ফোবিয়া ছিল, তা আর দেখা যায় না। ফলে, ধীরে ধীরে সে শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। শয়তানের ডাক্তারি সেখানে ফলপ্রসূ হয়। শয়তান জানে, হঠাৎ করে তাঁকে পর্ণ দেখানো যাবে না; তাঁর থেকে অশ্লীলতার ভয় দূর করা যাবে না। এজন্য শয়তান তার কৌশল অবলম্বন করে ঠিক ডাক্তারের মতো step-by-step তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

এখন দেখেন, আপনার সাথে শয়তানের সূক্ষ্ম কৌশল মিলে যাচ্ছে কি-না। আপনি পর্ণগ্রাফি ভয় পান। কেননা এটা অশ্লীলতার কারখানা। এতে আপনার ফোবিয়া রয়েছে। এদিকে শয়তান তার সুকৌশলে আপনাকে দিয়ে পর্ণগ্রাফি দেখিয়ে নিচ্ছে। কীভাবে? আপনি ফেসবুক স্ক্রল করছেন, এমন সময় একটি রোমান্টিক ভিডিও আপনার চোখে পড়লো, আপনিও দেখবো না, দেখবো না করেও, অবশেষে দেখে নিলেন। দেখে নেয়ার মধ্যেই ক্ষান্ত থাকেননি। ওই রোমান্টিক ভিডিওর মধ্যে যে বেশ কিছু মিসিং রয়েছে, তা আপনাকে টানছে। ওই ভিডিওতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। ফলে ফেসবুক রেখে ইউটিউব ওপেন করলেন, সেখান থেকে কিছু গভীর রোমান্স দেখে নিলেন। তা-ও আপনার মন ভরছে না। বারবার মনে হচ্ছে, এখানেও অনেক মিসিং। শেষমেষ, এটাতেও সন্তুষ্ট না থেকে পর্ণ সাইট ব্রাউজ করলেন। ঢুকে গেলেন নীল জগতে। হারিয়ে গেলেন শয়তানের ধোঁকার রাজ্যে।

কত সুক্ষ্ম কৌশল। শয়তান জানতো, হুট করে আপনাকে দিয়ে পর্নোগ্রাফি দেখাতে পারবে না। কেননা, নাম শুনতেই ভয় হয়-"পর্ণ"! এদিকে আপনাকে দিয়ে সে দেখিয়েই ছাড়লো! প্রথমে নরমাল ভিডিও দেখিয়ে কিছু ভয় দূর করে আকর্ষণ জাগাল, তারপর ডিপলী কিছু দেখিয়ে আরও কিছু ভয় দূর করলো, তারপর একদম টেনে নিয়ে গেল নীল জগতে।
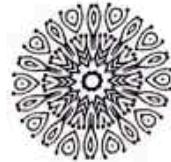
শয়তানের খাদ

রাত দশটা। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে শুতে আসলেন। শুয়েই হাতে নিলেন মোবাইল ফোন। আপনি একজন প্রাক্টিসিং মুসলিম, যে কারণে অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ জিনিস থেকে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করেন। আপনি এই নিয়ত করে ফোনের লক খুলেননি—'এখন আমি মুভি দেখবো, অশ্লীল ভিডিও দেখবো'। বরং আপনার নিয়ত স্বচ্ছ। মনে মনে পরিকল্পনা করেছেন, ফোনে হয়তো কোনো ইসলামিক বইয়ের পিডিএফ পড়বেন, অথবা কোনো স্কলারের লেকচার শুনবেন।

আপনার নিয়ত স্বচ্ছ রেখে ফোন হাতে নেয়ার পর ডাটা অন করে ঢুকলেন ইউটিউবে। আপনার নিয়ত, আপনি ইসলামিক লেকচার শুনবেন। অথচ, ইউটিউবে ঢুকার পর আপনার সামনে চলে আসলো হরেক রকম ভিডিও—গান, নাটক, সিনেমা, অশ্লীল ভিডিও-সহ অনেক কিছু। এখন আপনাকে লেকচার শুনতে হলে সার্চ বক্সে যেতে হবে। কিন্তু আপনি সার্চ বক্সে সার্চ দেয়ার আগেই শয়তান সেখানে উপস্থিত। আপনি নিজেও বুঝতে পারেন নাই, সার্চ বক্স ছেড়ে কখন জানি সামনে আসা ভিডিও গুলো দেখতে শুরু করলেন। এক ভিডিওর পর আরেক ভিডিও। এভাবে একটার পর একটা দেখতেই থাকলেন। দেখতে দেখতে ভুলেই গেলেন, আপনি কেন ইউটিউবে ঢুকেছিলেন।

আপনার সাথে এরকম হয়নি? ভালো কোনো কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে, পা পিছলে খাদে পড়েননি? পড়েছেন, বহুবার পড়েছেন। বইয়ের পিডিএফ ডাউনলোড করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্রাউজার সামনে এসে, আপনাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ইউটিউবে স্বচ্ছ নিয়ত রেখে ঢুকার পর, নিয়তের কথা ভুলে গিয়েছেন। অথচ, আপনি আমি ভাবছি, এটা এমনি এমনি হচ্ছে। আসলেই কি তাই? না, এখানেও শয়তান তার সুক্ষ্ম চাল চেলেছে।

ভালো কিছু করতে গিয়ে পা পিছলে যাওয়ার পেছনে কেবল শয়তান-ই জড়িত। আমাদের স্বচ্ছ নিয়তে পানি ঢেলে অপবিত্র কাজ করিয়েই সে ক্ষান্ত হয়। আগেও বলেছি, মোবাইল শয়তানের এক বড় অস্ত্র। আমরা যতই পিওর

থাকার চেষ্টা করি না কেন, যে-কোনো সময় পা পিছলে গোনাহের খাদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

একটু নিজেই কল্পনা করে দেখুন না। কীভাবে স্বচ্ছ নিয়ত ভুলে গিয়ে আমরা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। এগুলো সবই শয়তানের চাল।

আপনি দেখতে না চাইলেও, শয়তান আপনাকে দিয়ে অশ্লীল কিছু দেখিয়েই ছাড়বে। যেমন: আপনি ইউটিউবে ওয়াজ শুনছেন। ভিডিওতে সরাসরি বক্তাকে দেখছেন, হঠাৎ এড চলে আসলো। কোনো প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন। আর সেই বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে রয়েছে কোনো এক রূপবতী তরুণী। ইচ্ছে ছিলো না দেখার, কিন্তু দেখা হয়ে গেল। শয়তান দেখিয়েই ক্ষান্ত হলো।

পা পিছলে পড়ে গেলেন শয়তানের খাদে। আর এই খাদে ফেলতেই, শয়তান ব্যবহার করেছে বর্তমান প্রযুক্তি। একটা মানুষকে কীভাবে পদস্খলন করানো যায়, সে-জন্য তারা তাদের প্ল্যান মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে। ইউটিউবে ঢুকার সাথে সাথে হরেক রকম ভিডিও চলে আসছে, ফেসবুকে স্ক্রল করলেই কত রকম ভিডিও সামনে চলে আসছে, কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করলে কত অশ্লীল এড চলে আসছে! এ-সব কিছু করছে শয়তান। আপনি আমি যেন খুব সহজেই তার জালে আটকা পড়ে যাই, সেজন্য তার এসব প্ল্যান। এদিকে এই প্ল্যান গুলো বাস্তবায়নে সাহায্য করছে মানুষ-রূপি শয়তান। অথচ, আমরা এগুলো টের-ই পাই না।

শয়তান মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে এসব প্রযুক্তি আবিষ্কার করার পন্থা। আর মানুষ এগুলো আবিষ্কার করেছেও। এদিকে এসব প্রযুক্তি শয়তানের অস্ত্র। শয়তান জানে, এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একজন না চাইতেও অশ্লীলতার জগতে প্রবেশ করবে। আর হচ্ছেও সেটাই। তাহলে কী দাঁড়ালো? যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা না চাইতেও অশ্লীল কিছু দেখা থেকে নজর এড়াতে পারছি না, সেসব প্রযুক্তিই নির্মাণ করছে মানুষ। তাহলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারাই শয়তানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। কেননা, তারা যদি এসব প্রযুক্তি আবিষ্কার না করতো, তাহলে একজন মুমিনের জন্য পা পিছলে খাদে পরার সম্ভাবনাও থাকতো শূন্যের কোঠায়।

শয়তান মানুষের মস্তিষ্কে কুবুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেখানে শয়তান রেখেছে ইনকামের কিছু উপায়। যা ব্যবহার করে বাহ্যিকভাবে ইনকাম করছে কতো যুবক। অথচ, ইনকামের নামে যে সেখানে শয়তানকে সাহায্য করছি—তা আমরা ভুলেই বসেছি। আমরা কেবল ইনকামটাই দেখি; শয়তান-কে নয়।

শয়তানের আগমন

একটি হাদিসে এসেছে যে, শয়তান মানুষের রগে রগে বিচরণ করে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, শয়তান কখনও আমাদের থেকে পৃথক হয় না; সবসময় সাথেই থাকে। সাথেই যদি থাকে, তবে এখানে কেন এই আলোচনা নিয়ে আসলাম—'শয়তানের আগমন'?

আসলে শয়তান রগে রগে বিচরণ করলেও, আমাদের কাছে তার আগমন-ই ঘটে। যখনই শয়তানের আগমন ঘটে, তখনই মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়। এটা যে-কোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। শয়তান যদি সবসময় আমাদের সাথেই থাকতো, আমাদের কাছে সময়সাপেক্ষ আগমন না করতো, তবে ভালো আর খারাপ মানুষদের মধ্যে ওয়াসওয়াসা তৈরিতে তারতম্য হতো না।

শয়তান আমাদের নিকট আগমন করে, এটা বুঝানোর জন্য নিম্নে একটি হাদিস নিয়ে আসলাম।

> "তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তাঁর নিকট এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি বান্দা (সালাত থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে না (যে, সে কত রাকাআত পড়ছে)। অনুরূপভাবে সে তার বিছানায় অবস্থানকালেও শয়তান সেখানে আসে এবং তাকে ঘুম পাড়াতে থাকে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়।"[১]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, শয়তান আসে এবং কুমন্ত্রণা দেয়।

শয়তান প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে আগমন করে। আমাদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। ইবাদত-বন্দেগিতে অনীহা তৈরি করে। অশ্লীলতাকে সুশোভিত করে তুলে। ফলে, খুব সহজেই আমরা ফেতনায় নিপতিত হয়ে যাই। একটা জিনিস লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন—একটা মানুষ যখন খারাপ কাজ

---

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৯২৬

করতে করতে তার প্রতি নেশাগ্রস্ত হয়, তখন ওই কাজটা করার জন্য তার মোটামুটি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। অটোম্যাটিকলি সেই কাজে জড়িয়ে পড়ে। সাধারণত যে-কোনো কাজের জন্য একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন; সেটা খারাপই হোক অথবা ভালো। কিন্তু শয়তান কারও কারও উপর এমনভাবে তার অস্ত্র চালায়, এক পর্যায়ে ওই ব্যক্তি গুনাহে এতটাই আসক্ত হয়ে যায়, পরবর্তীতে শয়তানের আর শয়তানির প্রয়োজন পড়ে না। এমনি এমনি অটোম্যাটিকলি ওই কাজটা সে করতে থাকে। শয়তান তার নিকট আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয়। কারণ, সে জানে তাকে এমন এক মেডিসিন দিয়েছি, যা বহুদিন একশনে থাকবে।

শয়তান মুমিন তাকওয়াবান ব্যক্তিদের কাছে বেশি আসা-যাওয়া করে। সবসময় চেষ্টা করে, কীভাবে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া যায়। শয়তান জানে, ওই লোকটা খারাপ। সে ভাবে, আমি তাঁর পেছনে শ্রম দিয়ে তার নফসকে কলুষিত করে ফেলেছি, এবার নফসই তাকে ঘোরাবে; তাকে অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করবে। এত কিছু ভাবতে ভাবতে শয়তান তাঁর কাছে আসা-যাওয়া অনেকটা কমিয়েই দেয়। অপরদিকে মুত্তাকী ব্যক্তির কাছে আসা-যাওয়া অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। সে জানে, ওই খারাপ ব্যক্তির জন্য নফসে আম্মারাই যথেষ্ট; আমার না-গেলেও চলবে। কিন্তু, এই মুমিনকে পথভ্রষ্ট করতে হলে নফস এবং আমাকে সমান তালে মেহনত করে যেতে হবে।

একজন মুমিনের ঈমান যখন মজবুত হয়ে যায়, শয়তান তখন তাঁর কাছে বারবার পরাজিত হয়ে যায়, তখন নফসের সাহায্যে, তার চেষ্টার সর্বোচ্চ দিয়ে মুমিনকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। এতদসত্ত্বেও, কখনও সফল হতে পারে না। কারণ, একজন আবেদ হাজার শয়তানের অপেক্ষা উত্তম।
যাহোক, শয়তান আমাদের কাছে আগমন করে; প্রতিনিয়তই আগমন করে। কারো কাছে বেশি, কারো কাছে কম। এবার আলোচনা করবো, শয়তান কোন্ কোন্ সময় আমাদের কাছে বেশি আগমন করে।

১) রাতে:

বর্তমানে শয়তান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে রাতের বেলাই আগমন করে। শয়তান জানে, বনি আদমকে ফেতনায় ফেলতে রাতের অন্ধকার মোক্ষম সুযোগ। সে জানে, রাতের বেলা খুব সহজেই তাকে বধ করা যাবে। কারণ, মোবাইল শয়তানের এক উত্তম হাতিয়ার। মোবাইলের মাধ্যমে সে খুব

সহজেই বনি আদমকে বধ করতে পারছে। আর মোবাইল ফোনের সাহায্যে বধ করার জন্য রাতটাই অতি উত্তম। সারাদিনের ব্যস্ততা কাটিয়ে ক্লান্ত শরীরে রাতের বেলা যখন বিছানায় গা'টা এলিয়ে দেওয়া হয়, তখন মোবাইল ফোনটা সবাই এমনি এমনি হাতে নিয়ে নেয়। মোবাইল হাতে নেওয়ার পরই শয়তানের ওয়াসওয়াসা শুরু হয়ে যায়। সেই ওয়াসওয়াসায় পড়ে কেউ শোনে গান, কেউ দেখে নাটক, কেউ দেখে মুভি, আর কেউ'বা পর্ণের মতো জঘন্য কিছু দেখে নিজের প্রবৃত্তির লালসা পূরণ করে।

২) শৌচাগারে:

শৌচাগার জিন শয়তানের বাসস্থান! শৌচাগারে থাকা অবস্থায় শয়তান আমাদের কাছে বেশি বেশি আগমন করে। অতঃপর অশ্লীল চিন্তা-চেতনা মনের গহীনে জাগ্রত করে দেয়। এজন্যই তো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৌচাগারের প্রবেশের পূর্বে দুআ পড়ে নিতেন। শয়তানের অনিষ্টতা ও যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, শৌচাগারে শয়তানের প্রভাব অনেকটাই বেড়ে যায়।

৩) নারী-পুরুষের নির্জন বাসস্থানে:

শয়তান আগমন করে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নির্জনে অবস্থান করার সময়। শয়তান খুব ভালো করেই জানে, এমতাবস্থায় দু'জনকে খুব সহজেই জিনার মধ্যে লিপ্ত করা যাবে। এজন্য শয়তান আসে, তাঁদের প্ররোচনা দেয়, অতঃপর লিপ্ত করে জিনার কাজে।

একজন পুরুষ একজন মহিলা নির্জনে মিলিত হলে তাঁদের তৃতীয় জন হয় শয়তান। আর এটা হাদিস থেকেই প্রমাণিত—

> "কোনো পুরুষ একজন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান"।[২]

এ- হাদিস থেকে জানা যায়, কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে তৃতীয়জন হয় শয়তান। আর শয়তান সেখানে কেনই-বা মিলিত হয়, সেটা আর বলার প্রয়োজন নেই।

---

২. মিশকাত, হাদীস নং- ৩১১৮

নারী পুরুষ নির্জনে মিলিত হলে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় জন। তাহলে আজকাল আমরা কেন একাকী একে অন্যের সাথে নির্জনে মিলিত হই? কেন একাকী বসে গল্প করি? এমতাবস্থায় শয়তানের ধোঁকায় পড়ার তো সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায়, তবে কেন সতর্কতা অবলম্বন করছি না?

আজকাল দেবর-ভাবি একাকী ঘরে বসে গল্প করছে। শালী-দুলাভাই একে অন্যের সাথে দুষ্টুমি করছে। তারা ভাবছে, এগুলো কিছুই নয়, অথচ শয়তান সেখানে সফল। কেননা, তাদের মধ্যে ব্যাভিচার সংঘটিত না হলেও, তাদের এসব কার্যকলাপ ব্যভিচারের নিকটবর্তী! যা সুস্পষ্ট হারাম।

এছাড়াও, ছাত্রী-শিক্ষকের মধ্যে টিউশনীর নামে নির্জনবাস। লিফটে আরোহণের সময় অপরিচিত নারী পুরুষের নির্জনবাস। বন্ধু-বান্ধবীর নির্জনবাস। ডাক্তার ও নার্সের নির্জনবাস—এ- সবকিছুই হারাম। সব জায়গায় রয়েছে শয়তানের হাত; শয়তানের উপস্থিতি।

মোটকথা, শয়তান আমাদের কাছে বেশি আগমন করে তখন, যখন নারী-পুরুষ একাকী মিলিত হয়। এজন্য, আমাদের উচিত গাইরে মাহরাম থেকে দূরে থাকা। তাদের সাথে একান্ত প্রয়োজনেও একাকী সাক্ষাৎ না-করা। অন্যথায়, শয়তান তার সুক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে, ফেলে দিবে ধোঁকার মধ্যে।

৪) শয়তান বেশিরভাগ সময় নামাজের মধ্যে আগমন করে:

নামাজে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই শয়তান এসে হাজির। আসে, প্ররোচনা দেয়, মনযোগ নষ্ট করে।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় শয়তান আমাদের কাছে আসে এবং কুমন্ত্রণা দেয়। আর আমরা তার শিকার হয়ে হারিয়ে ফেলি নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ।

ঘুমপাড়ানি শয়তান

মানুষ ঘুমায়। ঘুম মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। না-ঘুমিয়ে কেউ থাকতে পারে না; পারবেও না। আল্লাহ তায়ালা যে মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্নেই এই স্বভাবজাত তাঁর মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন। এখন বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাতে হবে।

ঘুমের আছে নির্ধারিত সময়, রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। সেই সীমা আর সময় অতিক্রম করা আমাদের জন্য অকল্যাণজনক। তাই, ঘুমাতে হবে সময় এবং সীমা বজায় রেখেই। কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ সময় আমরা এমন অযাচিত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, যেই ঘুম আমাদের দূরে সরিয়ে দেয় ইবাদত-বন্দেগি থেকে; বাঁধা তৈরি করে রব্বে কারিমের নৈকট্য অর্জন লাভে।

আমাদের মনে বহুদিন যাবত এই প্রশ্ন ঘুরপাক খায়—কেন ইবাদত-বন্দেগি করতে গেলে ঘুম চলে আসে? নামাজ পড়তে গেলে ঘুম আসে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় ঘুম আসে, জিকির করার সময় ঘুম আসে, তাসবিহ-তাহলিল করতে গেলেও ঘুম এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু কেন? ঠিক এই এই মুহূর্তেই কেন ঘুম আসে?

রাতের বেলা যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন, তখন দেখবেন ধীরে ধীরে চোখে ঘুম চলে আসছে। অথচ, কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার চোখে ঘুমের কোনো লক্ষণও ছিল না। আবার দেখবেন কুরআন তেলাওয়াত শেষ করার পর, ঘুম জানি কোথায় উধাও। ঠিক নামাজের ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়। রাতের আঁধারে প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে নফল নামাজে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখনই ঘুম এসে হানা দিলো। বিশ রাকাত নফল পড়ার নিয়তে শুরু করেও, দু'চার রাকাতেই থেমে যেতে হলো। দু' চার রাকাত পড়েই নামাজ ছেড়ে উঠে গেলেন, ঘুমও কোথায় যেন পালিয়ে গেলো। রহস্যময়, খুবই রহস্যময়।

রহস্যের কিছুই নেই, এটা নিতান্তই শয়তানের চক্রান্ত। ইবাদত-বন্দেগি করতে গেলেই শয়তান আমাদের চোখে ঘুম এনে দেয়। নামাজ বলেন আর কুরআন তেলাওয়াত, জিকির বলেন আর তাসবিহ-তাহলিল—যে ইবাদতেই

আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, ঘুমকে হাতিয়ার বানিয়ে শয়তান আমাদের ঐ সমস্ত ইবাদত থেকেই দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। মোটকথা, ইবাদত-বন্দেগি করতে গিয়ে ঘুম আসলে বুঝে নিবেন, এই ঘুম শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান আপনাকে আমাকে তা থেকে দূরে রাখার জন্য ঘুমকে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করছে।

এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস রয়েছে—

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: النَّوْمُ عِنْدَ الذِّكْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ،

আবুল আহওয়াস রাযি. থেকে বর্ণিত: আবদুল্লাহ রাযি. বলেছেন, আল্লাহ'র যিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে।[১]

এই হাদিসে الذكر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ'র জিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম আসে। এখন দেখতে হবে, জিকির অর্থ কী? জিকির কাকে বলে।

জিকির অর্থ: স্মরণ করা, মনে করা।

শরিয়তের পরিভাষায় জিকির বলা হয়, মুখে বা অন্তরে আল্লাহ'র পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করা ও প্রশংসা করা। পবিত্র কুরআন পাঠ করা, আল্লাহ'র নিকট প্রার্থনা করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা।

ইমাম নববী রহি. বলেন, জিকির কেবল তাসবিহ, তাহলিল ও তাহমিদ-ই নয়; বরং আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে-সমস্ত ইবাদত করা হয়, তা-ই জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোল্লেখিত জিকিরের সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায়, যতগুলো ইবাদত ও আ'মাল রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করা হয়, তা-ই জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবিহ-তাহলিল এ-সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, এটাই প্রতিয়মান হলো, আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমল সম্পাদন করার প্রাক্কালে যে ঘুম আসে, তা শয়তানের পক্ষ থেকেই। তাই তো, এই ঘুমের সাথে লড়াই করা মানে, শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

---

১. আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ১২২০

শয়তানের ক্রটি-বিচ্যুতি ও আমরা

শয়তানের এমন এমন ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে, যা আজকাল আমাদের মধ্যেও বিদ্যমান। আসুন জেনে নিই, সেই ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো কী?

১) সে আল্লাহ'র হুকুম পালন করতে অস্বীকার করে এবং অহংকার, দাম্ভিকতা ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে :

কুরআনে বর্ণিত আছে—

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

> অনুবাদ : সে আল্লাহ'র আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে, অহংকার-দাম্ভিকতা-হঠকারিতা প্রদর্শন করে।[১]

ইবলিস শয়তানে পরিণত হয়েছে আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করে; অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে। ইবলিস শয়তানে পরিণত হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে, সে রব্বের হুকুম অমান্য করে এবং অহংকার করে। এখন নিজের কর্মের সাথে ইবলিসের কর্মের সাথে ওজন দিই। দেখেন তো, আপনি আমি রব্বের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করছি কি? আল্লাহ'র হুকুম সর্বদা মান্য করছি কি? আমরা অহংকার করছি না?

আমরা অমান্য করছি; আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করছি। আল্লাহ আমাদের নামাজের নির্দেশ দিচ্ছেন, অথচ আমরা নামাজ না পড়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঠিক এরকমই তো আল্লাহ শয়তানকে একটা আদেশ করেছিলেন, কিন্তু শয়তান তা অমান্য করে এবং তা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তো আমাদেরও আদেশ দিচ্ছেন নামাজ পড়ার, যাকাত দেয়ার, রোজা রাখার, কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করছি না বটে; তবে তা পালনে বিরত থাকছি। মুখে যদিও অস্বীকার করছি না, তবে পালন না-করাটাই কেন জানি

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত- ৩৪

অস্বীকার প্রমাণ করছে। যেহেতু আদেশ মান্য করে হুকুম আহকাম ঠিকঠাক পালন করছি না, সেহেতু শয়তান আর আমাদের কর্মে কোনো পার্থক্য রয়েছে কি? সে তো খুব সহজেই জাল বিছিয়ে তার দলভুক্ত করে নিচ্ছে। টের পেয়েছেন কি?

শয়তান চায়, মানুষ তার কর্মের অনুসরণ করে তার দলভুক্ত হয়ে যাক। বর্তমান সময়ে ঠিক এরকমটাই হচ্ছে। শয়তান আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করে যেমনিভাবে শয়তানের পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে আমরা আমাদের রবের হুকুম পালন না-করে শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যাচ্ছি। শয়তান অহংকার করে শয়তানে পরিণত হয়েছে, আর আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার দলভুক্ত হয়ে যাচ্ছি।

২) সে নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে

কুরআনে বর্ণিত আছে—

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

অর্থ : সে বলে, আমি তার (আদমের) চাইতে শ্রেষ্ঠ।[২]

শয়তান আদম আ.-কে হিংসা করে নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে। নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়। যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন জিনিস তোকে আমার হুকুম মান্য করতে বিরত রেখেছে?' তখন সে বলে, 'আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ।'

'নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করা'—এটা শয়তানের একটি ত্রুটি। আজকাল এই ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের মধ্যেও বিদ্যমান। আমরাও ঠিক শয়তানের মত নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি। নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করি। নিজেই নিজের প্রশংসা করে শ্রেষ্ঠত্বের গুন-গান গাই। নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে গিয়ে, হিংসায় বশীভূত হয়ে, অন্যকে ছোট করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করি না। অথচ, নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করা শয়তানের গুণ।

---

২. সূরা আ'রাফ, আয়াত- ১২

আচ্ছা বলুন তো, আমি কেন নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করব? কেন শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে গিয়ে হাজার মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করব? যে ইবলিস নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করে শয়তানে পরিণত হয়েছে, সেই ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেন আজ শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট অর্জন করতে ব্যস্ত? এগুলো তো কোনো অর্জন নয়; কেবলই শয়তানের ধোঁকা।

শয়তান যদিও ভিন জাতীয় কারো প্রতি হিংসা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করেছিল। কিন্তু আমরা আমাদের জাতি ভাইদের প্রতিই হিংসা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করি। আচ্ছা, আপনি আমি কোন ধরনের শ্রেষ্ঠ, যদি আল্লাহ'র নিকট মাকবুল বান্দা না হতে পারি? তাই বলি কি, শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই বাদ দিয়ে নিজেকে ছোট দাবি করাটাই শ্রেয়। নিজেকে যত ছোট মনে করবেন, ততই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কাছে গৃহীত হবে। অন্য কেউ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আরও দশজন মানুষের সাথে আপনাকে মাপুক। তবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিজে প্রমাণ করার জন্য, অন্যের সাথে কখনও নিজেকে মাপতে যাবেন না।
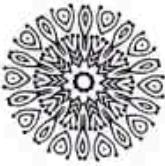
শয়তানের প্রবেশ: অন্তরে

শয়তান অন্তরে প্রবেশ করতে চায়। নিজের মত করে আপনার আমার চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা সাজাতে চায়। এদিকে আমরা শয়তানের জন্য আমাদের অন্তরে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করে দিই। ফলে, খুব সহজেই শয়তান আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে সবকিছু নিজের মত করে সেটাপ দিয়ে দেয়।

আপনার একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। সেই রেস্টুরেন্টের মালিক আপনি নিজেই। আপনি নিজেই নিজের দোকান সামলাচ্ছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোই হচ্ছে। মালপত্র, হিসেব-নিকেশ নিজের মত করে গুছিয়ে নিয়েছেন। হঠাৎ আপনি রেস্টুরেন্টে একজন ম্যানেজার রেখে, কোনো এক সফরে গেলেন। ম্যানেজার দোকান সামলাচ্ছে। সে তার নিজের মত করে সেটাপ দিয়েছে। দোকান তাঁর মত করে সাজিয়েছে। নিজের মত করে পণ্য সরবরাহ করছে। সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গুছিয়েছে। নিজের মত করে ব্যবসা করছে। সে ব্যবসা করছে ঠিকই, তবে দিনশেষে লাভ দেখাতে পারছে না। আগের মত কাস্টমার আসছে না। ব্যবসা মন্দা। অথচ, একসময় ঠিকই ব্যবসা হয়েছে। ভালো কাস্টমার ছিল, ভালো বেচাকেনা ছিলো, দিনশেষে লভ্যাংশ নিয়েই বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু আজ?

এরকম অবনতির কারণ খুঁজতে গিয়ে বের হয় কী জানেন? ম্যানেজার দোকানটা নিজের মত চালিয়েছে। নিজের মত করে গুছিয়েছে। কাস্টমারের দিকে খেয়াল রাখেনি। ময়লা-আবর্জনায় দোকানের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় ফেলে রেখেছে। ভেজাল যুক্ত খাবার পরিবেশন করেছে। এজন্য, দোকানটা সেভাবেই চলেছে, যেভাবে সে চালিয়েছে। আর এই সুযোগটা মূলত আপনিই করে দিয়েছেন। যদি আপনি তাকে দোকানে ঢুকার সুযোগ না দিতেন, তাঁর কাছে দোকানের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে না দিতেন, তবে কখনোই এরকম হতো না।

ঠিক আমাদের অন্তর হচ্ছে উক্ত রেস্টুরেন্ট আর ম্যানেজার হচ্ছে শয়তান। শয়তান যখন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তার পথে পরিচালিত করতে আমাদের দায়িত্ব সে নিজে নিতে চায়। অতঃপর যখন তার আনুগত্য করি, তার কথামতো উঠাবসা করি, তখন সে নিজেই আমাদের ওপর কর্তৃত্ব চালায়। ফলে, তখন আমরা খুব সহজেই আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে ডুব দিই। কেননা, শয়তান যখন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে তার কর্তৃত্ব চালায়, তখন আমাদের চিন্তা-চেতনায় ভিন্নতা চলে আসে। কাজে-কর্মে বৈপরীত্য আসে। আর সেই বৈপরীত্য কেবল সৎ পথ থেকে গুমরাহ হওয়ার ক্ষেত্রেই।

অগোছালো জায়গায়, ভেজাল যুক্ত খাবার পরিবেশন করে যেমনিভাবে ব্যবসায় উন্নতি ঘটে না, ঠিক তেমনিভাবে শয়তানকে অন্তরে জায়গা দিয়ে কখনও ঈমান সমৃদ্ধ হয় না। জন্মে না হৃদয়পটে একনিষ্ঠ তাকওয়া। মিলে না মুক্তির দিশা।

এজন্য আমাদের উচিত, শয়তান যেন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অন্যথায়, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।

মনে রাখবেন, শয়তান যদি আমাদের অন্তরে স্থান করে নেয়, তবে পথভ্রষ্টতার দ্বার খুব সহজেই আমাদের নিকট উন্মোচিত হবে।

শয়তানের আগুন: সুখের সংসারে

সংসার করছেন, মাঝে মধ্যে ঝগড়া হয় না—তা খুবই কমই। কোনো কোনো সংসারে তো হরহামেশাই ঝগড়া লেগে থাকে; আবার কিছু সংসারে হঠাৎ। কম হোক বা বেশী, দু'জন দম্পতির মাঝে ঝগড়া হয়েই যাই।

এ-ঝগড়ার পেছনে কারণ খুঁজতে গিয়ে খুব বড়ো ধরণের ভুল চোখে পড়ে না। স্বামী বা স্ত্রী, কারো ছোটোখাটো ব্যাপারটাই বড় ধরণের ঘটনা তৈরি করে। খুব বড় নয়; সামান্য ছোটখাটো বিষয় নিয়েই মাঝে মধ্যে ঝগড়া হয়ে থাকে। আর সেই ঝগড়া শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদের মূল কারিগর বনে যায়।

আজকাল যারাই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছে, অশান্তির অজুহাত দিয়ে সুখের সংসার ভেঙে বিচ্ছেদকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাদের জিজ্ঞেস করুন—কী এমন হয়েছে, যার কারণে আজ বিচ্ছেদকেই সমাধানের একমাত্র উপায় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের কাছে উত্তরও আছে আর সেটা হলো, তাঁরা একে অপরের দোষ বর্ণনা করে নিজের সাফাই গাইতো। আমি বলছি না, ছোটোখাটো বিষয় নিয়েই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আমি যেটা বলছি তা হলো—কথা কাটাকাটি থেকে শুরু করে, সংগত কিছু কারণে ছোটোখাটো বিষয় নিয়েই বড়ো ধরনের ঝগড়ার সূচনা হয়। আর সেই ঝগড়ার জের ধরেই মন-কষাকষি, অসন্তুষ্টি, অপছন্দনীয়—সব কিছু এসে মস্তিষ্কে ভর করে।

সমাজে যখন কারো বিচ্ছেদ হয়, তখন আমরা একে অন্যের দোষ বর্ণনা করতে থাকি। কেউ ছেলের দোষ বর্ণনা করি, আর কেউ মেয়ের দোষ। আবার অনেকে মনে করে, এটা এমনি এমনি হচ্ছে। আসলেই কি তাই? সংসারের ঝগড়াঝাটি, অশান্তি, শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ—এগুলো কি অটোম্যাটিকলি চলে আসে? না, সেখানেও শয়তানের হাত রয়েছে। সংসারে ঝগড়া বাঁধায় শয়তান, আগুন লাগায় শয়তান, বিচ্ছেদের দ্বার উন্মোচন করে দেয় এই অভিশপ্ত শয়তান। অথচ, দিনশেষে আপনি আমি একে অপরকেই দোষারোপ করি।

আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত:

তোমাদের কারো স্ত্রী তাঁর জন্য বিছানা পাতার পর শয়তান এসে তাতে খড়কুটো, নুড়িপাথর বা অন্য কিছু ছড়িয়ে দেয় যাতে সে তার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়। (তাই) সে এগুলো দেখতে পেলে যেন তাঁর স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট না হয়। কারণ এটা শয়তানের কারসাজি।[১]

এ হাদিসের দিকে একটু লক্ষ করলেই শয়তানের কারসাজি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখুন, কত সূক্ষ্মভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্তুষ্টি তৈরি করে দিচ্ছে। সে শুধু বিছানায় খড়কুটো ফেলে, ময়লা আবর্জনা ফেলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করছে, তা কিন্তু নয়। স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসার নষ্ট করতে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে তার রয়েছে আরও ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতি। মোটকথা, শয়তান যেভাবেই হোক তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করবেই। কেননা, শয়তানের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে থেকে এটি একটি— "বেগানা নারী-পুরুষকে একত্র করা আর স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করা।" সুতরাং সাবধান।

এখন আপনি আমি যদি তার চক্রান্তের শিকার হয়ে, তার ফাঁদে পা দিয়ে, নিজের সহধর্মিনীর সাথে উদ্ভট আচরণ করি, তবে তা কি আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে? কখনোই না; উল্টো তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়িয়ে নেবে। মনে রাখবেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে শয়তান তার বাহিনীকে সর্বদাই নিয়োজিত রেখেছে। শয়তানের একটা বাহিনী-ই রয়েছে, যারা সবসময় দম্পতির মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। আর সেই বাহিনী শয়তানের খুবই কাছের; খুবই প্রিয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সমুদ্রের ওপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সেই শিষ্য সবচেয়ে বড়ো মর্যাদা (ও বেশী নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড়ো পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। কোন শিষ্য এসে বলে, 'আমি এই করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুই কিছুই করিসনি।' অন্যজন বলে 'আমি একজনের পিছনে লেগে তার স্ত্রীকে তালাক করিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে নিকটে করে (জড়িয়ে ধরে) বলে,

---

১. আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ১২০৩

'হ্যাঁ, তুমিই একটা কাজ করেছ।'[২]

দেখুন, শয়তান তার বাহিনী দিয়ে কত সূক্ষ্মভাবে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছে। শয়তান ওই বাহিনীকেই বুকে আগলে নেয়, যে বাহিনী দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আসে। আর আমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তার ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সুখের দ্বার রুদ্ধ করে, কেবল দুঃখকে সাথী করে নিচ্ছি।

উপরোল্লেখি হাদিস থেকে আমরা জানতে পেরেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগাতে শয়তান বিছানায় ধুলোবালি, খড়কুটো ফেলে দেয়। তারপর সেখান থেকে শুরু হয় ঝগড়া। ঝগড়া লাগাতে এরকম নানান কর্মপদ্ধতি রয়েছে শয়তানের। কিছু একটা করে সামান্য বিষয় ঘোলাটে বানিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরাট ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। শয়তান ঝগড়া লাগাতে খুবই এক্সপার্ট। সে খুব ভালো করেই জানে, কোন মন্ত্র দিয়ে কাদের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে হবে।

---

২. মুসলিম শরীফ, হাদিস নং - ৭২৮৪

শয়তানের বাগান; শয়তানের ফুল

একজন মুসলিমকে যদি বলা হয়, 'চলো শয়তানের বাগান থেকে একটু ঘুরে আসি'! সে কি যাবে, শয়তানের বাগানে ঘুরতে? না, সে যেতে রাজি হবে না। "শয়তানের বাগান"— শুনতেই যেন কেমন লাগছে। অথচ, আমরা ঠিকই শয়তানের বাগানে বিচরণ করছি। শয়তানের বাগানে ঘুরতে যাচ্ছি!

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কীভাবে? আসলে অশ্লীল পরিবেশ-ই শয়তানের বাগান। যে পরিবেশে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, সেটাই মূলত শয়তানের বাগান। উক্ত বাগানকে শয়তান অশ্লীলতার ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করে রেখেছে। শয়তান অশ্লীলতাকে সুশোভিত করে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বানিয়ে দিয়েছে। আমরাও সেই অশ্লীল পরিবেশকে নিজের সাথে মানিয়ে নিয়েছি। তার মোহে পড়ে নিজেকেই ভুলে গেছি। অশ্লীল পরিবেশে বিচরণ করে, অশ্লীল কাজকর্মে জড়িয়ে যাচ্ছি।

এবার চলুন, অশ্লীল পরিবেশগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে আসি।

অশ্লীল পরিবেশ

ক. পতিতালয়:

পতিতালয় শয়তানের এমন একটি বাগান, যেখানে রয়েছে পতিতা নামক শয়তানের হরেক রকম ফুল। যেই ফুলের ঘ্রাণ দিয়ে শয়তান আমাদের কাছে স্নিগ্ধতা ছড়ায়; বেঁধে রাখে এক অদ্ভুত মায়ায়। করে ফেলে আমাদের অবচেতন । নিয়ে যায় এক কাল্পনিক জগতে। অতঃপর এই আমরা, হারিয়ে যাই কোনো এক মোহে। ভুলে যাই আমাদের ঈমানী জজবা। খুইয়ে ফেলি লাজ-লজ্জা। লিপ্ত হয়ে যাই এমন এক কর্মে, যেই কর্মে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয় ফেরেশতাদের দেয়া লা'নত।

পতিতালয় শয়তানের এমন একটি বাগান, যেখানে শুরু আছে শেষ নেই। যেই বাগানের ভেতরে শুধু মারপ্যাঁচ। ঢুকলে আর সহজে বেরুবার পথ মিলে না। যারাই একবার সেই বাগানে ঢুকে যায়, তারাই উক্ত বাগানের নিয়মিত পর্যটক। আর হবেই না কেন, শয়তান তো সেভাবেই পতিতালয় নামক বাগানটা সাজিয়ে রেখেছে।

খ. নাইটক্লাব:

বর্তমান যুগে নাইটক্লাব খুবই ফেমাস। পতিতালয়ের আপডেট ভার্সন হচ্ছে এই নাইট ক্লাব। যেখানে বড়ো বড়ো আলোচিত ব্যক্তিদের আসা-যাওয়া। কোটি কোটি টাকার হাতবদল। হাজারো রমণীর স্বাদ আস্বাদন। হাজারো যুবকের গুপ্তাঙ্গের অবৈধ খোরাক।

এই নাইটক্লাব শয়তানের একটি অন্যতম বাগান। যেখানে শয়তান এমনভাবে সবকিছুর বন্দোবস্ত করে রেখেছে, যেন একজন স্বাবলম্বী ব্যক্তি খুব সহজেই সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। শয়তান জানে, সবাই পতিতালয়ে যাবে না। এজন্য, পতিতালয়ের আপডেট ভার্সন হিসেবে সে আমাদের কাছে উন্মোচন করেছে এই নাইটক্লাব।

গ. সিনেমাহল:

সিনেমাহল—একটি কাল্পনিক জগত। সময় নষ্ট করার অন্যতম হাতিয়ার। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা নষ্ট করার মাধ্যম। বিবেকের আয়নায় টানিয়ে দেয়া পর্দা।

ঘ. পর্নোগ্রাফির দুনিয়া:

নীলজগত শয়তানের এমন একটি বাগান, যেই বাগানে রয়েছে অকল্পনীয়, অবাস্তব সকল অদ্ভুত অদ্ভুত ফুল। যাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না; কল্পনা করা যায়, কাছে পাওয়া যায় না; অনুভব করা যায়, প্রত্যাশা করা যায় না।

এছাড়াও শয়তানের অনেকগুলো বাগান রয়েছে। যেই বাগানে আমাদের নিয়মিত বিচরণ। যেই বাগানের পর্যটক আমাদের মতো হাজারো যুবক-যুবতী। মোটকথা, যেখানেই অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, সেটাই মূলত শয়তানের বাগান। যে বাগানের ফুল হচ্ছে 'পাপ'। মালি হচ্ছে 'শয়তান'। পর্যটক হচ্ছি আমরা। আমরাই শয়তানের বাগানে বিচরণ করি, অতঃপর পাপ নামক ফুল নিয়ে

নীড়ে ফিরি। সাধারণ গাছের ফুল শুকিয়ে গেলেও, সেই ফুল কখনও শুকায় না; তার পাপড়ি ঝরে না—যতক্ষণ না তাওবা করা হয়। একমাত্র তাওবাই পারে শয়তানের বাগান থেকে কুড়ানো ফুলের পাপড়ি ঝরিয়ে তাকে শুকিয়ে দিতে। আর যদি তাওবা না করা হয়, তবে সেই ফুল দিন দিন আরও সতেজ হতে থাকবে। অতঃপর সেই ফুলের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বাড়তেই থাকবে, যেই আকর্ষণ পুনর্বার উক্ত বাগানে যেতে বাধ্য করবে। এজন্যই, শয়তানের ফুলের প্রতি আকর্ষণ জন্মানোর আগেই, তাওবার মাধ্যমে তার সজীবতা নষ্ট করে দিতে হবে।

এবার দেখুন, উপরোক্ত আলোচনা থেকে কী কী বিষয় পরিষ্কার হয়েছে।

আমরা সাধারণত কোনো একটা গুনাহ করার পর পুনরায় কেন উক্ত গুনাহে জড়িয়ে পরি, এটার উত্তর পরিষ্কার। যেমন: পাপকাজ শয়তানের ফুল, যা আপনি শয়তানের বাগান থেকে সংগ্রহ করেছেন। এখন যদি তাওবা করেন, তবে সেই ফুল শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, তার প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকবে না। আর যদি তাওবা-ইসতেগফার না করেন, তবে শয়তানের ফুল দিনদিন সতেজ হতে থাকবে; তার প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকবে । তখন ধীরে ধীরে সেই ফুলের সজীবতায় মুগ্ধ হয়ে, পুনরায় আরেকটি ফুল আনতে শয়তানের বাগানে যাবেন। এভাবে একের পর এক পাপের ফুলে আপনার ঘর ভরে যাবে। আপনিও দিনের পর দিন শয়তানের বাগানে ঘুরে বেড়াবেন। এভাবেই চলবে, মিলবে না পাপের বেড়াজাল থেকে মুক্তি—যদি না তাওবার মাধ্যমে শয়তানের ফুলের সজীবতা নষ্ট করছেন।

মনে রাখবেন, শয়তানের কোনো বাগান-ই নিরাপদ নয়। সেই বাগানের কোনো ফুল-ই সুন্দর নয়। এগুলোকে কেবল আমাদের সামনে সুন্দর করে প্রদর্শন করা হয়। কেননা, কুৎসিত জিনিসকে আমাদের সামনে সুশোভিত করে প্রদর্শন করাই শয়তানের প্রধান কাজ।

পাপ কাজ ছাড়তে হলে আগে শয়তানের বাগানে বিচরণ বন্ধ করতে হবে, তার বাগান থেকে ফুল সংগ্রহে বিরত থাকতে হবে, তাহলেই উক্ত পাপকাজ থেকে সরে আসা সম্ভব।
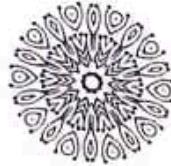
শয়তানের দিবস

ইতিপূর্বে বেশ কয়েক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে, শয়তান শুধু ইবলিস নয়; শয়তানের সংখ্যা বহু। আর সেই শয়তানগুলো মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকেই। মানুষ নামক শয়তান কারা? তারাই, যারা আল্লাহ'র বিধান অমান্য করে মানুষকে কুফর ও শিরকে আহ্বান করে। নিম্নে কথিত কিছু দিবস নিয়ে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ, যেই দিবসগুলোর মাধ্যমে মানুষ নামক শয়তান আমাদের গুমরাহ করার চেষ্টা করছে।

১) ভালোবাসা দিবস:

ভালোবাসা দিবস নামক এক নব্য ফিতনা আজ আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ভালোবাসার নাম দিয়ে শয়তান আজ অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে। ভালোবাসা পবিত্র, আর সেই পবিত্র ভালোবাসাকে এক দিবসে নির্ধারণ করে শয়তান করেছে তাকে অপবিত্র।

কথিত ভালোবাসা দিবস উপলক্ষ্যে অশ্লীল মেলামেশার সুযোগ হচ্ছে হাজারো যুবক-যুবতীর। এই দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পার্ক, সিটি মল, সিনেমা থিয়েটারে কপোত-কপোতীর ভিড়। অবৈধ ভালোবাসা আদান-প্রদান করছে, সদ্য যৌবনে পা রাখা কতশত রমণী। ভালোবাসা দিবসকে শয়তানি সাজে সুসজ্জিত করতে পরকীয়ায় জড়াচ্ছে অন্য বাগানের অরক্ষিত ফুল। এ- সবকিছুই শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মূল।

ভালোবাসা কোনো দিবসের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; কোনো একক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। ভালোবাসা যে-কোনো সময়, যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হতে পারে। তবে, কথিত ভালোবাসা দিবসকে শয়তান আমাদের মস্তিষ্কে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, সমাজের কিছু মানুষ মনে করে এটাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা; এই দিনেই সকল ভালোবাসা। বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ডের মাঝে ভালোবাসা আদান-প্রদান-ই হচ্ছে মৌলিক ভালোবাসা। অথচ, এই ভালোবাসা দিবস নামক এই নব্য ফিতনাই হচ্ছে শয়তানের

দিবস। যার দ্বারা ফিতনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। যার দ্বারা গুনাহের পথ সহজ হয়ে যাচ্ছে। যার দ্বারা সূক্ষ্ম পন্থায় আমাদের ঈমান হরণ করা হচ্ছে।

২) ম্যারেজ ডে:

ম্যারেজ ডে নামক শয়তানের আরেকটি দিবস রয়েছে। যে দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা দাইয়ুসে পরিণত হচ্ছি। যেই দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা আমাদের সহধর্মিণীকে সকলের নিকট উন্মোচন করে দিচ্ছি।

ম্যারেজ ডে উপলক্ষে আমাদের সমাজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব-কে দাওয়াত দেয়া হয়। দাওয়াত পেয়ে সবাই আসে। আসবেই না কেন, একের ভেতর যে সবই পাচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে খাওয়া-দাওয়া করে ফ্রিতে থাকছে অন্যের বউ দেখার সুযোগ। বলতে গেলে, ম্যারেজ ডে-তে একজন বধূ হয়ে যায় প্রদর্শনীর বস্তু। সাজগোজ করিয়ে সুন্দর করে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয় প্রদর্শনী বস্তুর ন্যায়। এদিকে অনুষ্ঠানে আগত সকল পুরুষরাই খাওয়া শেষে প্রদর্শনী বস্তুর মতো একনজর দেখে নেয় তাকে।

'মেরেজ ডে' নিয়ে শয়তানের কী চাল! এক ঢিলে কতটা পাখি শিকার করছে—ভেবে দেখেছেন কি?

- একজন মেয়ে পর্দা ছেড়ে তাঁর সব কিছু পর-পুরুষদের কাছে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এতে তাঁর পর্দা লঙ্ঘনের গুনাহ হচ্ছে।

- একজন স্বামী তাঁর বউকে সকলের কাছে প্রদর্শনী বস্তু বানিয়ে দিয়েছে। এতে স্বামী-সহ মেয়ের বাপ-ভাই দাইয়ুসে পরিণত হচ্ছে।

- অনুষ্ঠানে আগত সকলেই বেগানা নারীকে দেখে চোখের জিনা করছে। এতে আগত সকল ব্যক্তির-ই গুনাহ হচ্ছে।

৩) মাদার্স ডে :

বেশ কয়েক বছর ধরে শয়তান তার নতুন একটি দিবস প্রতিষ্ঠা করে। সেটা হলো, 'মা-দিবস'! মা-দিবস যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানিত দিবস বলে মনে হচ্ছে, তবে এতে রয়েছে শয়তানের অতি সূক্ষ্ম চাল। শয়তান, 'মা-দিবস'-কে পুঁজি বানিয়ে তার বানিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করছে। অথচ

আমরা বুঝি না— মা তো মা-ই! কোনো নির্ধারিত দিবসে মায়ের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা বোকামি বৈ কিছুই নয়। তবে কেন এই দিবস?

মা-দিবস, এটা মূলত শয়তানের একটি চাল। শয়তান আমাদেরকে এই দিবস প্রতিষ্ঠা করে নেক সুরতে ধোঁকা দিচ্ছে। এদিকে এই দিবসটির আবির্ভাব হওয়ার পরপরই সমাজে তা পালিত হচ্ছে। এজন্য একজন সন্তান, তাঁর মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর মা'কে সাজগোজ করিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যায়, মা'য়ের সাথে ফটো তোলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। এতে করে কী হয়? এতে আবারো সন্তান হয় দাইয়ুস, মা হয় প্রদর্শনী বস্তু, আর দর্শক হয় চোখ হেফাজতে ব্যর্থ।

৪) নারী-দিবস:

শয়তানের আরেকটি দিবস হচ্ছে নারী দিবস। এই নারী দিবসকে কেন্দ্র করেই নারীবাদীরা সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন কুফুরি কথাবার্তা । নারীদের অধিকার নিয়ে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে—যা সম্পূর্ণ শরিয়ত বিরোধী।

নারী-দিবস বলতে কোনো দিবস নেই। এটা মূলত শয়তানের একটি কৌশল। নারী-দিবস নামক এই ফেতনায় ভর দিয়ে শয়তান তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়। সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায়, কুফর ও শিরকের বার্তা।

৫) রেগ ডে:

বর্তমান রেগ ডে নামক শয়তানের আরেকটি দিবস সমাজে পালিত হচ্ছে। যার আবির্ভাব কয়েক বছর পূর্বেই ঘটেছে। কয়েক বছর পূর্বে তার অস্তিত্বও ছিলো না, কিন্তু আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি স্কুলে স্কুলে।

রেগ ডে উপলক্ষে আজকাল স্কুলে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে। ছেলেমেয়ে অবাধে মেলামেশা করছে। একে অন্যের গায়ে লিখে দিচ্ছে, কত অশ্লীল অশ্লীল বাক্য। এমন সব বাক্য, যা উচ্চারণ করতেও মুখ আটকে যায়। যেখানে মানুষ কিছু শিখতে আসে, সেখানে তারা রেড ডে পালন করে অশ্লীলতাকে প্রমোট করছে।

এ-সবকিছুই হচ্ছে শয়তানের দিবস। যা পালন করে সহায়তা করছি শয়তানকে। সাথে সাথে নিজেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি।

অবস্থাভেদে শয়তানের প্রয়োগ করা মেডিসিন

যারা মোটামুটি প্রাক্টিসিং মুসলিম এবং মুসলিমাহ, তাদেরকে শয়তান ধোঁকা দেওয়ার জন্য ভিন্ন কিছু কৌশল অবলম্বন করে। যে কৌশলগুলো এতটাই সুক্ষ্ম যে, খুব সহজেই আমরা তার ফাঁদে পা দিয়ে দিই। যেমন: শয়তান কখনও একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিমকে বলবে না—তুমি মন্দিরে গিয়ে পূজা করো, মূর্তির পায়ে গিয়ে সেজদাহ দাও। কোনো প্র্যাকটিসিং মুসলিমাহকে বলবে না—তুমি টাইট ফিটিং জামা পড়ে, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করো। শয়তান ভালো করেই জানে, তাকে এসব বলেও লাভ নেই। তাঁরা কখনও মন্দিরে যাবে না, কখনও পূজা করবে না, কখনও উর্ধ-উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করবে না। এজন্য শয়তান তার সুক্ষ্ম চাল চালে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে।

যেমন: আগামীকাল :

মোটামুটি যারাই দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করে, তাঁরা অনেকেই এখনও পাপকাজ থেকে পরিপূর্ণ সরে আসতে পারেনি। নামাজ, রোজা ও নফল ইবাদতে নিয়মিত হতে পারেনি। তাদের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা হয়, 'আগামীকাল' ! নামাজ পড়ার সময় হলে শয়তান বাঁধা দেয়, তাকে কুমন্ত্রণা দেয়, নামাজ থেকে দূরে রাখার জন্য বলে থাকে—এখন পড়তে হবে না; পরের ওয়াক্ত থেকে পড়িস। তারপর পরের ওয়াক্ত-ও যখন পড়া হয়নি, তখন বলে ধুর! আজকে তো পড়াই হলো না, আজকে আর পড়তে হবে না; কাল থেকে নামাজ পড়া শুরু করিস। তার কথামত আমরাও এরকমটাই করি, তার প্ররোচনার সাথে তাল মিলিয়ে বলি, থাক আজ যখন পড়াই হলো না, আর পড়তে হবে না; কাল থেকে আর মিস দিবো না, ইন শা আল্লাহ।

ঠিক এরকমটা পাপকাজের ক্ষেত্রেও। যখনই মনে মনে বাজে চিন্তা আসে, পাপকাজে জড়াতে মন চায়—তখন প্র্যাকটিসিংদের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা-

ভাবনার পর্ব থেকে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে সে ভাবে—এটা কি করবো, নাকি করবো না। এটা কি আমার জন্য ঠিক হবে, নাকি না। এত কিছু যখন ভাবে, তখন শয়তান এসে বলে—আরে আজকেই তো, আজকেই শেষ মনে করে দেখে নে। কাল থেকে আর এটা করতে হবে না। আমরাও এটাই করি, শয়তানের প্ররোচনায় তাল মিলিয়ে বলি, আজকে এটা করেই ফেলি, কাল থেকে ইন শা আল্লাহ আর এরকম কাজ করবো না।

মোটকথা, শয়তান অবস্থাভেদে তার কৌশল অবলম্বন করে। কার জন্য কোন মেডিসিন, সেটা সে ভালো করেই জানে। তারপর সেই মেডিসিন ব্যবহার করেই, মানুষকে সে গুমরাহ করে।

মা-বাবার অবহেলায় শয়তানের কবলে সন্তান

এক

অবাধ্য সন্তানের প্রতি মা-বাবার অভিযোগের কোনো কমতি নেই। অনেক মা-বাবাই বলে, আমার ছেলে কথা শুনেনা, পড়তে বসে না, নামায-রোজায় বড্ড গাফেল। তারা এ-ও বলে, সন্তান আমার বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে, বাজারে বসে খারাপ ছেলেদের সাথে আড্ডায় নিমগ্ন থাকে। বাজে কাজকর্মে নিজেকে উৎসর্গ করছে। নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে।

নামাজ পড়ার কথা বললে, খেলার মাঠে দৌড়ে। রোজা রাখতে বললে, আরও বেশি করে খায়। কুরআন তেলাওয়াত করতে বললে, পারবো না বলে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনে। কোনো কিছু বললেই অমান্য করে। অবাধ্যতা যেন তাঁর রক্তে মিশে গেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের সাথে অভদ্র আচরণেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই তাঁর।

উপরোল্লিখিত অভিযোগগুলো অনেক মা-বাবার-ই। তাঁরা কোনো কারণ খুঁজে পায় না। তাঁরা বুঝতে পারে না—কেনো আমার সন্তান বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে, কেনো আজ আমার সাথে অভদ্র আচরণ করছে, আর কেনই-বা অবাধ্যতা তাঁর রক্তের সাথে মিশে গেছে!

জানলে অবাকই হবেন—আমাদের সন্তান এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া, অভদ্র ও অবাধ্য হওয়ার পেছনে শয়তানের হাত রয়েছে। একজন সন্তান এমনি এমনি বিপথগামী হয়ে যায় না, বহু সাধনার পর, অবাঞ্ছিত মেহনতের পর শয়তান তাকে বিপথগামী করে। আপনি জানেন কি, এই বাচ্চাটি, যে আজ বিপথগামী—তাঁর অস্তিত্বের আগ থেকেই শয়তান তাঁর পেছনে লেগে আছে? এ বাচ্চাটি যখন নুথফা (বীর্য) ছিল, তখন থেকেই শয়তান তাঁর সাথে লেগে আছে।

আরেকটু পরিষ্কার করে নিই, তাহলে সকলের কাছে বিষয়টি বোধগম্য হয়ে যাবে। শরীয়ত সম্মতভাবে স্বামী-স্ত্রী হালাল সম্পর্কে জড়ানোর পর তাঁরা সহবাস করে। সহবাসের ক্ষেত্রে রয়েছে শরীয়তের বেশ কিছু নিয়ম-নীতি। রয়েছে কিছু দিক নির্দেশনা। আর উক্ত নিয়ম-নীতি ও দিকনির্দেশনা মেনে সহবাস করা আমাদের আবশ্যক। কিন্তু, অধিকাংশ সময় আমরা সেই নিয়ম-নীতি ও দিকনির্দেশনার অনুসরণ করি না! যার কারণে বেশ কিছু ক্ষতির সম্মুখীন আমাদের হতে হয়।

সহবাসের ক্ষেত্রে যে-সকল নিয়ম-নীতি ও দিকনির্দেশনা রয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি—স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার পূর্বে উভয়ই শয়তান থেকে পানাহ চাইবে। কীভাবে পানাহ চাইবে, সেই দুআ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। উক্ত দুআ পড়লে, শয়তান তাঁদের ও তাঁদের অনাগত সন্তানের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না; কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেমনটা হাদিস থেকেই প্রমাণিত হয়।

> عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَه" بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذٰلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّه" شَيْطَانٌ أَبَدًا.

> ইবনু 'আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন সঙ্গম করে, তখন সে যেনো বলে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা"- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে, তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনও ক্ষতি করতে পারবে না।[১]

---

১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৫১৬৫

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, সহবাসের পূর্বে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া, এই দুআ পাঠ করা—আমাদের অনাগত সন্তানের জন্য কল্যাণকর। যদি দুআ পড়ে সহবাস শুরু করা হয়, আর উক্ত সহবাসেই বাচ্চা ধারণ করে, তবে শয়তান ওই সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু আমরা! সহবাসের পূর্বে ক'জনই-বা দুআ পড়ি? ক'জনই-বা শয়তানের অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই? এমন মুহূর্তে তো আমাদের হুঁশ-ই হারিয়ে ফেলি। অথচ উচিত ছিল, এই মুহূর্তে সতর্কতা অবলম্বন করা। কিন্তু তা না করে উল্টো নিজ সন্তানকে শয়তানের কাছে সোপর্দ করে দিচ্ছি।

সহবাসের পূর্বে দুআ না পড়লে শয়তান সেখানে অবস্থান করে। এজন্য উচিত হলো, দুআ পড়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়া। সহবাসের সময় শয়তান যদি আপনার আমার মাঝে অবস্থান করে, আর উক্ত সহবাসেই বাচ্চা ধারণ হয়, তখন কি ঐ বাচ্চাটি শয়তানের কবল থেকে মুক্ত থাকবে?

দুই

বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন শয়তান সেখানেও হাজির। বাচ্চা দুনিয়াতে আসার সাথে সাথেই শয়তানের শয়তানি শুরু হয়ে যায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শয়তান বাচ্চাটিকে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচাতে থাকে, যার ফলে বাচ্চাটি কাঁদতে লাগে। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত, শয়তানকে তাড়ানো। কীভাবে তাড়াবো? আজান দিয়ে।

বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন আমাদের উচিত তাঁর দুই কানে আজান দেয়া। এটাই বিধান। আজান দিলে কী হবে? এক কাজে দুই কাজ। ১- বিধান পালন হচ্ছে ২- শয়তান তাড়ানো হচ্ছে। সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আযানের শব্দ শুনলে শয়তান পলায়ন করে।

আমরা কি এগুলো করছি? সহবাসের সময় শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি? দুআ পড়ছি? তার জন্মের সময় আজান দিচ্ছি? কোনোটাই করছি না। তাহলে আমাদের বাচ্চাকাচ্চারা শয়তানের কবল থেকে কীভাবে নিরাপদ থাকবে? এরকম হলে শয়তান তার উপর বিজয়ী তো হবেই। শয়তান তাকে অবাধ্য বানাবেই, শয়তান তাকে অভদ্র বানাবেই, শয়তান তাকে খারাপ বানাবেই। তাহলে দোষ কার? আমাদের। আমাদের অবহেলায়-ই আজ আমাদের সন্তান বিপথগামী।

শয়তান ব্যর্থ হলেও, হতাশ হয় না

ক্ষেত্রবিশেষ মানুষ প্রায়শই হতাশ হয়ে যায়। কোনো একটি কাজে আত্মনিয়োগ করার পর, কিছুদিন শ্রম দেয়ার পর যখন তাতে সফলতা আসে না, তখনই তার চেষ্টার অধ্যায় সমাপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় তাতে শ্রম দিতে চায় না। হতাশ হয়ে যায় এই ভেবে—আমার দ্বারা এটা হবে না, যত চেষ্টাই করি না কেন, তাতে আমি সফল হতে পারব না।

এদিকে শয়তান, বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও হতাশ হয় না। শয়তানের প্রধান কাজ কী? অবশ্যই আমাদের পথভ্রষ্ট করা। সৎকাজ থেকে বিমুখ রেখে, পাপের দিকে ঠেলে দেয়া।

শয়তান চায়, আমরা যেন নামাজ না পড়ি। এজন্য, ফজর থেকেই শয়তানের প্ররোচনা শুরু হয়ে যায়। ফজরে না উঠার জন্য ঘুম গভীর করে দেয়, অজু করতে গেলে ঠান্ডার ভয় দেখায়, মসজিদে যেতে লাগলে পথিমধ্যে নানান উপায়ে বাঁধা দেয়। সকল বাঁধা উপেক্ষা করে যখন একজন মুমিন অবশেষে নামাজ পড়েই ফেলে, তখনই শয়তান ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয় ঠিকই, তবে হতাশ হয় না। যদি হতাশ-ই হতো, তবে জোহরের ওয়াক্তে ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় নামাজ না পড়ার জন্য প্ররোচনা দিতো না।

প্রতিনিয়ত সে ফজরের ওয়াক্তে বাঁধা দিতেই থাকে। নানান প্ররোচনা দিয়ে নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। কিন্তু একজন প্রকৃত মুমিনকে এতশত প্ররোচনা দিয়েও পারে না, নামাজ থেকে দূরে রাখতে। একদিন দু'দিন, এভাবে মাসের পর মাস বাঁধা দিতেই থাকে। এমনকি, সারাটা জীবন তাঁর পেছনে লেগে থাকে। এভাবে দীর্ঘসময় লেগে থাকার অর্থ কী? সে হতাশ হয়েছে? যদি হতাশ-ই হতো, তবে এত দীর্ঘ সময় একজনের পেছনে লেগে থাকতো কি? প্রতিদিন ফজরে তাকে প্ররোচনা দিত কি? সুতরাং, বছরের পর বছর যেহেতু শয়তানের প্ররোচনা আসছে,তবে বুঝে নিতে হবে, সে হতাশ নয়। সে লেগেই আছে।

একজন মুমিন যত মুত্তাকি-ই হোক না কেন, কখনো বলতে পারবে না— "এক বছর আগে শয়তান আমাকে পথভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হয়ে এখন আর আমার কাছে আসে না। সে হতাশ হয়ে আমার পেছনে লাগা বন্ধ করে দিয়েছে।" কেউই বলতে পারবে না। কেননা, সে যত মুত্তাকি-ই হোক, শয়তান বারবার আসবেই। শুধুমাত্র এই আশায়, দেখি একবার আমার ধোঁকায় পড়ে নামাজ তরক করে কি না।

শুধু নামাজেই নয়, সমস্ত নেক কাজেই শয়তান তার চেষ্টার সর্বোচ্চ স্তর ঢেলে দেয়, তবুও হতাশ হয় না।
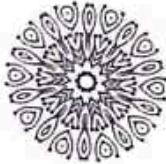
শয়তানি প্রতিশ্রুতি: গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড

একটা সময় ছিল মেয়েটা অনেক সুখেই ছিলো। দুঃখ-কষ্ট, একাতিত্ব আর বিষন্নতা কখনও তাকে গ্রাস করেনি। কিন্তু আজ, একাকিত্ব আর বিষন্নতা তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। অতীতের স্মৃতিরা আজ দলবদ্ধ হয়ে মনের গহীনে ঝড় তুলেছে। চোখের কোনে কেবল অশ্রুদের মিছিল। স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দুতে ছিল যার বসবাস, সে যে আজ অন্যের দাবিদার। ভেঙ্গে চুরমার আজ সোনালি ভবিষ্যতেরা।

তাকে নিয়ে দেখা সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলো এখনও স্বপ্নই রয়ে গেল। আগে যদিও স্বপ্নের মধ্যে প্রাপ্তির বার্তা নিজের মনকে প্রবোধ দিতো, কিন্তু আজ সেই স্বপ্নগুলোও বিষাদের ছায়া হয়ে আঁচড়ে পড়েছে ভাঙা হৃদয়ে আগুন লাগাতে।

ধোঁকা। চরম ধোঁকা। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোনা সপ্নগুলো আজ হারিয়ে গেছে আঁধারে। সে কথা রাখেনি। চলে গেছে একলা ফেলে। কাঁদিয়েছে। মন ভেঙেছে। একে অন্যে একসাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সারা জীবন সুখে রাখার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু আজ সে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, ঠেলে দিয়েছে দুঃখের সাগরে।

হারাম রিলেশনশিপ। যৌবনে পদার্পনের সাথে সাথে আজকাল আমরা হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ছি। ছেলে-মেয়েদের আড্ডায়'বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড' টপিকটাই আলোচনার শীর্ষে। উঠতি যৌবনে বিপরীত লিঙ্গের সাথে হারাম সম্পর্কে জড়ানোটাই যেন প্রধান কাজ।

কেউ প্রেম করে সময় কাটানোর জন্য, কেউ প্রেম করে নিজের সঙ্গী বেছে নেওয়ার জন্য, আর কেউ প্রেম করে আজীবন সাথে থাকার জন্য। দীর্ঘদিন প্রেম করার পর উভয়েই সারাটা জীবন একসাথে থাকতে চায়। এজন্য দু'জনে দু'জনকে প্রতিশ্রুতি দেয়—সারা জীবন একসাথে থাকার। কিন্তু

সংগত কারণে সেই প্রতিশ্রুতি কোনো এক পক্ষ থেকে ভঙ্গ হয়ে যায়। ফলাফল, বিচ্ছেদ। যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতির আশ্বাস পেয়ে, অতি বিশ্বাসকে বুকে ধারণ করে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল, সে-ই পড়ে যায় বিষন্নতায়। নিত্যদিনের সঙ্গী করে নেয় দুঃখ-কষ্টকে। কাঁদতে হয় বহুকাল।

এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। দীর্ঘদিন প্রেম করার পর একে অন্যকে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তারা কেবল কষ্টই পাচ্ছে। প্রিয়জনের চলে যাওয়ার বেদনা, কান্নার ঝড় তুলছে।

কী অদ্ভুত! আমার বুঝে আসেনা, মানুষ কেন প্রেম করে? প্রেম করে আবার কেন কাঁদে? তাদের তো বুঝা উচিত ছিল, এটা একটা মোহ; শয়তানের পাতা ফাঁদ। তারা কি জানে না, তাদের বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ডের মুখ থেকে যেই প্রতিশ্রুতির কথা বের হয়, সেটা আসলে তাদের নয়; অভিশপ্ত শয়তানের। বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড একে অন্যের জন্য শয়তান স্বরুপ। তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি, প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।

শয়তানের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।’[১]

এটাই প্রকৃত। শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এদিকে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের প্রতিশ্রুতি মূলত শয়তানের প্রতিশ্রুতি। তাই বলা যায়, শয়তানের পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, সেটা কেবল ধোঁকা। যারাই কারো কোনো কথায় গলে যায়, কারো প্রতিশ্রুতিতে অন্ধ বিশ্বাস করে হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, তাদের জেনে নেয়া উচিত—এই প্রতিশ্রুতি তাঁর ভালোলাগার মানুষের নয়; অভিশপ্ত শয়তানের।

---

১. সূরা নিসা, আয়াত - ১২০

শয়তান নাকের ছিদ্রে রাত কাটায়

রাতে গভীর ঘুম ঘুমিয়েছেন। ফজরে উঠলেন দেরিতে। তাড়াহুড়ো করে অজু করে চলে গেলেন মসজিদে। হাঁপাতে হাঁপাতে অজু করতে বসলেন। ঠিক মত অজুর হক আদায় করলেন না। এদিক দিয়ে একটু পানি, ওদিক দিয়ে একটু পানি, ব্যস। তাড়াহুড়োর কারণে নাক ঝাড়তে ভুলে গেলেন। অথচ, এই নাকেই রাত কাটিয়েছে শয়তান। যেখানে শয়তান রাত কাটিয়েছে, সে জায়গায় ঝেড়ে পরিষ্কার-ই করলেন না। অবাক হচ্ছেন, তাই না? অবাক হলেও এটাই সত্যি। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার পর শয়তান আমাদের নাকের ছিদ্রে রাত কাটায়। এ- ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে:

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ ـ أُرَاهُ ـ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ ".

> আবূ হুরায়রা রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে উঠল এবং অজু করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে।'[১]

এ হাদিসের আলোকে জানতে পারি, শয়তান ঘুমের মধ্যে আমাদের নাকের ছিদ্রে রাত কাটায়। এজন্য, উচিত হলো, ফজরে অজু করার সময় তিনবার নাক ঝেড়ে ফেলা। অথচ,আমরা এটা করতেই বেশি উদাসীন। আর তাছাড়া, নাক ঝাড়া তো দূরের কথা; ঠিকমত নাকে পানিই দিই না।

---

১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৩২৯৫
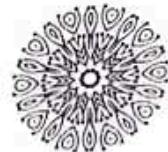
মন্দ কাজ শয়তান যখন সুশোভিত করে তুলে

এক

আমাদের অনেকেরই মনে মনে একটা প্রশ্ন বারবার দোলা দেয়। আর তা হলো—আমরা গুনাহ করতে কেন এত বেশি পছন্দ করি? কেন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেকে সুখী মনে করি? অথচ, গুনাহের রাজ্যটাই ময়লা-আবর্জনা ও কাদামাটিতে ভরপুর। গুনাহের সকল কাজেই অশান্তি, সকল কাজই অপছন্দনীয়, তবে কেন আমরা বলি—এতেই প্রশান্তি, এগুলোই সুন্দর? আসলে, গুনাহের যতগুলো কাজ, সবকিছুই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। তবে, শয়তান ঐসব নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজগুলো আমাদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করে, তার প্রতি ভালো না-লাগা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

যেমন: একজন পতিতা। সে সমাজের চোখে অনেকটাই নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। অথচ, দিনশেষে রাতের আঁধারে তার ওপর মৌমাছির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কত-শত লোক। এটা কীভাবে সম্ভব, সেভাবেই—যেভাবে শয়তান নিকৃষ্ট বস্তুটাই করেছে কতক মানুষের কাছে অতি প্রিয়!

একজন বেদের মেয়ে। আঁটোসাঁটো কাপড় পড়ে রাস্তায় বের হয়। চুলের কোনো যত্ন নেই। চুলের উপর ধুলোবালির পাহাড়। চেহারায় নোংরা নোংরা ভাব। নাক দিয়ে অবিরত ঝড়তে থাকে ময়লা। মুখে গন্ধ, গায়েও গন্ধ। অথচ, সে-ও কতক মানুষের ঘুম নষ্টের কারণ; কতক মানুষের কল্পনার রানী। সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তখন অনেকেই তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তাকে নিয়ে কল্পনার জগতে ভ্রমণ করে। কীভাবে সম্ভব, এত নোংরা, অপরিষ্কার মেয়েটা তার কল্পনায় আসা? সেভাবেই—যেভাবে শয়তান তাকে উপস্থাপন করেছে।

অশ্লীল-পাপাচার, নিন্দনীয়-অপছন্দনীয় যতগুলো কাজ রয়েছে— এ-সব কিছুই শয়তান আমাদের কাছে সুশোভিত করে তুলে। সে আমাদের কাছে উক্ত কাজগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করছে যে, একজন রুচিশীল ব্যক্তিও

ময়লা আবর্জনার স্তূপে তাঁর কাঙ্খিত বস্তুটি খুঁজতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোটকথা, পাপকাজগুলো শয়তান আমাদের কাছে সুশোভিত করে তুলে, এজন্যই আমরা তাতে অতি সহজেই লিপ্ত হয়ে যাই।

দুই

যে-কোনো অপছন্দনীয় বিষয়গুলো আমাদের কাছে পছন্দনীয় হয়ে যায়। যেমন: আপনি আমি যখন কোনো দুর্গন্ধময় জায়গায় অবস্থান করি, তখন ঐ স্থানের দুর্গন্ধ আমাদের নাকে এসে লাগে। উক্ত স্থানে অবস্থান করার সময়, বেশ কিছুক্ষণ সেই দুর্গন্ধ আমাদের নাকে আসতে থাকে। কিন্তু যখন কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন ওই দুর্গন্ধ আর আমাদের নাকে লাগে না। অথচ, দুর্গন্ধ তার বহাল তবিয়তেই রয়েছে। তবে কেন ঐ দুর্গন্ধ আর দুর্গন্ধ মনে হয় না? কারণ, আমাদের নাক ঐ দুর্গন্ধ নিতে নিতে তার সাথে মানিয়ে নেয়। ফলে ওই দুর্গন্ধ আর আমাদের কাছে দুর্গন্ধ মনে হয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন আবার নতুন কোনো ব্যক্তি আসে, তখন ঠিকই ওই দুর্গন্ধ তাঁর নাকে লাগে। এটাই বাস্তবতা, হুট করে আসলেই সেখানে ভিন্ন কিছু আসবে, তবে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর সেখানে আর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হবে না। দুর্গন্ধের সাথে থাকতে থাকতে একসময় সেটা আর দুর্গন্ধ মনে হয় না। সবকিছু স্বাভাবিক-ই মনে হয়।

ঠিক আমাদের গুনাহ ও এরকমই। আমরা যখন কোন কিছুতে আসক্ত হয়ে যাই, তখন সেটা আর খারাপ মনেই হয় না। কিন্তু প্রথমত সেটার প্রতি আমাদের বিরাট অনীহা ও অপছন্দ ছিল। কিন্তু কাল পরিক্রমায় তার সাথে থাকতে থাকতে সেটা আমাদের সাথে মিশে যায়। তখন খারাপ জিনিসটা আর খারাপ থাকে না। খারাপ কাজে জড়িত থাকতে থাকতে মনেই হয় না—এটাতে যে খারাপ কিছু আছে। সবকিছু যেন স্বাভাবিক-ই মনে হয়।

এটা কে করে জানেন? শয়তান! শয়তান আমাদের কাছে খারাপ জিনিসটা সুশোভিত করে তুলে। ফলে, ময়লা-আবর্জনাও আমাদের কাছে দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। তিক্ত-বাসি খাবারও আমাদের কাছে অমৃতের স্বাদে পরিণত হয়। দুর্গন্ধের চাদরে আচ্ছাদিত বস্তুগুলোও আমাদের কাছে সুগন্ধি ছড়ায়। অশ্লীল পাপাচার আমাদের কাছে নিত্যদিনের খায়েশের মাধ্যম বনে যায়। আর এটা একমাত্র শয়তান-ই করে থাকে। এখন দেখুন, আপনি আমি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত—অভিশপ্ত সেই শয়তানের দ্বারা।

মনে রাখবেন, কোনো বদভ্যাসে আসক্ত ব্যক্তি এমনি এমনি আসক্ত হয়ে যায় না; শয়তান-ই তাকে ওই কৃতকর্মের প্রতি আসক্ত করে তুলে।

একজন স্মোকার। সে জানে, সিগারেট খাওয়ার ফলে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সে তখন এটা থেকে বিরত থাকতে চায়, তখন শয়তান তাঁর মনে একটি কুবুদ্ধি অর্পণ করে দেয়। তাকে বলে, কত-শত মানুষ খাচ্ছে, তাদের কিছুই হচ্ছে না, একটুখানি খেলে তোর কীই-বা এমন হবে।

একজন পর্ণ আসক্ত ব্যক্তি জানে, পর্ণ দেখার ফলে অন্তরে হস্তমৈথুনের কামভাব জাগ্রত হয়। আর ওই কামভাব তাকে হস্তমৈথুনের নীল জগতে প্রবেশ করায়। আর উক্ত হস্তমৈথুন তাঁর জীবন-যৌবনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এগুলো জানা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি ঠিকই পর্ণ আর হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কীভাবে? সেখানেও শয়তানের হাত রয়েছে। সে জানে, এটা করলে তার এই এই ক্ষতি হবে। আর শয়তান বলে, কত-শত মানুষ করছে তাদের কিছুই হচ্ছে না, তোর আবার কী হবে!

মোদ্দাকথা, গুনাহের যতগুলো দরজা রয়েছে, তা খুলে দেয় এই শয়তান। পাপকাজগুলো সুসজ্জিত করে এই শয়তান। নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় ও নোংরা কাজগুলো সুশোভিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে এই শয়তান। যার ফলে, এ-সব কিছুর প্রতি আমাদের আকর্ষণ তৈরি হতেই থাকে। আর আমরা অনায়েসেই তাতে লিপ্ত হয়ে যাই।

আর তাছাড়া, শয়তান পূর্বেও অনেকের কাছে তাদের কাজকে সুশোভিত করে তুলে ধরেছিল। এ-ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾

আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদের সৎপথ অবলম্বনে বাঁধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।[১]

১. আল-আনকাবূত, আয়াত - ৩৮

শয়তানের আড্ডাখানা

বাজারে আমাদের প্রতিনিয়ত কত-শত গমন! বাজারের না গিয়ে যেন কিঞ্চিৎ মুহূর্তও অতিক্রান্ত হয় না। অথচ, এই বাজারেই শয়তানের আড্ডাখানা। বাজারেই নিজের দলবল নিয়ে সে আড্ডা জমায়। আর আমরা প্রতিনিয়ত সেই আড্ডার মুখপাত্র বনে যাই। দেখেননি, বাজারের আনাচে-কানাচে কতশত লোকদের আড্ডার সমাবেশ? কখনো কি ভেবে দেখেছেন, সেই আড্ডার সূচনা হয়েছে শয়তানের হাত ধরেই? কখনো কি ভেবে দেখেছেন, সেই আড্ডার বিষয়বস্তু কেবল আমাদের ধোঁকায়-ই ফেলে?

আমরা অনেকেই জানি না—বাজারের আড্ডাখানা শয়তান দ্বারা পরিচালিত। শয়তানে আকবরের নেতৃত্বে, মানুষ-রূপি শয়তান কথার ছলে আপনাকে আমাকে সেখানে বেঁধে রেখেছে।

বাজারের সমস্ত আড্ডা নিয়ন্ত্রণ করে শয়তান। পার্থিব জীবনের যাবতীয় অকল্যাণ আপনার আমার কাছে সুশোভিত করে এই শয়তান। ফলে, খুব সহজেই শয়তানের আড্ডাখানায় আপনি আমি তার দলবলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। অথচ, আমাদের আড্ডাখানা একটাই, তা হলো জান্নাত। আর সেখানে আড্ডা দেয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রাযি.-এর সাথে। আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে সেই জান্নাতী আড্ডাখানার। স্বপ্ন দেখতে হবে সেসব উত্তম পুরুষদের সাথে আড্ডা দেয়ার।

এই দুনিয়া ধোঁকার জায়গা। আর বাজার হচ্ছে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান। আর হবেই না কেন, সেখানে যে শয়তানের পারাপার। শয়তান যেখানে আড্ডার খুঁটি গাড়ে, মানুষ সেখানেই ধোঁকায় পড়ে। তাই তো আমাদের এড়িয়ে যেতে হবে বাজারের আড্ডাখানায় যুক্ত হওয়া থেকে।

সালমান ফারসী রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِي رضي الله عنه مِنْ قَولِهِ قَالَ: لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . رواه مسلم هكذا، ورواه البرقاني في صحيحهِ عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا . فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ

সালমান ফারেসী রাযি. - থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, 'তুমি যদি পার, তাহলে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল; সেখানে সে আপন ঝাণ্ডা গাড়ে।'[১]

এ- হাদিস থেকে এটাই বুঝা যায়, বাজারেই শয়তানের আড্ডাখানা। সুতরাং, ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে, ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে, অশান্তির জান্ডা হাতে নেওয়া থেকে মুক্ত থাকতে—অবশ্যই শয়তানের সেই আড্ডাখানা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

১. রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং- ১৮৫১

শয়তান ও নাস্তিক: স্রষ্টা নিয়ে তাদের বক্তব্য

সেক্যুলার অঙ্গনে স্রষ্টা নিয়ে গবেষণা কম হয়নি। স্রষ্টা নেই—এটা প্রমাণ করার জন্য নাস্তিকরা বহু যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে। তাদের যুক্তিগুলোর মধ্য থেকে এটিও একটি—"ধরলাম, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল ও সমস্ত প্রাণীকুল একজন স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তাহলে সবকিছুই তো সৃষ্ট, তবে সেই স্রষ্টার (যিনি এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন) তাঁর স্রষ্টা কে? স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে?

নাস্তিকরা আমাদের সমাজে এটাই প্রচার করে, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। যদি থাকতোই, তাহলে বলো, স্রষ্টাকে সৃষ্টি করেছে কে? এমতাবস্থায় অনেক সাধারণ মানুষই নাস্তিকদের এই প্রশ্ন বুকে ধারণ করে স্রষ্টা নিয়ে সন্দেহের স্থান দিয়ে দেয়। আসলেই কি এটা নাস্তিকদের কথা?

না, এটা নাস্তিকদের কথা নয়; নাস্তিকদের প্রশ্ন নয়। এটা শয়তানের কথা: শয়তানের প্রশ্ন।

> আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত: "তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, 'এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে?' পরিশেষে সে তাকে বলে, 'তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?' সুতরাং এ পর্যন্ত পৌঁছলে সে যেন আল্লাহ'র কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এমন কুচিন্তা থেকে) বিরত হয়।"[১]

এ- হাদিস থেকে বোঝা যায়, এরকম কুচিন্তা মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তানের এসে বনি আদমের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে যায়। শয়তান জানে, স্রষ্টাকে নিয়ে তাদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করাতে পারলেই তাঁরা তাঁর

---

১. বুখারী, হাদিস নং- ৩২৭৬

উপাসনা থেকে বিরত থাকবে। শুধু থাকবেই না; বরং আমার দলে তাঁরা যোগ দিবে। কীভাবে যোগ দিবে? আসুন একটু বিশ্লেষণ করে দেখি...

শয়তান কী চায়? শয়তান চায় মানুষ আল্লাহ'র পথ থেকে সরে আসুক, তাঁর আনুগত্য থেকে বিরত থাকুক, তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করুক। এখন দেখেন তো, আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শয়তানের দলে যোগ দিয়েছে কি-না? তাদের চাওয়াগুলো শয়তানের অনুরূপ কি-না? যদি তাই হয়, তাহলে কি তারা শয়তানের দলভুক্ত নয়? তারা কারা? তারাই তো নাস্তিক দলগোষ্ঠী।

হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে, শয়তান আমাদের কাছে আসে এবং বলে, 'বলো তো এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? আচ্ছা এবার বলো, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে?' এটা শয়তানের বক্তব্য। এবার আমাদের সমাজে কারা এরকম প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, একটু ভেবে দেখুন তো? কারা আবার? অবশ্যই নাস্তিকরা। নাস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্ব নাকচ করার জন্য এক পর্যায়ে বলে, 'বলতো, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে?' এবার দেখুন, শয়তানের যেই বক্তব্য, নাস্তিকদেরও একই বক্তব্য। তাহলে কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো এটাই, শয়তান আর নাস্তিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, শয়তান আর নাস্তিক একই ঘাটের মাঝি। মূল শয়তান হচ্ছে জিন শয়তান, আর নাস্তিকরা হচ্ছে মানুষ শয়তান।
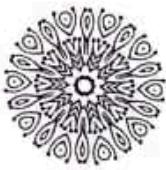
মৃত্যুশয্যায় শয়তানের আগমন

শয়তান ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মৃত্যুশয্যায় আগমন করে। অতঃপর, তাঁকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে কালিমার স্মরণ মুছে দিতে। জবান থেকে কালিমা দূর করে দিতে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল মৃত্যুশয্যায়। এমন সময় শয়তানের আগমন। আহমাদ ইবনে হাম্বলের ছেলে বলেন, 'আমি আমার পিতাকে মৃত্যুশয্যায় বলতে শুনেছি, 'না, এখন না; পরে।' এ- কথা শুনে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি, 'এর মানে কী!' জবাবে তিনি বলেন, 'শয়তান আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে বারবার বলছে,' 'হে আহমাদ, আমাকে অমুক অমুক মাসআলা বলো।' আর আমি বারবার তাকে বলেই যাচ্ছি, 'এখন না; পরে।'[১]

অর্থাৎ, মৃত্যুশয্যায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে কালিমা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য শয়তান তাঁর কাছে মাসআলা জানতে চেয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল কালিমা ভুলিয়ে দেয়া। কিন্তু, সে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল হতে পারেনি। পারেনি, তাঁর থেকে কালিমা ভুলিয়ে দিতে। পারেনি তাঁর জবান থেকে কালিমার উচ্চারণ বন্ধ করে দিতে।

শয়তান আমাদের এমনই এক শত্রু, যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের পেছনে লেগেই থাকে। লেগে থাকে আমাদেরকে সর্বদা ধোঁকা দেওয়ার জন্য। এজন্য, মৃত্যুর সময়ও আমাদের পিছু ছাড়ে না।

১/ আ-কামুল মারজান, ফি আহকামিল জান

আল্লামা কুরতুবী আবুল হাসান আলকাবেসী বর্ণনা করেন, 'মৃত আসন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ইবলিস মৃত আসন্ন ব্যক্তির সন্নিকটে তার দলবল নিয়ে আগমন করে। মৃত্যু বরণ করা তার আত্মীয়স্বজন ও হিতাকাঙ্খী রূপে তাঁর নিকট আগমন করে। যেমন: দাদা-দাদী, নানা-নানী, বাপ-ভাই ইত্যাদি। তারা তাদের আকৃতি ধারণ করে তার নিকট আগমন করে, অতঃপর বিভিন্ন কথা বলে তাঁকে ধোঁকা দিতে চায়। তারা বলে, 'আমরা তোমার আগেই মৃত্যু বরণ করেছি, আমরা জানি কোন ধর্ম সঠিক আর কোনটা বেঠিক। সুতরাং, তুমি খ্রিস্টান ধর্মের ওপর মৃত্যু বরণ করো। ইহুদি ধর্মের ওপর মৃত্যু বরণ করো। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

মোটকথা, শয়তান মৃত্যুর সময়ও আমাদের ধোঁকা দিতে চায়। মৃত্যুর সময়ও আমাদের পিছু ছাড়ে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সালাত ও শয়তান

সালাত, বান্দা ও আল্লাহ'র মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যম। আর সেই কথোপকথনে ব্যাঘাত তৈরি করে শয়তান। আল্লাহ্ চান, তাঁর বান্দা ধীরে ধীরে তাঁর সাথে কথা বলুক! অর্থাৎ, সুন্দর করে তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করুক। এদিকে শয়তান চায়, বান্দা বুলেটের গতিতে তেলাওয়াত করুক। যেন, রব্বের সাথে তাঁর কথোপকথন সুমধুর না হয়।

আমরা সাধারণত কারো সাথে কথা বললে যথাসম্ভব ধীরে ধীরে কথা বলার চেষ্টা করি। তাড়াহুড়ো করে, দ্রুত গতিতে কথা বলা এড়িয়ে চলি। কেননা, যারা দ্রুত গতিতে কথা বলে, তাদের কথা শুনতে শ্রোতা অনেকটাই বিরক্তবোধ করে। এজন্য, আমরা সর্বদাই চেষ্টা করি, আমাদের কথায় যেন দ্রুততা স্থান না পায়। অথচ, নামাজে দাঁড়িয়ে আমরা বুলেট গতিতে তেলাওয়াত করি। ভুলে যাই, এই তেলাওয়াত আমার আর আমার রব্বের মধ্যে এক ধরনের কথোপকথন। যে কথপোকথনে দ্রুতগতি অবলম্বন করে আমার রব্বকে কষ্ট দিচ্ছি।

ভেবে দেখুন, এত কিছুর পরও আমার আল্লাহ বিরক্ত হন না। মানুষ অন্য কারো দ্রুতগতির কথা শুনতে বিরক্ত হলেও, আমার রব্ব বিরক্ত হন না। যদি বিরক্ত-ই হতেন, তবে পরের বার আপনাকে আমাকে নামাজে দাঁড়ানোর সুযোগ দিতেন না। তিনি আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন। তার কারণ, তিনি দেখতে চান, কখন আমরা ঠিক হয়ে ধীরে ধীরে মধুর স্বরে তাঁর সাথে কথা বলি।

আচ্ছা বলুন তো, যেখানে সাধারণ মানুষ দ্রুতগতির কথায় বিরক্ত হয়ে যায়, যার কারণে এটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। অপরদিকে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান রব্বের সাথে কীভাবে দ্রুত গতিতে কথা বলার সাহস পাই? ভুলে যাবেন না, নামাজে তেলাওয়াতের মাধ্যমে রব্বের সাথে কথা বলার এক সুবর্ণ সুযোগ। অথচ সেখানে তাড়াহুড়ো করে এই সুযোগ নষ্ট করছি।

জানেন, তাড়াহুড়ো করা শয়তানের কাজ।

> حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ " .
>
> সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়িদী রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—ধৈর্য ও স্থিরতা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে, আর তাড়াহুড়ো শাইতানের পক্ষ হতে।[১]

এই তাড়াহুড়ো করা শয়তানের কাজ। শয়তান নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়োর প্ররোচনা দেয়। আর আমরা শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে বুলেটের গতিতে তেলাওয়াত করে, দ্রুত নামাজ শেষ করে পালানোর চেষ্টা করি।

শয়তান আমাদের কাছে বেশিরভাগ নামাজের সময়-ই আসে। যথাসম্ভব অমনোযোগী করার চেষ্টা করে। মনকে খেল-তামাশার দিকে, গান-বাজনার দিকে ও দুনিয়াবী কোনো কার্যকলাপের দিকে ঘুরানোর চেষ্টা করে। আর আমরাও শয়তানের প্ররোচনায় সায় দিয়ে নামাজের মধ্যেই খেলতে শুরু করি। নামাজের মধ্যেই সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ভাবি। নামাজে মধ্যেই ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ করে ফেলি। হ্যাঁ, আমরা এটাই করি।

---

১. জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২০১২

এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন। কতবার কত ওয়াক্ত খুশু-খুজুর সাথে নামাজ পড়তে পেরেছি? কতবার ধীরে ধীরে আমার রব্বের সাথে কথা বলতে পেরেছি? কতবার বুঝে শুনে নামাজ পড়েছি? কতটা মনোযোগ দিয়ে নামাজে আমার রাসুলের (সা.) ওপর দরুদ পড়েছি?

পারিনি। খুব বেশি একটা পারিনি। যখনই চেয়েছি, তখনই শয়তানের প্ররোচনায় ভুলে গেছি। যখনই সুন্দর করে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতে গেছি, তখনই দুনিয়াবি ব্যস্ততার বার্তা শয়তান এসে দিয়ে গেছে। যখনই আয়াতের অর্থ, তাসবিহ -এর অর্থ বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি, তখনই শয়তান এসে আপনাকে আমাকে ক্রিকেট খেলার স্কোর দেখতে নিয়ে গেছে। যখনই রব্বের সাথে মধুর কথপোকথনে ডুব দিতে চেয়েছি, তখনই শয়তান ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ নামাজের মধ্যে সেরে নিতে কুবুদ্ধি দিয়ে গেছে। আর আপনি আমি সেটাই করছি, যা শয়তান চেয়েছে।

শয়তান আসবে, নামাজে ব্যাঘাত ঘটাবে, মনোযোগ নষ্ট করতে চাইবে। ব্যস্ততার বাহানা দিয়ে তাড়া দিবে, আরও কত কী বলবে, নিজেই টের পাবেন। শয়তানের এসব প্ররোচনা টের পেলেই তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে যেতে হবে; সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

যখনই দেখবেন নামাজের মধ্যে কেউ তাড়া দিচ্ছে, তখনই বুঝে নিবেন শয়তানের আগমন ঘটেছে। যখনই দেখবেন নামাজের মধ্যে মন শুধু খেলার দিকে, নাটক-সিনেমার দিকে, দুনিয়াবি ব্যস্ততার দিকে, টাকা-পয়সার দিকে চলে যাচ্ছে, বুঝে নিবেন—শয়তানের শয়তানি শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মনে রাখতে হবে, শয়তান আমাকে পরাজিত করার চেষ্টা করছে, অথচ, আমি শয়তান থেকেও শ্রেষ্ঠ। সে আমাকে কীভাবে করবে পরাজিত?

নামাজে দাঁড়িয়ে জাস্ট মনোযোগ ঠিক রাখুন। অর্থ বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করুন; তাসবিহ ও দুআ দুরুদ পড়ুন আর ভাবুন—আমি আমার রবের সাথে কথা বলছি, আমি তাঁর কুদরতি পায়ে সিজদা দিচ্ছি; তিনি আমায় দেখছেন।

এটাও ভাবুন, আল্লাহ বলেছেন, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এই শয়তান নামাজে আসে, আমাদের প্ররোচনা দেয়; নামাজে ব্যাঘাত ঘটায়।

যখন ভাববেন, শয়তান আপনার প্রকাশ্য শত্রু, সে-ই নামাজে বাঁধা দেয়, তাড়া দেয়, প্ররোচনা দেয়, তখন শয়তানের ব্যাপারে আপনি সতর্ক হয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় নামাজে উল্টাপাল্টা কোনো চিন্তা আসলেই মন তখন জানান দিবে, এটাই তো শয়তানের কাজ। এখন এটা করা যাবে না, কেননা তুই তো আর শয়তান না; মুমিন বান্দা।

শয়তান ও আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা

শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, এ-কথা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। শয়তান আমাদের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। শয়তান সর্বদাই আমাদের সাথে চলাফেরা করে। শয়তানের কাজ-ই কেবল আমাদেরকে দিকভ্রান্ত করা। দিকভ্রান্ত না করা অবধি সে স্বস্তি পায় না। যেমনেই হোক, আমাদের পেছনে তার প্ররোচনা যেন লেগেই থাকে। একারণেই, একজন মানুষ জন্মের সাথে সাথেই শয়তান সেখানে হাজির হয়ে যায়। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই শয়তানের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। শয়তানের কাজই বনী আদমের পেছনে লাগা। এজন্য, একজন সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চাকেও সে ছাড় দেয় না।

আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মারয়্যাম ও তার পুত্র ব্যতীত প্রত্যেক আদম-সন্তান (শিশু)কে তার মা যেদিন ভূমিষ্ঠ করে, সেদিন শয়তান তাকে স্পর্শ করে।"[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যেদিন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিনই শয়তান তাকে স্পর্শ করে ফেলে। এবার ভাবুন, শয়তান আমাদের ঠিক কতটা কাছ থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কতটা কাছ থেকে আমাদের সে পর্যবেক্ষণ করছে।

আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক আদম-সন্তানের জন্মের সময় তার দুই পাঁজরে শয়তান নিজ আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। তবে ঈসা বিন মারয়্যামকে মারেনি। তাকে খোঁচা মারতে গিয়ে সে পর্দায় খোঁচা মেরেছিল।"[২]

---

১. মুসলিম, হাদিস নং - ৬২৮৪
২. বুখারী, হাদিস নং- ৩৮২৬

অপর এক বর্ণনায় আছে, "এমন কোন নব জাতক আদম-সন্তান নেই, যাকে তাঁর জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। সে সময় সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তবে মারয়াম ও তার সন্তানের কথা স্বতন্ত্র।"[৩]

এই দুইটি হাদিসের আলোকে জানতে পারছি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বাচ্চারা সাধারণত যে কান্নাকাটি করে, সেখানেও শয়তানের হাত রয়েছে। শয়তান মূলত বাচ্চাদেরকে খোঁচায়, আর সেই খোঁচা খেয়েই বাচ্চারা হাউ-মাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই শয়তান উক্ত বাচ্চার উপর ভর করে। তাঁর সাথেই উঠাবসা, তাঁর সাথেই খেলাধুলা। শৈশব কাল থেকে শয়তান তাঁর সাথে থাকতে থাকতে, বুঝে যায়—দিকভ্রান্ত করতে কোন মেডিসিন তাঁর জন্য পারফেক্ট! অতঃপর সেই মেডিসিন প্রয়োগ করে তাকে দিকভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তুলোর বুঝা মাথা থেকে সরিয়ে, পাপের বোঝা চাপিয়ে দেয়। ফেলে দেয়, শয়তানের নর্দমায়।

এছাড়াও, বাচ্চাদেরকে সন্ধ্যার দিকে সামলে রাখার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কেননা, সন্ধ্যার পর শয়তান সর্বত্র ঘোরাফেরা করে। ছড়িয়ে পড়ে আনাচে-কানাচে! এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যার সময় বাচ্চাদের সামলিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

> حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُفُّوا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ - أَوْ فَوْرَةُ - الْعِشَاءِ، سَاعَةَ تَهَبُّ الشَّيَاطِينُ
>
> জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা রাতের সূচনায় অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের শিশুদের সামলিয়ে রাখো। এই সময় শয়তানেরা (চতুর্দিকে) ছড়িয়ে পড়ে।[৪]

---

৩. বুখারী, হাদিস নং - ৪৫৪৮
৪. মুসলিম, হাদিস নং - ৫০৮২

গ্রামাঞ্চলে এটা বেশ মানা হয়। সন্ধ্যা হলে দরজা জানালা লাগিয়ে দেয়া হয়। বাচ্চাকাচ্চাদের শাসন করে ঘরে ঢোকার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যতায় তাদেরকে প্রহার করা হয়। এটাই তার মূল কারণ, সন্ধ্যার দিকে শয়তান এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়— যা আমাদের বাচ্চাদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সন্ধ্যার দিকে বাচ্চাদেরকে সামলে রাখার তাগিদ দিয়েছেন।

গণক ও শয়তান

গণক, যারা সাধারণ মানুষদের বোকা বানিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে। যারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে বলে দাবি করে। তাদের দাবি-অনুসারে অনেক মানুষ-ই তাদের কাছে ভাগ্য গণনা করে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চায়। চুরি বা আত্মসাৎকৃত মালের সন্ধান চায়। অনেক সময় তাদের গণনা সত্যি হয়, আবার কখনও বিফল। গুটিকয়েক ফলে যাওয়া গণনাই বোকা মানুষের মনে এক ধরনের আস্থা তৈরি করে। অথচ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি ব্যতীত অদৃশ্যের জ্ঞান কেউ রাখে না। একমাত্র তিনিই (আল্লাহ) অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন।

এখন অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে—অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট হলে, গণকের অনেক কথা কেন ফলে যায়? তারা কীভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে? কীভাবে তারা অদৃশ্যের খবর রাখে? কীভাবে তাদের কথা সত্য হয়?

প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক, কেননা শয়তান গণককে আপনার আমার কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে—আমাদের মনে সংশয় তৈরি হওয়ারই কথা। উক্ত সংশয়ের জায়গা থেকে মূলত এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হয়। যতটা সহজে এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে উদ্রেক হয়, ততটাই সহজ এর উত্তর।

গণকের গণনা কখনও সত্যি হয় না। গণকের এই গণনা মূলত শয়তানের লুফে নেয়া কথা। শয়তান গণককে কিছু একটা বলে, আর গণক সেটা লুফে নিয়ে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ করে মানুষের সামনে ব্যক্ত করে দেয়। আর সেটা অনেক সময় কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়। এটা অনেকটা চোখ বন্ধ করে ঢিল ছুঁড়ার মতো!

عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلَ نَاسٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الشَّيْطَانُ، فَيُقَرْقِرُهُ بِأُذُنَيْ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كِذْبَةٍ»

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত: লোকজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেলে তিনি তাদের বলেন—'তারা কিছুই না।' লোকজন আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা এমন কিছুও বলে যা সঠিক হতে দেখা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন— 'সেটা শয়তানের লুফে নেয়া কথা (আসমানবাসী থেকে)। সে তার বন্ধুদের দুই কানে মোরগের ডাকের মত তা পৌঁছে দেয়। অতঃপর সেই গণক তার সাথে সত্য মিথ্যা যোগ করে।'[১]

এ হাদিস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়—গণকের কোনো শক্তি নেই। এটা নিছক একটি ধোঁকা। মূলত শয়তান গণককে ব্যবহার করে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে।

ঈমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহি. বলেন, 'গণক হচ্ছে শয়তানের দূত।' আসলেই তাই। গণক শয়তানের দূত হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শয়তান চায়, মানুষ কুফর এবং শিরকের মত ভয়াবহ গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাক। এজন্য

১. আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৮৯০

মানুষকে কুফর এবং শিরকে লিপ্ত করতে শয়তান দূত হিসেবে গণককে ব্যবহার করছে। শয়তান জানে, একজন বনি আদম গণকের ওপর আস্থা রেখে তার কাছে গেলেই, কুফর এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত আছে:

'যে ব্যাক্তি কোনো গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে) তা বিশ্বাস করে, সে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ জিনিসের প্রতি কুফরি করে।'[২]

এ হাদিসের আলোকে বুঝা যায়, গণকের নিকট যাওয়া এবং তার কথাবার্তায় বিশ্বাস করাও কুফরি।

মোটকথা: গণকের কোনো শক্তি নেই; নেই তাদের অদৃশ্যের জ্ঞান। এটা মূলত শয়তানের একটি চাল; একটি ফাঁদ। যেই ফাঁদে না-বুঝে পা দিচ্ছে অনেক সাধারণ মানুষ। যে গণকের কাছে যায়, সে কি জানে এটা শয়তানের মায়াজাল? সে কি টের পাচ্ছে, কখন যে সেই মায়াজালে আটকে যাচ্ছে? সে কি জানে, গণকের কাছ গিয়ে ঈমান হারাতে চলছে?

---

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং - ৪০৮

তৃতীয় অধ্যায়

শয়তানের কাজ

যাপিত জীবনে এতশত কাজের মধ্যে এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা শয়তানের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা এমন এমন কাজও করছি, যা মূলত শয়তানের কাজ। জেনে অথবা না-জেনে, বুঝে অথবা না-বুঝে কখন যে শয়তানের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করছি—তার কোনো ধারণাও নেই। এখন আমরা জানবো, যাপিত জীবনে সংঘটিত এমন এমন কিছু কাজ, যা মূলত শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

১) তাড়াহুড়ো করা শয়তানের কাজ:

শয়তানের কাজের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে তাড়াহুড়ো করা। কোন কাজে তাড়াহুড়ো করে না, এমন মানুষ খুব কমই রয়েছে। ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত, সামাজিক বা ইবাদত—যে-কোনো কাজেই আমরা তাড়াহুড়ো করে থাকি। আর সেই তাড়াহুড়ো সর্বদাই আমাদের জন্য বিরাট অকল্যাণ বয়ে আনে।

দুনিয়াবি যে-কোনো কাজেই আমরা তাড়াহুড়ো করে থাকি। আমরা চাই, অমুক কাজটি যেন এখনই হয়ে যায়; চাওয়াগুলো যেন এখনই পূর্ণ হয়ে যায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা সবকিছুই একটু তাড়াতাড়ি-ই কামনা করি। কোনো কিছুর জন্য ধৈর্যধারণ করতে পারি না। পারি না, আল্লাহ'র ফায়সালার দিকে তাকিয়ে স্থিরতা অবলম্বন করতে। অথচ, ধৈর্যধারণ করা ও স্থিরতা অবলম্বন করা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। অপরদিকে যে-কোনো ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়িদী রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—ধৈর্য ও স্থিরতা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হতে।[১]

---

১. জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং- ২০১২

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওজিয়্যাহ রহি. বলেন, তাড়াহুড়োকে শয়তানের কাজ হিসেবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে—তাড়াহুড়ো করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বা কোনো কাজ সম্পাদন করা হয়, এতে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, উত্তেজনা কিংবা ক্রোধ শামিল থাকে। এর ফলে বান্দার আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের হানি ঘটে। ক্ষেত্রবিশেষ এই তাড়াহুড়োর জন্য ব্যক্তিকে অপমান ও অপদস্থতার সম্মুখীনও হতে হয়।

বাস্তবিক ভাবে তাড়াহুড়ো সর্বদাই আমাদের জন্য অকল্যাণকর। কেননা, তা শয়তানের কাজের মধ্য থেকে একটি। সুতরাং, তুমি যদি ব্যাক্তিগত কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করো, তবে সেখানে কোনো না-কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেই যাবে—যা উপস্থিত চোখে না-পড়লেও, পরবর্তিতে ঠিকই নজরবন্দি হবে। তুমি যদি কোনো সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করো, ভাবনা-চিন্তার খোরাক যোগাতে স্থিরতা অবলম্বন না-করো, তবে দেখবে এই সিদ্ধান্ত পরবর্তিতে ভোগান্তির কারণ হচ্ছে। তুমি যদি ইবাদতের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করো, তবে ইবাদতে তৃপ্তি তো আসবেই না; উল্টো শয়তান সেখানে বিজয়ী হয়ে তার কাজে আরও সমৃদ্ধ হবে।

সুতরাং, এই সেই তাড়াহুড়ো, যা শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে—তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। যে-কোনো কাজে তাড়াহুড়ো না-করে স্থিরতা অবলম্বন করতে হবে।

২) বাম-হাতে পানাহার করা শয়তানের কাজ:

পানাহারের সময় একটি আদব হচ্ছে, ডান-হাতে পানাহার করা। আর তাছাড়া, ডান-হাতে পানাহার করা সুন্নতও বটে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা ডান-হাতে পানাহার করতেন। এদিকে আমরা প্রায়শই বাম-হাতে পানাহার করি। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, সজ্ঞানে অথবা ভুলে—আমরা বাম-হাতে পানাহার করে থাকি। অথচ, বাম-হাতে পানাহার করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। কেননা, এটা শয়তানের কাজ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— কেউ যেন তার বাম-হাতে পানাহার না করে। কেননা, শয়তান তার বাম-হাতে পানাহার করে।[২]

এই হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, বাম-হাতে পানাহার করা শয়তানের কাজ। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকা আমাদের কর্তব্য।

৩) বক্তৃতায় লম্বা চওড়া কথা বলা শয়তানের কাজ:

শয়তানের কাজগুলোর মধ্য থেকে আরেকটি হচ্ছে, বক্তৃতায় লম্বা চওড়া কথা বলা।

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি উমার রাযি. -এর সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা করলো। উমার রাযি. বলেন, বক্তৃতায় লম্বা-চওড়া কথা বলা শয়তানের কাজ।[৩]

এই হাদিস থেকে জানা যায়, বক্তৃতায় লম্বা চওড়া কথা বলা শয়তানের কাজ। অথচ, বক্তব্য দিতে গিয়ে লম্বা চওড়া কথা না-বললে আমাদের যেনো বয়ান-ই হয় না। আজকাল বক্তৃতায় লম্বা চওড়া কথা বলা যেন এক ধরনের ফ্যাশন । অথচ, লম্বা চওড়া কথা যে মানুষের কাছে বিরক্তিকর—তা কি বক্তার ধারণার বাইরে? তা যে শয়তানের কাজ—তা কি সে জানে?

৪) মারপ্যাঁচের কথা বলা শয়তানের কাজ:

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলা। কূটকৌশল অবলম্বন করা—এগুলোই মূলত মারপ্যাঁচ। কোনো কিছু ধামাচাপা দেওয়ার জন্য, কোনো কিছু ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য, কোনো কিছু নির্ভুল প্রামাণ করার জন্য প্রায়-ই আমরা মারপ্যাঁচের কথা বলে থাকি। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আমরা কূটকৌশল অবলম্বন করে থাকি। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করতে, কারও ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য, কূটকৌশল অবলম্বন করা যেন নিত্যদিনের কাজ। অথচ, এই মারপ্যাঁচ, এই কূটকৌশল —এ- সবকিছুই শয়তানের কাজ।

---

২. আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ১২০১

৩. আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৮৮৪

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—হে জনগণ! নিজেদের কথা বলো। কেননা, মারপ্যাঁচের কথা বলা শয়তানের অভ্যাস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—কোনো কোনো বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব থাকে।[৪]

৫) কবুতর দিয়ে খেলাধুলা করা, তার পিছু ধাওয়া করা শয়তানের কাজ:

আবূ হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন—"এক শয়তান আরেক শয়তানের অনুসরণ করছে।".[৫]

এই হাদিস থেকে জানা যায়, কবুতরের পেছনে ছুটা, তাকে ধাওয়া করাও শয়তানের কাজ। অথচ, আমরা অধিকাংশ মানুষই তা জানি না।

৬) মন্ত্রপাঠ করা শয়তানের কাজ:

শয়তানের আরেকটি কাজ হচ্ছে মন্ত্রপাঠ করা।
জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে মন্ত্রপাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এটি শয়তানের কাজ'।[৬]

এই হাদিস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, মন্ত্রপাঠ করা মূলত শয়তানের কাজ। অথচ, আজকাল আমাদের সমাজেও অনেক সাধু, অনেক পণ্ডিত রয়েছে, যারা মন্ত্রপাঠ করে।

৭) বিচ্ছিন্ন হওয়া শয়তানের কাজ:

সবসময় মিলেমিশে থাকা, সবসময় সঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকা সর্বক্ষেত্রেই কল্যাণ বয়ে আনে। অপরদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকা সর্বদাই বিপদের সংকেত। আর তাছাড়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া শয়তানের কাজের মধ্য থেকে একটি। সঙ্গ ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শয়তানের অভ্যাস।

---

৪. আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৮৮৩
৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৪০
৬. মিশকাত, হাদিস নং ৪৫৫৩

আবু সা'লাবা খুশানী রাযি. বলেন, লোকেরা যখন কোনস্থানে অবতরণ করতেন, তখন তারা উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের এ-সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন হওয়া শয়তানের কাজ। এরপর তারা কখনও কোন মনযিলে অবতরণ করলে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন।[৭]

৮) নামাজে পাথর নাড়াচাড়া করা শয়তানের কাজ:

শয়তানের আরেকটি কাজ হচ্ছে নামাজে পাথর নাড়াচাড়া করা।
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে নামাজে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নাড়াচাড়া করতে দেখে বললে, 'তুমি নামাজে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নেড়ো না, কেননা তা শয়তানের কাজ'।[৮]

৯) রোদ ছায়ার মাঝামাঝি বসা শয়তানের কাজ:

আমর বিন আসওয়াদ আনসী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক সাহাবী বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোদ ও ছায়ায় তথা: শরীরের কিছু অংশ রোদে আর বাকি অংশ ছায়ায়— এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেন: এটি হচ্ছে শয়তানের বসা।[৯]

শীতকালে রোদ ছায়ার মাঝামাঝি আমরা অনেকেই বসি। কেননা, মৌসুমের পরিবর্তনে কোনো কোনো সময় শুধু রোদ, শুধু ছায়া দু'টোই আমাদের শরীরের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। কিছুক্ষণ রোদে থাকার পর গা জ্বালাপোড়া করে, আবার যখন ছায়ায় আসা হয়, তখন গা ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন ঠান্ডা এবং রোদের তাপ নিয়ন্ত্রণে আমরা রোদ ছায়ার মাঝামাঝি বসে আরাম করি। অথচ, আমরা জানিই না—এটাও শয়তানের কাজ।

---

৭. রিয়াদুস সালিহিন, হাদিস নং - ৯৭৭
৮. সুনানে নাসা'ঈ, হাদিস নং- ১১৬০
৯. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ১৫৪৫৯

১০) অপচয় শয়তানের কাজ:

শয়তানের আরেকটি অন্যতম কাজ হচ্ছে অপচয় করা। এদিকে আমরাও অপচয় করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। এটাকে এক ধরনের ফ্যাশন মনে করি।

জাবির ইবনু'আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত:

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছেন, একটি শয্যা পুরুষের, দ্বিতীয় শয্যা তাঁর স্ত্রীর, তৃতীয়টি অতিথির জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য।[১০]

এই হাদিসের দিকে সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে বুঝতেই পারবেন, তা কোন দিকে ইশারা করছে। এই হাদিস মূলত অপচয়ের দিকেই ইশারা করছে। বলা হচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটা, সেটাই শয়তানের জন্য। অথচ, আজকাল অপ্রয়োজনীয় কত আসবাবপত্র, কত জামা-কাপড়, কত বাসস্থান পড়ে আছে—তাঁর কোনো হিসেব নেই। এদিকে এই অপ্রয়োজনীয় মালসামান-ই শয়তানের জন্য। এটা আমরা ক'জনই বা-জানি।

উল্লেখিত বিষয়গুলো শয়তানের কাজ। সুতরাং, উক্ত কাজগুলো থেকে বিরত থাকা আমাদের কর্তব্য।

---

১০. মুসলিম, হাদিস নং- ৫৩৪৫

শয়তানের অস্ত্র

১) স্মার্টফোন:

আমাদের সাথে এমন একটি ভয়ংকর ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে, যে খুব সহজেই আমাদের জীবন থেকে এমন একটা জিনিস কেড়ে নেয়, যা কখনও অর্থের বিনিময়ে কিনে পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। তা হচ্ছে সময়। আর যে কেড়ে নেয়, সেটা হচ্ছে স্মার্টফোন।

স্মার্টফোন শয়তানের এক মূল্যবান অস্ত্র। বর্তমান সময়ে শয়তান এই স্মার্টফোন-কে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই আপনাকে আমাকে বিপথগামী করে দিচ্ছে।

স্মার্টফোন এক ধরণের আসক্তি। স্মোক-ড্রিংকস এডিক্টেড মানুষের মত আজকাল সবাই স্মার্টফোন এডিক্ট হয়ে যাচ্ছে। স্মোক-ড্রিংকস করার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তির নানান বেগ পোহাতে হলেও, স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে এই বাধা-বিপত্তির সংখ্যা অনেকটাই লঘু। একটি ছেলে নিজ রুমে স্মোক-ড্রিংকস করতেও এই শঙ্কায় থাকে—না জানি কখন মা-বাবা এসে পড়ে, আর আমার এই কার্যকলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে ফেলে। কিন্তু, স্মার্টফোন ইউজ করার সময় কখনও কেউ এই আশঙ্কায় থাকে না— কখন জানি মা-বাবা এসে যায়, আর দেখে ফেলে। সে অনেকটাই সিউর থাকে—নাথিং।

যেখানে স্মার্টফোনকে কাজে লাগিয়ে শয়তান খুব সহজেই প্রতারিত করতে পারছে, সেখানে নেই কোনো বাঁধা-বিপত্তি। আমরা যুবক-যুবতী যারাই এটা ব্যবহার করছি, আমরা সবাই মা-বাবার চোখে ধুলো দিচ্ছি। কাজের থেকে অকাজেই এটাকে বেশি ব্যবহার করছি। এদিকে আমাদের পরিবার জানে—বিশেষ প্রয়োজনেই আমরা এটা ব্যবহার করছি। অথচ, বিশেষ প্রয়োজনের গোড়ায় পানি ঢেলে শয়তান যে তার আস্তানা তৈরি করছে—সেদিকে কারোরই ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্মার্টফোন শুধুমাত্র অকাজে ব্যবহৃত হয়, তা-ও কিন্তু নয়। স্মার্টফোন আমাদের অনেক দরকারি কাজ খুব সহজে আসান করে দিচ্ছে—এটা ভুলে গেলেও চলবে না। তবে যারা স্মার্টফোনে এডিক্টেড, তারা কখনও বলতে পারবে না—আমরা কেবল বিশেষ প্রয়োজনে, ভালো কাজেই এটা ব্যবহার করছি। মনে রাখবেন, স্মার্টফোনে ভালো কাজ করতে গিয়ে কেউ কখনও এডিক্টেড হয় না। এডিক্ট আসে খারাপ কাজেই। শয়তান খারাপ কাজটাই আমাদের কাছে সুশোভিত করে তোলে, এক পর্যায়ে তার প্রতি নেশা তৈরি করে। আর সেখান থেকেই স্মার্টফোনের আসক্তির জন্ম নেয়। তো এবার ভেবে দেখুন, আপনি আমি কি কেবল ভালো কাজের জন্যই এটা ব্যবহার করছি, নাকি ভালো কাজের নাম বিক্রি করে খারাপ জগতে বিচরণ করছি! আপনি আমি সাধারণ ইউজার, নাকি ফোন এডিক্টেড। যদি এডিক্টেড হোন, তবে এর ফলাফল ভয়াবহ।

২) নারী:

বলা হয়, নারী শয়তানের এক অন্যতম হাতিয়ার। একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবককে কাবু করতে, নারীর মোহ যেন এক মস্তবড় অস্ত্র। একটি ছেলে যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে, তাঁর মাথায় কেবল নারীর চিন্তাই কাজ করে। একজন যুবকের জন্য তাঁর যৌবনের একাংশই যেন নারীময়।

ছেলেদের একটি নির্ধারিত বয়স থাকে, সে সময় তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু নেশা কাজ করে। যার প্রতিফলন, পড়া-লেখায় আঘাত হানে।

একজন কিশোর যখন পড়ালেখায় মনোযোগ বসাতে পারে না, পড়ালেখা ভালো লাগে না—তখন তাঁর আর পড়ালেখার মৌলিক অন্তরায় হলো খেলাধুলা। খেলাধুলার নেশায় আটকে পড়ে, পড়াশোনা থেকে ছিটকে পড়ে। আর সেই পড়াশোনার জের ধরেই অবাধ্যতা যেন তাকে কোনো এক বিশেষ বিশেষণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে।

একজন যুবক যখন পড়ালেখায় মনোযোগ বসাতে পারে না, ফেলের খাতা থেকে তাঁর নাম মুছাতে পারে না, অবাধ্যতা যখন নিত্যদিনের সঙ্গী, অশ্লীলতা যখন অভ্যাসের ঘাটি—তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, কীসে তাঁকে এরকম বানিয়েছে? তাঁর উত্তর হবে, আমি তো এমন ছিলাম না। আসলে, আমি নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ। আমি এক নারীর মোহে পড়ে নিজেই নিজেকে ধ্বংসের

দিকে ঠেলে দিয়েছি। রাত-বিরেতে কথা বলে সময় নষ্ট করেছি, যার দরুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারিনি। সম্পর্ক ধামাচাপা দিতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি, যার দরুন মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়েছি। প্রিয়জনকে খুশি করতে গিয়ে, অসৎ উপায়ে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়েছি, যার দরুন চোরের উপাধি নামের পাশে যুক্ত করেছি। তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে অশ্লীল আলোচনায় এমনভাবে জড়িয়ে গেছি, যার দরুন কাপড় পাক রাখতে পারিনি।

মোটকথা, একজন নারী যখন অবৈধভাবে একজন পুরুষের জীবনে আসে, তখন পুরো জীবনটাই তাঁর বরবাদ হয়ে যায়। আর সেই নারীকেই ব্যবহার করে শয়তান তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। মহিলারা যে শয়তানের অস্ত্র, তা নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারাই স্পষ্ট।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: " إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا"

ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত: "মহিলারা গোপন জিনিস। কোন অসুবিধা ছাড়াই মহিলা যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। অতঃপর তাকে বলে, 'তুমি যার পাশ বেয়েই অতিক্রম করবে, তাকেই মুগ্ধ করবে।' মহিলা যখন তার পোশাক পরিধান করে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ?' সে বলে, 'আমি কোন রোগীকে দেখা করতে যাব, কোন মরা-ঘর যাব অথবা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ব।' অথচ মহিলা তার ঘরে থেকে নিজ রবের ইবাদত করার মতো ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।"[১]

---

১. ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৪৮নং

মোটকথা, শয়তান খারাপ নারীদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। আর সেই অস্ত্রের আঘাতে আহত আমাদের যৌনাঙ্গ। কীভাবে, সেটা নিজেই কল্পনা করে নিন।

সাবধান হে যুবক! যেই নারীর বিকিরিত সৌন্দর্যে হয়েছি মুগ্ধ, সে-ই তো শয়তানের মস্তবড় অস্ত্র। এই অস্ত্র করবে তোমায় ধ্বংস। কেনো নিজেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছো? কেনো এই বেগানা নারীর সৌন্দর্যের মোহে আটকে যাচ্ছো? এই সৌন্দর্য তো ক'দিনের। প্রাণবায়ু ত্যাগ করলেই তার সৌন্দর্য আর তোমাকে কাছে টানবে না। তবে?

৩) গান:

মিউজিক শয়তানের সুর, গান শয়তানের বাঁশি, গান শয়তানের আওয়াজ— এরকম শিরোনামে বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে গান সম্পর্কে । সবগুলোর ইঙ্গিত মূলত একদিকেই আর সেটা হলো, গান শয়তানের অস্ত্র। এই গানের মাধ্যমে শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

গান শয়তানের এক বিরাট অস্ত্র। এই গানের মাধ্যমে শয়তান আমাদের অন্তরে নেফাকী ঢেলে দিচ্ছে। গান এমন এক জিনিস, যার দ্বারা একটি সজীব অন্তর তার সজীবতা হারিয়ে, নিস্তেজ হয়ে পড়ছে । শয়তান এই গানকে এমনভাবে ব্যবহার করছে, যেন খুব সহজেই আমাদের অন্তর মরে যায়। শয়তান জানে, একটা যুবক গান শুনতে শুনতে যখন তার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে, তখন ভালো কিছু অনুধাবন করতে, ভালো কিছু করতে সর্বদাই ব্যর্থ হবে। যেমন: যখন একজন মানুষ সবসময় গান শুনবে, তখন এতটাই গানের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হয়ে যাবে যে, কুরআন তেলাওয়াত সহ অন্যান্য ধর্মীয় কোনো কথা বা আলোচনা তার শুনতে ভালো লাগবে না। এছাড়া, একজন মানুষ যখন সবসময় গানের লিরিক্স জবানে আওরাতে থাকবে, তখন বোম মেরেও তার মুখ দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত বের করা যাবে না। তার কারণ? তার কারণ একটাই—এই সেই গান, যা শয়তানের এক অনন্য অস্ত্ররূপে মানুষের অন্তরে বিষ প্রয়োগ করছে। ফলে, ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরের সজীবতা অনায়াসেই হারিয়ে যাচ্ছে।

একজন মানুষকে কীভাবে গানের মধ্যে মত্ত রাখা যায়, কীভাবে তাঁর চিন্তা-চেতনায় ও ভাবনার মোহনায় মিউজিককে স্থান দেয়া যায়—সেই কাজে

শয়তান সর্বদাই নিয়োজিত। শয়তান চায় মানুষ গান শুনুক, কুরআন তেলাওয়াত শোনা থেকে দূরে থাকুক; গানের লিরিক্স জপতে থাকুক, কুরআন তেলাওয়াত করা থেকে বিরত থাকুক। সে চায়, মানুষ জিকির-আজকার থেকে দূরে থাক, আল্লাহ'র স্মরণ থেকে গাফেল থাক। এজন্য কী দরকার? কেবল মিউজিক।

গান আমাদের মাঝে এমন ব্যাধি তৈরি করছে যে, মনে হয় এই গান আজকাল যুবক-যুবতিদের অন্তরের খোরাক; মন খারাপের সঙ্গী। যখনই কারও মন খারাপ হয়, হেডফোন গুঁজে গান শুনতে মরিয়া হাজারো যুবক-যুবতী। যখনই একাকীত্বের মুহূর্ত এসে দরজায় কড়া নাড়ে, তখনই মিউজিক যেন তাঁর সঙ্গ ধরে। এ কেমন কাণ্ড? গান তো কখনও কারও অনুপুস্থিতি পূর্ণ করে না, গান তো কখনও মন খারাপের ঔষধ হিসেবে কাজ করে না। তাহলে কেন মানুষ একাকিত্ব দূর করতে, মন প্রফুল্ল করতে গান শুনে? মূলত কিছুই না। গান শুনে কখনও মন ভালো হয় না, উল্টো মন খারাপ হয়। গান শুনে কখনও একাকিত্ব দূর হয় না; বরং একাকিত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

গান শুনার কিছু ক্ষতি

ক) গান শুনার মাধ্যমে অন্তর মরে যায়। অন্তরে নেফাকি তৈরি হয়, যেই নেফাকি সর্বদাই মনকে খারাপ চিন্তায় বেঁধে রাখে।

খ) গান শুনার মাধ্যমে পরনারীর প্রতি টান আসে। যেই টান হারাম সম্পর্ক অবধি নিয়ে যায়। কেননা, গানের লিরিক্সটাই সেভাবে তৈরি করা হয়।

৪) অকৃতজ্ঞ বানিয়ে দেয়া:

শয়তানের অস্ত্রের মধ্য থেকে অন্যতম একটি অস্ত্র হচ্ছে, আমাদেরকে অকৃতজ্ঞ করে দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের যা দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা আদায় না-করে অকৃতজ্ঞ হওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের যে সৌন্দর্য দিয়েছেন, তার উপর সন্তুষ্ট না থেকে অন্য কিছু যুক্ত করে নিজের সৌন্দর্য বর্ধন করতে চাওয়া। যেমন: আমাদের কারো চুল কোঁকড়া, সে তখন তাতে সন্তুষ্ট না থেকে চুলগুলো স্টেট করার পরিকল্পনা করে। আমাদের কারো গায়ের রং কালো, সে তখন তাতে সন্তুষ্ট না থেকে তা কীভাবে পরিবর্তন করা যায়, সেই পরিকল্পনায় উদ্বিগ্ন। মোটকথা, আমরা বর্তমানে এমন সব

কাজ করছি, কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, উল্টো আল্লাহ'র সৃষ্টিই পরিবর্তন করে দিচ্ছি। অথচ কুরআনে এসেছে,' তোমরা আল্লাহ'র সৃষ্টির পরিবর্তন করো না।' আর এদিকে শয়তান আমাদের অকৃতজ্ঞ বানিয়ে সৃষ্টির পরিবর্তন করিয়ে নিচ্ছে।

এক নারী পার্লারে গিয়ে এক্সট্রা চুল লাগায়, তার মানে সে আল্লাহ'র দেয়া চুলে সন্তুষ্ট নয়? ব্রো প্লাক করে, তার মানে আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্রো তে যে পশম দিয়েছেন, তাতে সে অসন্তুষ্ট? তার ঠোটের নিচে তিল নেই, অথচ পার্লারে গিয়ে সে এক্সট্রা তিল লাগাচ্ছে, তার মানে তিল নেই বলে নিজেই স্রষ্টার সৃষ্টি পাল্টে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো?

আল্লাহ তাআলা পুরুষদের দাঁড়ি দিয়েছেন। এক ভাই তা কেটে ফেলছে, তার মানে আল্লাহ যে দাঁড়ি দিয়েছেন, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়?

যাহোক, এগুলো নিছক শয়তানের ধোঁকা। শয়তান বনি আদমের মধ্যে এই ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে—'তোর মধ্যে এটা ওটার কমতি রয়েছে। যা, উক্ত কমতি দূর করতে যা প্রয়োজন তাই কর। যা নাই, তা যুক্ত করে নিজের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আয়। আর তা উপড়ে ফেল, যা তোর সৌন্দর্য প্রকাশে বাধা দিচ্ছে।' ব্যস, শয়তান তার পরিকল্পনা আমাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিলো, আর আমরা সেই পরিকল্পনা মাথায় ঢুকিয়ে আল্লাহ'র সৃষ্টি পরিবর্তন করতে মরিয়া হয়ে উঠছি। ফলে অনায়াসেই আমরা অকৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছি।

৫) নজর:

বলা হয় নজর শয়তানের তীর। এই তীর ব্যবহার করেই আমাদের কাবু করছে শয়তান। গুনাহের যতোগুলো দরজা রয়েছে, তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে নজর। নজর-নামক দরজা দিয়েই প্রবেশ করা হয় পাপের রাজ্যে। নজরের মাধ্যমে বনি আদমের যতগুলো গুনাহ সংঘটিত হয়, অন্যান্য কোনো অঙ্গ দ্বারা তা সংঘটিত হয় না। এজন্যই, শয়তান আমাদের গুমরাহ করার জন্য এই অস্ত্রটা বেছে নিয়েছে।

যাহোক, লড়াই সিরিজের প্রথম বই, 'নফসের বিরুদ্ধে লড়াই'-এ 'নজর' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছি না।

৬) হতাশা:

একজন মুমিনকে দিকভ্রান্ত করতে শয়তানের আরেকটি অস্ত্র হচ্ছে হতাশা। শয়তান হতাশার বার্তা বহন করে। অতঃপর উক্ত বার্তা পৌঁছে দেয় মুমিনের হৃদয়ে। শয়তান জানে, এই হতাশার মাধ্যমেই তাকে কাবু করা যাবে।

শয়তান বলে, তোর দ্বারা কিছুই হবে না। না দুনিয়াবি কোনো কাজ; না উখরোবি কোনো কাজ। শয়তান এই বার্তা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেয়, তখন কেন জানি আমরা হতাশ হয়ে যাই। মনে মনে ভাবি, আসলেই হয়তো আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

এছাড়াও শয়তান এই বলে মুমিনকে সবচে' বেশি হতাশ করে—"এত এত গুনাহ করেছিস, এখন আর মাফ পাবি কই।" আল্লাহ'র রহমত ও মাগফিরাত থেকে শয়তান সর্বদাই আমাদের গাফেল রাখে। ফলশ্রুতিতে, হতাশা যেন পিছুই ছাড়তে চায় না। অথচ, আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

তোমরা আল্লাহ'র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

শয়তানের কিছু বক্তব্য

ক) তোর ভবিষ্যত অন্ধকার। তোকে ভবিষ্যতে কষ্ট করতে হবে। এখনই এমন কিছু কর, যেন ভবিষ্যতে কষ্ট পোহাতে না হয়। সৎ পথে উপার্জন হচ্ছে না? অসৎ পথে কর। একভাবে করলেই তো হয়, হোক হালাল, হোক হারাম—অর্থ আসলেই হয়।

খ) তোর বাচ্চা-কাচ্চা কত কষ্ট করছে। তাদের কতো বায়না। তুই কেমন বাপ? তোর বাচ্চা-কাচ্চার আবদার পূর্ণ করতে পরিস না। তুই বাপ নামে কলঙ্ক। যা, যেভাবে পারিস তাদের আবদার পূরণ করে দে' ।

গ) তুই একটা পাপীষ্ঠ। তুই একটা ঘৃণিত। তোকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এটা থেকে আর রেহাই নাই । তুই শেষ, একদম শেষ। পরকাল যখন ছুটেই গেছে, দুনিয়াতে যা পারিস ফুর্তি কর।

ঘ) কী দরকার নামাজ পড়ে সময় নষ্ট করার? কী দরকার যাকাত দিয়ে অর্থ ব্যয় করার? কাজ করে যা, অর্থ জমা, ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

৭) হারাম কাজকে মানুষের কাছে সুশোভিত করে তোলা :

শয়তান আমাদের নিকট খারাপ কাজকে সুশোভিত করে তুলে। শয়তান অশ্লীল কাজকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে। হারাম কাজকে সুন্দর ও পরিমার্জিত করে তুলে। আমরা যতক্ষণ না হারাম ও খারাপ কাজে নিয়োজিত হয়েছি, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান উক্ত কাজকে সুশোভিত করতেই থাকে।

এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত আছে:

رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

সে (শয়তান) বলল, হে আমার রব্ব ! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন, সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কাজকে সুশোভিত করে তুলব এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করবো।[২]

অর্থাৎ, খারাপ কাজকে তাদের কাছে এমন চিত্তাকর্ষক করে তুলব যে, তারা আপনার নির্দেশ ভুলে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

বলতে গেলে শয়তান আল্লাহ'র নিকট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। সে বলেছে, বনি আদমকে সে বিপথগামী করেই ছাড়বে। কীভাবে? সে পদ্ধতিও সে বলে দিয়েছে। অর্থাৎ, পাপ কাজকে আমাদের কাছে সুশোভিত করে তুলবে। যেন আমরা তাতে লিপ্ত হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে যাই। এখন একটু ভেবে দেখুন, আপনি আমি কতটা বোকা। শয়তান তার পথভ্রষ্ট করার পন্থা বলে দেয়া সত্ত্বেও আমরা সতর্কতা অবলম্বন করছি না। বারবার হারামে লিপ্ত হয়ে পরছি, বারবার খারাপ কাজে আত্মনিয়োগ করছি—যা সে আমাদের কাছে সুশোভিত করে তুলেছে।

যতগুলো পাপ কাজ রয়েছে, তাতে কোনো সুখ নেই, তাতে কোনো সৌন্দর্য নেই, নেই কোনো স্বস্তি। এতদ্বসত্ত্বেও, কেন আজ তাতে লিপ্ত? কারণ

---

২. সূরা হিজর - ৩৯

একটাই, শয়তান তাকে সুশোভিত করে এমন ভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা কেমন জানি প্রায় দুষ্কর-ই হয়ে যাচ্ছে। শয়তান এটা করতেই থাকবে, বারবার ফুঁসলাতেই থাকবে। এমনকি, যতক্ষণ পর্যন্ত-না তাতে লিপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন পন্থায় তাঁকে সুশোভিত করার চেষ্টা করেই যাবে। এমনটাই করেছে আদম আ. ও হাওয়া আ. -এর সাথে। যতক্ষণ না তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নাফরমানকে তাঁদের উভয়ের কাছে সুশোভিত করেই চলেছিল। অবশেষে সে তা করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

আমরাও আদম আ. -এর সন্তান। আমাদের পূর্ববর্তীদের সাথেও এরকটাই হয়েছে; হচ্ছে; হবে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

শপথ আল্লাহ'র! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮) ভালো কাজ করাতে বিলম্ব করানো:

শয়তান আমাদের এই বলে প্ররোচনা দেয়, এখনও অনেক সময় বাকী আছে। কেবল তো জীবনের শুরু। আরও অনেক বছর পড়ে আছে, তখন ইবাদত করলেই হবে। যখন নামাজের ওয়াক্ত আসে তখন বলে,"কেবল ওয়াক্ত এসেছে, এখনও অনেক সময় বাকী আছে, শুয়ে থাক।" এভাবে শয়তান প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিয়েই যাচ্ছে।

সুতরাং, হে যুবক! যদি তুমি আল্লাহ'র নৈকট্য অর্জন করতেই চাও, জান্নাতের সুখ পেতেই চাও, তবে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কখনও সময় নষ্ট করো না; অলসতাকে ঠাঁই দিও না। করবো করবো বলে কখনও নেক

৩. সূরা নাহল- ৬৩

কাজে বিলম্ব করো না। লড়াই করে উঠে যাও, নেক কাজে লেগে যাও, জীবনের শুরুটাই হোক ইবাদতময়।

৯) অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা:

শয়তান আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। অবাস্তব আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখায়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

> সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।[৪]

শয়তান আমাদের এমন এমন স্বপ্ন দেখায়, যা বাস্তবিক অর্থে আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। সে আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সর্বদা অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত রাখে, সবসময় কোনো-না কোনো সাফল্যের লোভ দেখিয়ে সেদিকে মগ্ন রাখে।

---

৪. সূরা নিসা- ১২০

শয়তানের ধোঁকা

১) ঝগড়া ও শয়তানের ধোঁকা:

মন-কষাকষি, ভুল বুঝাবুঝি, খারাপ ধারণা—ইত্যাদি থেকেই ঝগড়ার সূচনা। জীবন চলার পথে হরেক রকম মানুষের সাথে আমাদের চলাফেরা। কতশত মানুষের সাথে উঠাবসা। ভিন্ন ভিন্ন লোকের সাথে কতরকম লেনদেন। সেই চলাফেরা, সেই উঠাবসা, সেই লেনদেন থেকেই শুরু হয় ঝগড়া। ঝগড়ার সূচনা মূলত শয়তানের হাত ধরেই। যে যে কারণে দু'জন মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে, সে-সব বিষয়গুলো শয়তান খুব ভালোভাবেই আয়ত্ব করেছে। সে জানে, এইসব বিষয়গুলো কাজে লাগিয়েই পারবো দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে। পারবো তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে। পারবো তাদের মুখ থেকে অশালীন কথাবার্তা বের করতে। পারবো তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত করতে।

বাজে ধারণা, ভুল বোঝাবুঝি, অবিশ্বাস—এগুলো থেকেই ঝগড়া শুরু হয়। এদিকে শয়তান একজন আরেকজনের প্রতি বাজে ধারণা তৈরি করে দেয়। কোনো একটা বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে দেয়। একজনের প্রতি আরেকজনের অবিশ্বাস সুদৃঢ় করে দেয়। ফলে, সেখান থেকে শুরু হয় মন কষাকষি, অতঃপর ঝগড়া।

ঝগড়া লাগাতে শয়তান কাউকেই ছাড় দেয়না। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের ঝগড়া, বোনের সাথে বোনের ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ঝগড়া।

পরিবারে অশান্তি আসে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে। একে অন্যের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে হাসতে থাকে শয়তান। বিভিন্ন কৌশলে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট

করে। যেভাবে হযরত ইউসুফ আ: ও তাঁর ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট করেছিলো। সূরা ইউসুফের একটি আয়াতে বলা হয়, 'শয়তান ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট করে।'[১]

ঝগড়া কখনও আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনে না। ঝগড়া সর্বদাই আমাদের জন্য অকল্যাণকর। এজন্য, সবসময় সতর্ক থাকা উচিত। সবসময় এ- চিন্তায় বিভোর থাকা—আমার একটু অসাবধানতা, একটু অবিশ্বাস, একটু ভুল ধারণা থেকে সৃষ্টি হতে পারে অশান্তি। সংঘঠিত হতে পারে বড় ধরনের ঝগড়া। ছিন্ন হতে পারে সু-মধুর সম্পর্ক।

ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوْا. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

> তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর কলহ করো না। অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[২]

মোটকথা, শয়তান সবসময় চাইবে আমাদের পরস্পর ঝগড়া লাগাতে। সবসময় চাইবে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে। সব সময় চাইবে অশান্তি সৃষ্টি করতে। তাই, শয়তান সম্পর্কে যখন কেউ সর্তকতা অবলম্বন করবে, তখন বাজে ধারণা, ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাস নিজের মধ্যে জায়গা পাবে না। ফলে, ঝগড়াও কখনও তার আলোর মুখ দেখবে না। সংসারে কখনও অশান্তি সৃষ্টি হবে না। বন্ধুর সাথে বন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের লড়াই হবে না।

---

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত- ১০০

২. সূরা আল আনফাল, আয়াত- ৪৬

২) অবসর সময় ও শয়তানের ধোঁকা:

অবসর সময়ে শয়তান আমাদের সবচে’ বেশি ধোঁকায় ফেলে। ব্যস্ত মানুষের তুলনায়, অবসর মানুষের কাছেই শয়তান বেশি ঠাঁই পায়। শয়তান চায়, আপনি সবসময় অবসর সময় কাটান। কারণ, তাকে যেন প্ররোচনা বহন করে আপনার কাছে এসে কখনও খালি হাতে ফেরত না যেতে হয়। সে জানে, আপনি যদি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন তার প্ররোচনা খুব বেশি একটা কাজে আসবে না। এজন্য, সে সবসময় চায়, আপনি আমি অবসর সময় কাটাই।

একটু ভেবেচিন্তে দেখুন—আমরা কখন সবচেয়ে বেশি গুনাহ্ করি? বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়, নাকি অবসর সময়ে? অবশ্যই অবসর সময়ে। যেমন: আপনি যদি সিনেমা দেখতে চান, তাহলে অবশ্যই অবসর সময় কাটাতে হবে। যদি পর্ণ দেখতে চান, তবুও পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দরকার। যদি গীবতের মজলিসে বসতে চান, তবুও আপনার হাতে পর্যাপ্ত সময় দরকার। মোটকথা, গুনাহের যতগুলো কাজ—যেই কাজে আমাদের নফস তৃপ্তি লাভ করে, যেই কাজে শয়তান খুশি হয়—এ- সব কাজ অবসর সময় ব্যতীত সম্ভব নয়। (অনেক গুনাহ্ আছে, যা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থেকেও করা হয়)। কেননা, একজন মানুষ যখন সবসময় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন শয়তান তাকে সারাদিন প্ররোচনা দিয়েও সফল হয় না। কারণ, সে যতই বলুক,'যা, সিনেমা দেখে আয়'— তখন একজন কর্মব্যস্ত মানুষ পারে না, তার কাজ রেখে সিনেমা দেখতে যেতে। শয়তান যতই প্ররোচনা দিক, পারে না কাজের ফাঁকে একজন মানুষকে পর্ণের জগতে নিয়ে যেতে। পারে না গীবতের মজলিসে তাকে বসাতে।

মোটকথা, সবচে’ বেশি পাপকাজ আমাদের অবসর সময়ই সংঘটিত হয়। ব্যস্ত সময়ে গুনাহ হয় না, তা-ও কিন্তু নয়! তবে অবসর সময়ের তুলনায়, ব্যস্ত সময়ে খুব কম। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন। একমাস টানা ব্যস্ত থেকে দেখুন, শয়তান আপনার কাছে এসেও কেন জানি বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

শয়তান আসবে ধোঁকা দিতে, পাপকাজে লিপ্ত করতে। অথচ, আপনি কোনো-না কোনো কাজে ব্যস্ত। সে যে কাজে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দিচ্ছে, সে কাজে নিয়োজিত হওয়ার সময় আপনার নাই। সারাদিন ব্যস্ত থাকুন। ইবাদত-বন্দেগি করতে থাকুন। অতঃপর কাজে লেগে পড়ুন। সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রাখুন, দেখবেন শয়তান খুব একটা বেশি সুযোগ পাচ্ছে না। অপরদিকে, আপনার গুনাহের পাল্লাও দিন দিন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

৩) ধনীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা:

যাদের অর্থ আছে, তাদের সবসময় সতর্ক থাকা উচিত। কেননা, শয়তান বিভিন্ন পন্থায় ধনীদের ধোঁকা দিতে চায়। সবসময় অর্থের পেছনে ব্যস্ত রাখে। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা—জীবনের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে তাঁর সামনে উপস্থাপন করে।

শয়তান তাঁকে এমনভাবে ধোঁকা দেয়—মনে হয়, অর্থের বড়াই অন্য আর দশটা সাধারণ মানুষদের গিলে খেয়ে ফেলবে। অপব্যয় যেন নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, হেয় প্রতিপন্ন করা—ইত্যাদি বিষয়গুলো যেন তাঁর অতি প্রিয়।

ধনী ব্যক্তিরাই বেশিরভাগ শয়তানের শিকারে পরিণত হয়, অর্থকে টোপ বানিয়ে শিকার করে তাদের।

প্রথমতঃ অর্থের বড়াই অন্তরে জাগ্রত করে তাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে দেয়। অতঃপর সেই অহংকার থেকে সৃষ্টি হয় অন্যকে খাটো করে দেখার মন-মানসিকতা।

দ্বিতীয়তঃ এত এত অর্থ কাজে লাগাতে, বিভিন্ন অকাজে তা খরচ করায়। যেমন: মদ্যপান, জুয়ার আসর, নাইটক্লাব—ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ অপব্যয়ে তাকে নিয়োজিত রাখে। অথচ, অপব্যয় শয়তানের অন্যতম নিকৃষ্ট কর্ম। দেখা যায়, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে খাবার ও পানীয় গ্রহণে অপ্রত্যাশিত অপচয় । খাবার খেতে গিয়ে থালায় কিছু রেখে দেয়া,

পান করতে গিয়ে গ্লাসে বেশ কিছু পানীয় রেখে দেয়া—এগুলো শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তাঁর রব্বের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।'[৩]

চতুর্থতঃ শয়তান তাঁদের অর্থের লোভ দেখায়। অর্থের লোভে পড়ে হারাম-হালালের দিকে কোনো খেয়াল রাখে না। হালাল-হারাম মিশ্রণ করে ফেলে।

পঞ্চমতঃ কতক ধনী হয় কৃপণ। কৃপণতাকে কাজে লাগিয়ে শয়তান তাঁদের ধোঁকা দেয়। আল্লাহ'র রাস্তাতে খরচ করা থেকে বিরত রাখে। যাকাত প্রদানে পিছিয়ে রাখে ।

৪) গরিবদের ওপর শয়তানের ধোঁকা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজে উৎসাহ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৪]

গরীবদের প্রতি শয়তানের এটাই প্রধান ধোঁকা। যাদের আর্থিক সমস্যা রয়েছে, যারা দিন আনে দিন খায়—শয়তান তাঁদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে ধোঁকা দিতে চায়।

শয়তানের এমন এমন বাগান রয়েছে, সেখানে যেতে হলে ধনী হওয়া শর্ত। আর্থিক স্বাবলম্বী যারা, তারাই বেশিরভাগ শয়তানের বাগানে বিচরণ করে। শয়তান জানে, একজন অসচ্ছল ব্যক্তি কখনও শয়তানের বাগানে গমন করবে না। ফলে তাঁদের বিপথগামী করতে, তাদের গুনাহে লিপ্ত করতে, তাদের ধোঁকা দিতে—ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সেই সুবাদে শয়তান বেছে নিয়েছে, 'দারিদ্রের ভয়'।

---

৩. সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-২৭
৪. সূরা বাকারাহ, আয়াত-২৬৮

৫) সুন্নত ছেঁড়ে দেয়ার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা:

সুন্নত ছেঁড়ে দেয়ার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা নামাজ পড়ি, কিন্তু পরিপূর্ণ হক আদায় করে পড়ি না। কোনো রকম ফরজ আদায় করতে পারলেই ব্যস।

শয়তান সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়, মানুষ যখন সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ'র কাছে মস্তক অবনত করে। এজন্য, শয়তান সবসময় মানুষকে নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। যতগুলো ইবাদত রয়েছে তন্মধ্যে নামাজে সবচেয়ে বেশি গাফিলতি কাজ করে। তার কারণ, শয়তান আমাদেরকে নামাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বদা পেছনে লেগেই থাকে। কাউকে পারে নামাজ থেকে বিরত রাখতে; কাউকে পারেনা। যাকে নামাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না, তাকে এই বলে ধোঁকা দেয়—'থাক, ফরয তো পড়েছিস, সুন্নত না-পড়লেও চলবে।' এমতাবস্থায় আপনি আমি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক সময় ফরয পড়েই মসজিদ ত্যাগ করি; সুন্নতের প্রতি কোনো টান থাকে না।

চতুর্থ অধ্যায়

শয়তানকে আল্লাহ তাআলা কেন সৃষ্টি করলেন?

অনেকেরই মনেই এই প্রশ্ন জাগতে পারে— "শয়তান তো সব কিছুর মূল। শয়তান-ই তো আমাদের পথভ্রষ্ট করে। শয়তান-ই তো আমাদের প্ররোচনা দেয়—যার ফলে আমরা বিভিন্ন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ি। যেহেতু শয়তান-ই সবাইকে বিভ্রান্ত করছে, শয়তান-ই সবাইকে পথভ্রষ্ট করছে, শয়তান-ই সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছে—সেহেতু আল্লাহ তাআলা কেন এই শয়তানকে সৃষ্টি করলেন?"

আসলে, বলতে গেলে শয়তান নামক কোনো প্রাণী নেই। শয়তান নামক কোনো প্রাণীই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি। শয়তান কেবলই একটি গুণ, যা তার কর্মের গুণে গুণান্বিত হয়। এই আলোচনা বইয়ের শুরু অংশেই করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক সেখান থেকেই পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন।

এবার হয়তো আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে, "মানলাম শয়তান নামক কোনো প্রানী নেই, তবে ইবলিসকে কেন আমাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে?"

উত্তর : শয়তান বলতে আমরা কাকে চিনি? ইবলিসকে। ইবলিসের জাত কী? জিন। ইবলিসের পূর্বে তো জিনেরাও অবাধ্যতা করেছে, তারাও সীমা লংঘন করেছে, তাহলে তাদেরকে প্ররোচনা দিতো কে? তার মানে, কারও অবাধ্যতার জন্য কেবল ইবলিস-ই দায়ী নয়। যদি ইবলিস-ই সব পাপ করাতো, সব সীমা লংঘন করাতো, তবে তার পূর্ববর্তী জিনেরা কার প্ররোচনায় অবাধ্যতা করেছে? আর তাছাড়া সে নিজেও কার প্ররোচনায়, কার ধোঁকায় আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করে বিতাড়িত হয়েছে? তার মানে বুঝা

যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে আমাদের পেছনে লাগিয়ে দেননি, যেনো আমরা সবসময় পাপকাজ করেই যাই।

এবার আসি একটু ভিন্নধর্মী আলোচনায়—

আচ্ছা, ধরলাম শয়তান নামক কোনো প্রাণী আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি, শয়তানকেও আমাদের পেছনে লাগিয়ে দেননি, তাহলে শয়তানি প্ররোচনা কোত্থেকে আসে? আর কুরআন হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় কেন তাকে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? শয়তান যে আমাদের প্ররোচনা দেয়, সেই কথা কেন বলা হয়েছে? তারমানে অবশ্যই শয়তান বলতে কেউ আছে—যে কিনা সবসময় আমাদের পেছনে লেগে আছে, যে কিনা সবসময় আমাদের খারাপ কাজের দিকে তাড়িয়ে নেয়?

হ্যাঁ, শয়তান বলতে কেউ আছে। সে প্রথমে ভালো ছিল, তবে তার কর্মের গুণে পরবর্তীতে শয়তানে পরিণত হয়েছে; আল্লাহ তাকে শয়তান বানাননি। সে হলো ইবলিস, যার প্ররোচনায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত, যার কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যাকে প্রকাশ্য শত্রু বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এবার আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে যাই—

আল্লাহ তাআলা তো সবকিছুই জানেন। সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত। কে জান্নাতি কে জাহান্নামি, সবকিছুই নির্ধারিত এবং আল্লাহ তাআলা জানেন। ইবলিস একসময় অধিক ইবাদত গুজারি থাকবে, অতঃপর আল্লাহ'র হুকুম অমান্য করে বিতাড়িত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ'র কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিবে, তারপর মানুষদের পথভ্রষ্ট করার কাজে নিয়োজিত থেকে যাবে। এই সবকিছু আল্লাহ'র জ্ঞানের ভেতরেই। তিনি তো জানতেন, ইবলিস হুকুম অমান্য করে বিতাড়িত হয়ে যাবে, অতঃপর মানুষদের পথভ্রষ্ট করার কাজে নিয়োজিত হয়ে যাবে, এগুলো জানার পরও কেন তিনি ইবলিসকে সৃষ্টি করলেন? কেন তাকে এই সুযোগ দিয়ে দিলেন? কেন তাকে মানুষের মনে প্ররোচনা দেয়ার ক্ষমতা দান করলেন?

ইবলিসকে সৃষ্টি করার, তাকে এই সুযোগ দেয়ার, তাকে অবকাশ দেয়ার, তাকে এত এত ক্ষমতা দান করার পেছনে বেশ কিছু হেকমত রয়েছে। প্রকৃত হেকমত আল্লাহ তাআলাই ভলো জানেন। এখানে ওলামায়ে কেরাম, শায়খ মাশায়েখদের বক্তব্য অনুযায়ী কিছু হেকমত উল্লেখ করা হলো!

১

শয়তান সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের উপকার্থেই। শয়তান যদি না-ই থাকতো, তবে আদম ও হাওয়া আ.-কে প্ররোচনা দেয়া হতো না এবং দুনিয়ার বুকে তাঁদের আগমন ঘটতো না। তাঁরা থেকে যেতেন জান্নাতেই। আমরাও সেখানেই থাকতাম। ফলে দুনিয়াটা অদেখাই রয়ে যেতো। অদেখাই রয়ে যেতো আল্লাহ'র সৃষ্টির বাহারি সমারোহ। অদেখা রয়ে যেতো সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আর তাছাড়া, কখনও আল্লাহ'র নিয়ামতের সাথে পরিচিত হতে পারতাম না। সবথেকে বড়ো কথা, শয়তান যদি না থাকতো, তবে দুনিয়ায় আসা হতো না, আমাদের গুনাহও হতো না, ফলে জানতেও পারতাম না— আল্লাহ তাআলা কত মেহেরবান, তিনি কত দয়াময়। জানা হতো না, তিনি গফফার, তিনি সাত্তার, তিনি রহমান, তিনি জব্বার, তিনি হাকিম, তিনি কাদির, তিনি কাইয়্যুম। আমরা এসেছি, গুনাহ করছি, আল্লাহ তাআলা গফফারের পরিচয় দিয়ে আমাদের গুনাহ গুলো মাফ করে দিচ্ছেন। আমরা ভুল করে হতাশ হয়েছি, তিনি রহমানের পরিচয় দিয়ে আমাদের উপর দয়া করেছেন; রহমত করেছেন।

২

লড়াই ব্যতীত সফলতা আসে না। লড়াই ব্যতীত বিজয়ের আনন্দ নেই। সফল হতে হলে, বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে হলে, অবশ্যই লড়াই করতে হবে। অতঃপর বিজয় অর্জন করতে হবে, তাহলে আনন্দ উপভোগ করা

যাবে। আমরা শয়তান থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছি। তার প্ররোচনা উপেক্ষা করে, নেক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছি। ফলে, মনের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি কাজ করছে। যেমন: লড়াই করার আনন্দ, তাকে পরাজিত করতে পারার আনন্দ, বিজয়ের আনন্দ, সর্বশেষ আল্লাহ-কে রাজি খুশি করতে পারার আনন্দ।

৩

কিছু ঘটলেই তো কিছু রটে। কিছু হলেই তার আলোচনা আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। সতর্কতা বা সফলতা—দুটোই পূর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তখন খোঁজ নিয়ে দেখে—এই লাইনে, এই পদ্ধতিতে, এই কাজে কে কীভাবে সফল হয়েছে? সাথে সাথে এ-ও দেখে, কে কে এই কাজে নেমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যখন দেখে এই কাজে, এই লাইনে, এই পদ্ধতিতে, কেবল ধোঁকা আর ধোঁকা, কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি—তখন ঐ ব্যক্তি পূর্ব ঘটিত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সর্তকতা অবলম্বন করে।

শয়তানের বেলাও একই। শয়তান ভুল করেছে, বিতাড়িত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা আমরা জানি। সাথে সাথে এটাও জানি, সে কীভাবে অন্যায় করেছে, কী কাজে বিতাড়িত হয়েছে, কী ভুলে আল্লাহ'র কাছে অভিশপ্ত হয়েছে। এই জিনিসটা জানার ফলে আমরাও সতর্কতা অবলম্বন করতে পারছি। যদি শয়তান না থাকতো, তবে এটা জানাও হতো না, শিক্ষাগ্রহণও হতো না আর সর্তকতা অবলম্বন করাও হতো না।

৪

শয়তান আমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ্ দেখতে চান, কে আমার পথে হাঁটছে, আর কে শয়তানের পথে। কে আমার কথা মান্য করছে, আর কে শয়তানের কথা।

এছাড়াও বেশ কিছু হেকমত উলামায়ে কেরামগণ বর্ণনা করেছেন (আল্লাহু আ'লামু বিস্ সোয়াব)।

শয়তানকে কেন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো?

শয়তানকে যখন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অভিশপ্ত করা হয়, তাকে জান্নাত থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ'র কাছে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ চায়। কুরআনে বর্ণিত আছে, সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।' তিনি বললেন, 'তোমাকে সময় দেয়া হলো, সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন পর্যন্ত।[১]

শয়তান অবকাশ চাইলো, আল্লাহ তাআলাও তাকে অবকাশ দিলেন। কিন্তু কেন তাকে অবকাশ দেওয়া হলো, তা আমাদের অজানা। একমাত্র তিনিই এর পূর্ণ হেকমতের জ্ঞান রাখেন। তবে, উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখদের ধারণা মতে কিছু হেকমত বর্ণনা করা হলো...

প্রথমত: 'এটা পূর্ব নির্ধারিত'। মানব সৃষ্টির সময় আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে ভক্ষণ ও যৌবনের চাহিদা দান করেছেন। আর এই চাহিদাগুলো মিটানোর চেষ্টায় মানুষ দু'টো পথ বেঁচে নিবে। ১- হালাল পথ। ২- হারাম পথ। হালাল পথ হচ্ছে আল্লাহ'র, আর হারাম পথ হচ্ছে শয়তানের। যে আল্লাহ'র পথ বেছে নিবে, সে সফল। আর যে শয়তানের পথ বেছে নিবে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত। তার মানে, ইবলিস যে শয়তানে পরিণত হবে, এটা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। তাকে যে অবকাশ দেয়া হবে, এটাও পূর্ব নির্ধারিত।

দ্বিতীয়ত: শয়তান বনি আদমের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। দু'টো পথ: একটি সরল পথ, আরেকটি বক্র। মানুষকে উভয় পথ বেছে নেওয়ার ইচ্ছেশক্তি

---

১. সূরা হিজর, আয়াত - ৩৬-৩৮

দান করা হয়েছে। সবাই সরল পথে হাঁটবে, এটাই নীতি। তবে, কিছু কিছু মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে, তার ধোঁকায় পড়ে, বক্র রাস্তা বেছে নেবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন শয়তান থাকবে। শয়তান যদি না থাকে, তবে তা সম্ভব নয়। যেমন, আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম -কে শয়তান দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। ঠিক তদ্রুপ, আমাদের এই শয়তানের দ্বারাই পরীক্ষা করা হচ্ছে। এজন্যই শয়তানকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। কারণ, সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ তাআলা দেখতে চান, কে সরল পথ বেছে নেয়, আর কে বক্র পথ। কে আল্লাহ'র হুকুম মান্য করে, আর কে শয়তানের।

তৃতীয়ত: কাফেরদের পরকালে কোনো অংশ নেই। তাদের যা পাওয়ার, তা দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। অপরদিকে, একজন মুমিন তাঁর কর্মের বিনিময় হিসেবে দুনিয়াতেও তাঁর অংশ রয়েছে, আবার পরকালেও। আর কাফেররা কেবল দুনিয়াতেই পাবে। এদিকে শয়তান একজন কাফের। তার পরকালে কোনো অংশ নেই। এই কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলা হয়তো তাকে দুনিয়াতেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে দিলেন।

চতুর্থ: তার এই অবকাশ, তার জন্যই ক্ষতির কারণ। মূলত তাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, যেন তার পাপ দিন দিন বাড়তেই থাকে। সে যতদিন থাকবে, ততদিন তার পাপের ভান্ডার বাড়তেই থাকবে। দিন দিন শাস্তির পরিমাণও বাড়তে থাকবে। যদি তাকে অবকাশ দেয়া না হতো, তবে তা হতো না।

শয়তান কি কখনও হেদায়েত-প্রাপ্ত হবে?

না, শয়তান কখনও হেদায়েত পাবে না। কখনও অনুতপ্ত হবে না। কখনও তাওবাহ করবে না। কখনও আল্লাহ'র কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করবে না। এদিকে হেদায়েত প্রার্থনা ব্যতীত, কেউ কখনও হেদায়েত প্রাপ্ত হয় না। হেদায়েত আল্লাহ'র দেয়া এক অফুরন্ত নিয়ামত—যা এমনি এমনি আসে না। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকেই হেদায়েত নামক চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখেন। সমস্ত অপকর্ম ও নেফাকি থেকে দূরে রাখেন। এছাড়া, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র আনুগত্যে ব্যাকুল, আল্লাহ'র প্রেমে পাগল, সদা-সর্বদা আল্লাহ'র কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করেই যায়—তাকেই আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন।

শয়তান কেন হেদায়েত প্রাপ্ত হবে না? তার কারণ, সে অভিশপ্ত। সে বিতাড়িত। এমনকি, সে স্বয়ং আল্লাহ-কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে নিজের উপর নিজেই জুলুম করেছে। সে বলেছে, 'আমাকে অবকাশ দাও'। অর্থাৎ (আমার শাস্তি বিলম্বে দাও এবং আমাকে এই এই ক্ষমতা দাও অতঃপর দেখো, আমি কী করতে পারি।)

যাহোক, শয়তান কখনও অনুতপ্ত হবে না। কখনও তাওবাহ করবে না। কখনও আল্লাহ'র কাছে হেদায়েত প্রার্থনাও করবে না। যদি সে তাওবাই করতো, অনুতপ্ত-ই হতো, তবে তখন-ই করে নিতো। সে তাওবাহ করবে না বলেই আল্লাহ'র কাছে অবকাশ চেয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

বনি আদমের সাথে শত্রুতা করে শয়তান কী পেয়েছে?

দুই গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব। একে অন্যের শত্রু। একপক্ষ নিষ্পাপ, অপরপক্ষ পিশাচ। তাঁদের মধ্যে তুমুল লড়াই। একপক্ষ সবসময় অপরপক্ষের ক্ষতি করতে চায়। পক্ষান্তরে, যে ক্ষতিগ্রস্থ—সে কেবল তার শত্রু থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টায় নিয়োজিত। তাঁর শত্রুর ওপর আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। বলতে গেলে, একপক্ষ আক্রমণ করে, অপরপক্ষ শুধু আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করে।

যে আক্রমণ করে, সে কী পায় অপরপক্ষের উপর আক্রমণ করে? সুখ? শান্তি? আত্মতৃপ্তি? -কোনো কিছু? কিছুই নয়। এটা তাঁর নিজের জন্যও ক্ষতিকর।

ঠিক তেমনি শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে সর্বদা আমাদের ক্ষতিসাধনের নেশায় মত্ত। সবসময় আমাদের ক্ষতি করার জন্য জাল বিছিয়ে রাখে। সবশেষে কী পায়? কিছুই না। আমাদের সাথে শত্রুতা করে তার কিছুই অর্জিত হয় না; ক্ষতি ছাড়া। আদম আ. -কে হেয় করে, তাঁকে তুচ্ছ করে, অহংকার করে কী পেয়েছে? কিছুই পায়নি; উল্টো হারিয়েছে অনেক কিছু। যেমন: আল্লাহ'র নাফরমানি করে অবাধ্যতার কালিমা নিজের সঙ্গে যুক্ত করেছে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অভিশপ্ত হয়েছে। চিরস্থায়ী সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

যাহোক, শয়তান আমাদের সাথে শত্রুতা করে কিছুই পায়নি। উল্টো নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে।

শয়তান কি একজন?
সে কি একাই আমাদের প্ররোচনা দেয়?

ইবলিস শয়তান কি একাই সবাইকে পথভ্রষ্ট করে, নাকি তারও দলবল রয়েছে—যারা এ কাজে তাকে সহায়তা করে?

আমাদের মনে এই প্রশ্ন বহুদিনের—শয়তান কি শুধু একজন, নাকি তারও রয়েছে দলবল, জাত-বংশ! আমরা শয়তান বলতে কেবল ইবলিসকেই বুঝি। কিন্তু, শয়তান কেবল ইবলিস-ই নয়; তারও রয়েছে দলবল, জাত-বংশ। শয়তান দলবদ্ধ হয়েই আমাদের ওপর আক্রমণ করে। শয়তানের নেতার মূল প্রাসাদ হচ্ছে সাগরের ওপর। সেখান থেকেই সে সব শয়তানদের পরিচালনা করে। প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব কাজ ভাগ করে দেয়। সেই অনুপাতে অন্যান্য শয়তানরা তাদের নিজস্ব কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়।

শয়তান যে এক নয়, তার যে দলবল রয়েছে, এটা নিম্নোক্ত আয়াত থেকেই প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ?'[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সমুদ্রের ওপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সেই শিষ্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা (ও বেশী নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড়ো পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে।[২]

উপরোল্লেখিত আয়াত এবং হাদিসের আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয়, শয়তান একক নয়, তারও রয়েছে দলবল। এই দলের সর্দার হচ্ছে ইবলিস।

---

১. কাহাফ, আয়াত নং-৫০

২. মুসলিম, হাদিস নং - ৭২৮৪

পঞ্চম অধ্যায়

মুমিনের লড়াই: শয়তানও পলায়ন করে

অনেকেই মনে করে শয়তান অনেক শক্তিশালী। তাকে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব। কেননা, শয়তান অদৃশ্য, সে আমাদের ধোঁকা দেয়ার ক্ষমতা রাখে, আমাদের রগে রগে বিচরণ করতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগাতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি। অপরদিকে মানুষ, শয়তানের কোনো ক্ষতি করতে পারে না; উল্টো তার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে। তারমানে শয়তান অনেক শক্তিশালী, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন করা দুরূহ ব্যাপার।

আসলেই কি তাই? শয়তান কি এতটাই শক্তিশালী যে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন অসম্ভব? আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে শয়তান অনেক শক্তিশালী। তাকে পরাজিত করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু না, শয়তান এতটাও শক্তিশালী নয় যে, তার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা অসম্ভব । যদি এতটাই শক্তিশালী হতো, তবে উমর রাযি.-কে দেখে শয়তান পলায়ন করতো না। মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি শুনে পলায়ন করতো না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলে।'[১]

শয়তানের ক্ষমতা কতটুকু, যেখানে ওমর রাযি.-কে দেখে তাঁর রাস্তা পরিবর্তন করতো। শয়তান তাকে এতটাই ভয় করত যে, তাঁর রাস্তা ছেড়ে অন্য দিকে পলায়ন করতো। অথচ, আজ আমরা ভাবি—শয়তান না জানি কী! শয়তান থেকে বাঁচা সম্ভব-ই না। ফলে, হতাশা আমাদের সঙ্গী হয়ে যায়। চেষ্টার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আর সেখান থেকে বিনা লড়াইয়ে ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিতে হয়। পরিশেষে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে,

---

১. মুসলিম, হাদিস নং - ৫৯৮৫

অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে হয়। পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে, পাপের ফেরিওয়ালা হতে হয়।

আরে, শয়তান কিছুই নয়, যদি সঠিক পন্থায় ঈমানী চেতনা জাগ্রত করে হিম্মত নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। ঈমানী চেতনা এরকম হাজার শয়তানকে কাবু করার জন্য যথেষ্ট। আপনার ঈমান আর তাকওয়া হাজার শয়তানের বিরুদ্ধে এক বিরাট অস্ত্র। এই অস্ত্রকে কাজে লাগিয়ে শয়তানের বিপক্ষে বিজয় অর্জন করা অনেকটাই সহজ। কেবল, প্রয়োজন তাকওয়া, ইচ্ছে ও হিম্মত। এজন্য, শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে এর প্রধান অস্ত্রকে ঝালাই করে নিতে হবে। সেটা কী? ঈমানী চেতনা, ঈমানী শক্তি। যদি ঈমান মজবুত হয়, তবে শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন খুবই সহজ।

এখন দেখুন তো, আপনার আমার সেই প্রধান অস্ত্র কতটুকু ধারালো? যদি তা না হয়, তবে অস্ত্রকে অবশ্যই ধার দিতে হবে। অতঃপর লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে যখন শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবেন, তখন দেখবেন শয়তান আসবে ধোঁকা দিতে, অতঃপর তার চক্রান্তে সে নিজেই ফেঁসে যাবে।

এ ব্যাপারে একটি হাদিস আছে-

'নিশ্চয়ই মুমিন শয়তানকে কৃশ করে ফেলে, যেমন তোমাদের কেউ সফরে তাঁর উটকে কৃশ করে ফেলে।'[২]

হাদিসের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, মুমিনের জন্য শয়তানকে কাবু করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এজন্য কী দরকার? অবশ্যই দৃঢ় ঈমান আর তাকওয়া। দৃঢ় ঈমান আর তাকওয়া ব্যতীত শয়তানকে কাবু করা দুরূহ ব্যাপার। শূন্য হাতে শয়তানকে কাবু করতে গেলে, নিজেকেই তার কাছে কাবু হয়ে যেতে হবে। সুদৃঢ় ঈমান আর তাকওয়া ব্যতীত শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে গেলে, শয়তানের বিষাক্ত তীর আমাদের দুর্বল ঈমানে ছিদ্র তৈরি করবে।

মনে রাখবেন, শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই সবচেয়ে বড়ো লড়াই। লড়তে হবে লড়াকুর মত। এই লড়াই ঈমান আর কুফুরের লড়াই। এই লড়াইয়ে বিজয়ী মানে, জান্নাতের চাবিকাঠি অর্জনের সুযোগ।

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ৮৯৪০

শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল

শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম মনে সাহস জোগাতে হবে। বুঝতে হবে, শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। শয়তানের দুর্বল চক্রান্ত, ঈমানী চেতনার কাছে কিছুই নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন —

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

অনুবাদ: নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।[৫৩] (১)

শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল এটা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ, আমরা এই দুর্বল চক্রান্তেই আটকে যাচ্ছি। শয়তানের কবল থেকে মুক্ত থাকতে অবশ্যই তার চক্রান্তের বিপরীতে নিজেদের চক্রান্ত দাঁড় করাতে হবে। কীভাবে চক্রান্ত দাঁড় করাবেন, আসুন একটি ঘটনা থেকে জেনে নিই...

শয়তানের দুর্বল চক্রান্ত নিয়ে, ড. মুস্তাক আহমাদ হাফি. সুন্দর একটি ঘটনা বলেছিলেন।

"এক বৃদ্ধ লোক হজ্বে যাবে বলে নিয়ত করেছে। নিয়ত করার পরপরই শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে উক্ত সফর বাতিল করতে উঠেপড়ে লেগে যায়। শয়তান তাকে বলে, 'হে ভাই, হজ্বে যাবে কী করে? হজ্বে যাওয়ার রাস্তা যে বন্ধ হয়ে গেছে।' ঐ লোক তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মানে কী? কীভাবে বন্ধ হলো?' শয়তান তখন বলে, 'দেখো, পশ্চিম দিকের রাস্তায় আসমান জমিনের সাথে লেগে গেছে। আসমান যখন জমিনের সাথে লেগে যায়, তখন সেদিকে যাওয়া কি সম্ভব?' ঐ বৃদ্ধ তার কথা বিশ্বাস করেনি। তাকে পাল্টা উত্তর দিয়ে বলে, 'আমাকে দেখান, কীভাবে কোথায় আসমান

---

১. সূরা নিসা, আয়াত- ৭৬

জমিনের সাথে লেগে গেছে?' শয়তান তাকে বলে, 'তুমি তাল গাছের উপরে উঠো। উঠে দেখো তো, আসমান আর জমিনের মাঝে কিছু দেখা যাচ্ছে কি না, নাকি একটি অপরটির সাথে লেগে আছে?' ঐ লোক গাছের উপরে উঠে দেখে, হায় হায় সত্যি সত্যি তো আসমান জমিনের সাথে লেগে গেছে। জমিন আর আসমান ছাড়া কিছুই নেই। তার মানে একটি আরেকটির সাথে লেগে গেছে।' শয়তান তখন বলে, 'হ্যাঁ, এটাই! হজ্বে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ, সুতরাং তুমি তোমার সফর বাতিল করে দাও।'

লোকটি শয়তানের সাথে কথা বলে একজন ইমামের কাছে যায়। ইমাম সাহেবের সাথে পুরো বিষয়টি খুলে বলে। ইমাম সাহেব তখন শয়তানের এই চক্রান্ত খুব ভালোভাবেই টের পান। তখন এর বিপরীত চক্রান্ত পেশ করার জন্য বলেন, 'আরে, এটা কিছুই না। আমি তোমাকে একটি মেডিসিন দিচ্ছি, যার শক্তি অনস্বীকার্য। আগে এটা প্রয়োগ করো, তারপর আবার আমার কাছে আসবে।' লোকটি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সেটা কী?' তখন ইমাম সাহেব বলেন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম পড়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে দৌড় দাও। এই বিসমিল্লাহ'র বদৌলতে চাঁদ তোমার সাথে দৌড়াতে থাকবে।' ঐ লোক ইমাম সাহেবের কথামত বিসমিল্লাহ বলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে দৌড়াতে থাকে। যত দৌড়ায়, ততই অবাক হয়—আরে, এ কী! চাঁদ দেখি আমার সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে।

ঐ লোক ইমাম সাহেবকে বলে, সত্যি সত্যি এটার পাওয়ার অনেক। যখন বিসমিল্লাহ বলে দৌড়াতে শুরু করি, তখনই চাঁদ আমার সাথে দৌড়াতে শুরু করে।' তখন ইমাম সাহেব বলেন, 'তো এখন এক কাজ করো—বিসমিল্লাহ বলে পশ্চিম দিকে দৌড় দাও, দেখবে সকল বাঁধা দূর হয়ে গেছে। আসমান জমিনের সাথে লেগে যে দরজা বন্ধ হয়ে আছে, তা-ও খুলে যাবে।' ওই লোকটি তার কথামতো দিল এক দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে দেখে আসমান ও জমিন কোন জায়গায় লেগে নেই। কোনো পথ বন্ধ নেই!

দেখুন, কত সুন্দরভাবে শয়তানের চক্রান্ত খন্ডন করা হয়েছে। শয়তান চক্রান্ত করে আপনাকে আমাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। এতদ্বসত্ত্বেও, শয়তান কেন আমাদের উপর বিজয় অর্জন করে? কেন বারবার এই দুর্বল চক্রান্তের মায়াজালে বেষ্টন করে ক্ষতিগ্রস্ত করছে? কারণ, আমরা ভাবি না—কীভাবে শয়তানের চক্রান্ত নস্যাৎ করা যায়।
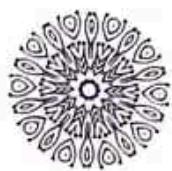
শয়তানের দেয়া গিঁট খুলে ফেলুন

রাতের বেলা যখনই তাহাজ্জুদ পড়তে চাই, শোয়া থেকে উঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে চাই, তখনই যেন এক ধরনের বাঁধা আসে। অনেকেরই মন চায়, শেষ রাত্রে উঠি, জায়নামাজে দাঁড়িয়ে রব্বের সাথে একটু কথা বলি। কুরআন তেলাওয়াত করে রব্বের কথামালা অন্তরে গেঁথে নিই। ইচ্ছে হয়, বড্ড ইচ্ছে হয়। কিন্তু, শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেন জানি শেষ রাতে উঠতে পারি না। এক ধরনের বাঁধা যেন সর্বদাই আমাদের কাবু করে রাখে। কিন্তু, সেই বাঁধাটা কী? কেন শেষ রাতে উঠতে পারি না। এ প্রশ্নের উত্তরে খুঁজতে গিয়ে বেশ কিছু উত্তর বেরিয়ে আসে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেটা, তা হলো—আমরা রাতের বেলা যখনই ঘুমাতে যাই, তখন শয়তান এসে আমাদের মাথার শেষভাগে গিরা দেয়। সেই গিরা দেয়ার প্রাক্কালে শয়তান এই বলে কুমন্ত্রণা দেয়—রাত এখনও অনেক বাকি, শুয়েই থাকো। এ ব্যাপারে একটি হাদিস রয়েছে—

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ".

আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত: আল্লাহ'র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায়, তখন শয়তান তাঁর মাথার শেষভাগে তিনটি গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দিয়ে দেয় যে, এখন রাত অনেক রয়ে গেছে, কাজেই শুয়ে থাক। অতঃপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে অজু করে, তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। আর যদি সে সালাত আদায় করে, তবে সব কয়টি গিরাই খুলে যায়। আর খুশির সঙ্গে পবিত্র মনে তাঁর সকাল হয়, অন্যথায় অপবিত্র মনে আলস্যের সাথে তাঁর সকাল হয়।'[১]

এ হাদিসের আলোকে বুঝা যায়—শয়তানের গিরা দেওয়া সত্য। এই গিরার কারণে অনেক সময় ইচ্ছে করলেও আমরা উঠতে পারি না। তবে, এই গিরা খুলে শয়তানকে কাবু করারও পদ্ধতি যে বহু—যা উপরোল্লিখিত হাদিস থেকেই জানা যায়। সেটা হচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে যেতে হবে, চাই যত কষ্টই হোক না-কেন। জেগে ওঠে আল্লাহ-কে স্মরণ করলে প্রথম গিঁট খুলে যাবে। অতঃপর অজু করতে হবে, তখন শয়তানের দ্বিতীয় গিঁট খুলে যাবে। অতঃপর সালাতে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, তখন সবকটি গিঁট খুলে যাবে। তখন আর শয়তানের প্রভাব আর অবশিষ্ট থাকবে না।

১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং - ৩২৬৯

শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

১) মালিকের কাছে সাহায্য চাওয়া:

একজন আলেম তাঁর ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শয়তান তোমাকে পাপ কাজের প্ররোচনা দিলে তুমি কী করবে?' সে বলেছিল,

-'তার বিরুদ্ধে লড়াই করব।'
- 'আবার যদি ফিরে আসে?'
- 'আবার লড়াই করব।'
- 'এরপরেও যদি ফিরে আসে?'
- 'আবারও লড়াই করব।'

- 'ওহ, এভাবে তো ব্যাপারটা লম্বা হয়ে যাবে। আচ্ছা ধরো, তুমি একটা ছাগলের পালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছো। এমন সময় যদি পালের কুকুর তোমাকে বাধা প্রদান করে, তখন তুমি কী করবে?'
- 'আমি তাকে সরানোর চেষ্টা করব। তাকে প্রতিহত করব।'
- 'এটা তো লম্বা হয়ে যাবে। এরচেয়ে ভালো, কুকুরের মালিকের কাছে সাহায্য চাও। সে তাঁর কুকুর সরিয়ে নেবে, আর কুকুর তোমার পথ ছেড়ে দেবে, ফলে সহজেই তুমি অতিক্রম করতে পারবে। কুকুরের সাথে লড়াই করার কোনো প্রয়োজন হবে না।'[১]

এটাই উত্তম পদ্ধতি। ঠিক একইরকমভাবে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে তাকে বিতাড়িত করতে, সৃষ্টিকর্তার কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তিনি যদি সাহায্য করেন তাহলে শয়তানের ক্ষমতা নেই, আপনাকে বিতাড়িত করার। কেননা, সবকিছুর মালিক তো তিনি। সবকিছুর ক্ষমতাও যে তিনিই রাখেন।

---

১. তালবিসু ইবলিস

২) জিকির করা:

সবসময় জিকিরে মশগুল থাকতে হবে। জিকির করলে শয়তানের মধ্যে হা-হুতাশ শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ'র নাম নিলেই সে অস্থির হয়ে পড়ে। জিকির করলে শয়তান পলায়ন করে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে—

মুসনাদে আহমেদ -এ একটি বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ'র জিকির ছাড়া বান্দা শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না।'

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন: শয়তান মানুষের অন্তরে বাসা বেঁধে বসে থাকে। বান্দা যখন আল্লাহ'র জিকির থেকে গাফেল হয়ে যায়, তখন শয়তান তাঁকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। আর বান্দা যখন আল্লাহ'র জিকিরে মশগুল হয়ে যায়, শয়তান তখন পেছনে সরে যায়।[২]

সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট এবং অতি সুখের সময়েও শয়তান মানুষের মনে ছিদ্র করতে চায়। অর্থাৎ, তাকে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করতে চায়। এ সময় যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ'র জিকির করে তাহলে সে পলায়ন করে।[৩]

শেষের দুইটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। শয়তান আমাদের অন্তরে বসবাস করে। উৎপেতে বসে থাকে। এই অপেক্ষায় প্রহর গুনে—দেখি, কখন আল্লাহ'র স্মরণ থেকে সে গাফেল হয়। যখনই আমরা আল্লাহ'র জিকির বন্ধ করে দিই, তখনই শয়তানের ওয়াসওয়াসা শুরু হয়ে যায়। শয়তান সুযোগ বুঝে কোপ দিতে শুরু করে। এজন্য, যখনই মনে খারাপ কাজের চিন্তা-ভাবনা আসবে, যখনই মনে হবে শয়তান আমাদেরকে প্রচারণা দিচ্ছে, তখনই আমাদের উচিত জিকিরে মশগুল হয়ে যাওয়া। কেননা, আল্লাহ'র নাম স্মরণ করা মাত্রই শয়তান পালিয়ে যায়।

---

২. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৯ ম খন্ড
৩. তাবারী - ২৪/৭১০

৩) বিপরীত ভাবুন:

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে সবসময় তাকে এড়িয়ে যেতে হবে। উক্ত প্ররোচনা থেকে অমনোযোগী হয়ে থাকতে হবে। যখনই অন্তরে কুমন্ত্রণার ভাব প্রস্ফুটিত হবে, তখনই অন্তরে জান্নাতি উদ্যানের কথা ভাবুন। জান্নাতের সুখ গুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করুন। অন্তরে যে পাপের কুমন্ত্রণা উদয় হবে, সে জিনিসটা জান্নাতে কীরকম সুশোভিত হয়ে আপনার আমার সামনে আসবে— তা একটু কল্পনা করুন। যেমন: একজন বেগানা নারীকে ভোগ করার কুমন্ত্রণা অন্তরে উদয় হয়েছে, এমতাবস্থায় কল্পনা করুন— জান্নাতে আপনার ডানে-বামে সর্বদিকে কত-শত টানা টানা ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুর ঘুরে বেড়াবে। যখনই অসৎ উপায়ে কোন কিছু খাওয়ার উদ্রেক অন্তরে জন্ম নিবে, তখনই কল্পনা করুন—জান্নাত আপনার জন্য কত রকম বাহারি খাবার অপেক্ষা করছে।

ভাবুন, আমি মদিনায় যাবো। রাসুল সা. -এর রওজা মোবারক জিয়ারত করব। রাসুলের দেশ থেকে ঘুরে আসবো।

মোটকথা, কুমন্ত্রণা এড়াতে পজিটিভলি যত চিন্তা আছে, তা মাথায় নিয়ে আসুন। তবুও কুমন্ত্রণা -কে স্থান দেয়া যাবে না। কুমন্ত্রণা যদি আপনার আমার মধ্যে জায়গা করে নেয়, তখন অতি সহজেই পদস্খলন ঘটবে।

৪) আজানের অপেক্ষা করুন:

আযান দ্বারা শয়তান তাড়ানো। আযানের আওয়াজ শুনলে শয়তান পালিয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ،

যখন সালাতের আজান দেওয়া হয়, তখন শয়তান আজানের শব্দ শুনে রাওহা নামক স্থান অতিক্রম করে। (রাওহা নামক

স্থানটি মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত)।[৪]

৫) তওবা করুন:

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে তওবা করতে হবে। তওবা করে ফিরে না-আসা অবধি শয়তানের চক্রান্ত থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব! যখনই আমাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তখনই শয়তান আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়ার জন্য প্ররোচনা দেয়। এই বলে ধোঁকা দেয়, 'পাপ তো করেই ফেলেছিস, এখন তো তোকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতেই হবে। সুতরাং, শাস্তি যখন পাবিই, দুনিয়াতে ইচ্ছেমতো আরাম-আয়েশ করে নে।'

ঠিক আমরাও শয়তানের কুমন্ত্রণায় এখানে আটকে যাই। কোনো একটা গুনাহ করার পর দয়াময় আল্লাহ'র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাই। মনে মনে ভাবি— পাপ তো করেই ফেলেছি, এখন তো শাস্তি পেতেই হবে। তো শাস্তি যখন পাবোই, দুনিয়াটাকে উপভোগ করেই যাই।

শয়তানও ঠিক এরকমটাই চায়। শয়তান চায়, আল্লাহ'র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে বারবার যেন গুনাহ করতে থাকি। এজন্যই আমাদের উচিত, গুনাহ হয়ে গেলেই সাথে সাথে ইস্তেগফার করে তাওবা করে নেয়া। তওবা করে নিলে শয়তান সেখানে আর জায়গা পায়না। আর যদি তওবা না-করা হয়, তখন শয়তান নানাবিধ কুমন্ত্রণা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়।

৪. মুসলিম, হাদিস নং- ৩৮৮

শয়তানের ব্যাপারে সদা সর্বদা সতর্ক থাকুন

হৃদয় হলো দুর্গ। সেই দুর্গের বাসিন্দা আপনি। দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনার। দুর্গের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় হাজারো শয়তান। শয়তান আপনার অসতর্কতার সুযোগ খুঁজে। সে আপনার অসাবধানতার প্রতীক্ষায় থাকে। সুতরাং, যখনই আপনি তার ব্যাপারে অসতর্ক হয়ে যাবেন, অসাবধান হয়ে যাবেন—তখনই শয়তান আপনার দুর্গে প্রবেশ করবে। অতঃপর, শুরু হবে তার প্ররোচনা; তার ধোঁকা।

সুতরাং, আপনার উচিত হলো সর্বদা সজাগ থাকা। সর্বদা সাবধান থাকা। শয়তান যে যে দরজা দিয়ে আপনার দুর্গে প্রবেশ করতে পারে, সে-সব দরজা চিনে রাখা। অতঃপর, জিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আপনার দুর্গকে আলোকিত করা। যেন অন্ধকার দূর হয়ে যায়, শয়তানকে দৃষ্টিগোচর হয়।

মোটকথা, শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে, তার প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকতে—সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সবসময় ভাবতে হবে, শয়তান নামক এক শত্রু আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে চায়। তার মায়াজালে আটকে রেখে ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়।

মনে রাখবেন, মুমিন কখনও শয়তান থেকে অসতর্ক থাকে না, কখনও গাফেল থাকে না। আর এমনটা আমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। আমাদের আকাবিরগন, শয়তান এবং নফসের ব্যাপারে এতটাই সতর্ক থাকতেন যে, কে কয়টা গুনাহ করায়, তার হিসাব বের করে ফেলতেন । একজন শায়খের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁরা একপর্যায়ে এটাই বের করেন—শতকরা ১০ টি গুনাহ স্বতন্ত্রভাবে শয়তান করায়। আর ১০ টি গুনাহ

স্বতন্ত্রভাবে নফস করায়। বাকি ৮০ টি গুনাহ, নফস এবং শয়তানের সমন্বয়ে সংঘটিত হয়।

তার মানে, নফস এবং শয়তানের যখন একত্র হয়ে যায়, তখন খুব সহজেই আমরা হেরে যাই। তাই তো বলি, নফস এবং শয়তানের মাঝে বাঁধা তৈরি করতে হবে।

এবার ভাবুন, আমাদের আকাবিরগন শয়তানের ব্যাপারে কতটা সতর্ক থাকতেন। যেই সতর্কতা তাঁরা শয়তান ও নফসের প্ররোচনা পৃথক করতে পারতেন। যাহোক, শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে, তার ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে—তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
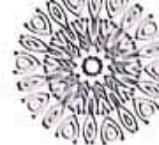
শয়তানের চক্রান্ত ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা

শয়তানের কুমন্ত্রণা, তার ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে—তার পাতা ফাঁদ, চক্রান্ত ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে। জানতে হবে, কীভাবে সে আমাদের বিভ্রান্ত করছে? কীভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ করছে? কীভাবে আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে? কীভাবে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে?

আমাদের জানা আছে কি—আদম আ. ও হাওয়া আ.-ও তার চক্রান্তের শিকার হয়েছেন; শয়তান তাদের ধোঁকা দিয়েছে? জানা আছে কি, শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগায়; আমাদের নামাজে এসে ধোঁকা দেয়; আমাদের মনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে? জানা আছে কি, শয়তান আমাদের রগে রগে বিচরণ করে; আমাদের ধোঁকা দিতে উৎপেতে বসে থাকে; আমাদের ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে ঘুম পাড়িয়ে দেয়; আমাদের মনে স্রষ্টা নিয়ে সন্দেহের বীজ বপন করে?

জানা না থাকলে জানতে হবে। শয়তানের চক্রান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানতে হবে। অন্যথায়, শয়তান থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

একটু গুনাহের কাজ করতে মন চাচ্ছে, শয়তান বারবার ফুঁসলিয়ে দিচ্ছে, বারবার তার দিকে আকৃষ্ট করছে—ভেবে নিন, এটা শয়তানের চক্রান্ত। নোট করে নিন, কীভাবে আপনার মনে পাপের উদ্রেক তৈরি করছে, কীভাবে আপনাকে ধোঁকা দিয়ে পাপ কাজে লিপ্ত করাতে চেয়েছে। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নোট অরে নিন, ঠিক কীভাবে আপনাকে এই পাপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কোন সূত্র ধরে আপনাকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যখন ভাবতে শুরু করবেন, তখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এমতাবস্থায়, তার থেকে নিরাপদ থাকা আরও সহজ হয়ে যাবে।

ইবাদতে মন বসছে না? নামাজে খুশু-খজু আসছে না? খুঁজে বের করুন, শয়তান কীভাবে আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে? কীসের অজুহাত পেশ করে ইবাদত থেকে দূরে রাখছে?

মোটকথা, শয়তান থেকে বাঁচতে তার কৌশল, তার চক্রান্ত, তার পাতা ফাঁদ ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন

শয়তান থেকে বেঁচে থাকতে, তার থেকে পানাহ চাইতে হবে। শয়তানের সাথে লড়তে লড়তে অনেকেই ব্যর্থ হয়ে যায়। শত চেষ্টার পরেও পারে না পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে। শত ইচ্ছের পরেও পারে না, নেক কাজে আত্মনিয়োগ করতে। মনে হয়, শয়তানের প্ররোচনা যেন পিছুই ছাড়তে চায় না। শয়তানের মায়াজাল থেকে যেন বের-ই হওয়া যায় না। এ-কেমন মায়া, এ- কেমন চক্রান্ত, এ- কেমন ফাঁদ!

লড়তে লড়তে যখন আপনি ক্লান্ত, তবুও হতাশ হবেন না। শয়তান থেকে বেঁচে থাকতে রয়েছে হাজারো উপায়-উপকরণ। কেবল প্রয়োগের অপেক্ষা। সেটা কী? সেটা হলো 'শয়তান থেকে আল্লাহ'র নিকট পানাহ চাওয়া'। আমরা যেন শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি, সে-জন্য তার (শয়তান) থেকে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার সুযোগ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।'[১]

সুতরাং, যখনই শয়তানের প্ররোচনা পরিলক্ষিত হবে, তখনই তার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

পানাহ চাওয়ার অনেক পদ্ধতি, অনেক মাধ্যম। কোন্ কোন্ সময় শয়তান থেকে পানাহ চাইতে হবে, সেটাও কুরআন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আসুন জেনে নিই, শয়তান থেকে বাঁচতে কখন কখন পানাহ চাইতে হবে।

---

১. সূরা আ'রাফ, আয়াত- ২০০

১) বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে:

আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, হাম্মাদের বর্ণনা মতে, তখন তিনি বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর 'আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনা মতে, তিনি বলতেন: "আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে।"[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। কেননা, প্রস্রাব পায়খানার স্থানেই শয়তানের আস্তানা। দুষ্ট জিন ও শয়তানেরা এই পায়খানায়-ই অবস্থান করে। এদিকে আপনি যখন পায়খানায় প্রবেশ করেন, তখন সে আপনাকে আরও কাছ থেকে পেয়ে যায়। একা একা পায়। আপনাকে প্ররোচনা দিয়ে বাজে কাজ করাতে তার জন্য আরও সহজ হয়ে যায়।

আমাদের অনেকেরই বাথরুমে প্রবেশের পর মাথায় বাজে চিন্তা আসে। বিশেষ করে, যখন নিজের লজ্জাস্থান দৃষ্টিগোচর হয়, তখন খারাপ ইচ্ছে জাগ্রত হয়। মনের পশু জেগে ওঠে। ভেতর থেকে কেউ ফুঁসলিয়ে দেয়। অপরদিকে শয়তান প্ররোচনা দেয়। সবকিছুর মাঝে পড়ে যেন আপনি আমি অসহায়। কোনো পথ নেই। একদিকে বাজে চিন্তা-ভাবনা, একদিকে নফসের ইচ্ছে, অপরদিকে শয়তানের প্ররোচনা। সবমিলিয়ে এক মায়াজালে বন্দি।

আর এটা হয়, বাথরুমে প্রবেশের পরেই। কেন? কারণ, সেখানে পূর্ব থেকেই শয়তান অবস্থিত। সুতরাং, শয়তান তো প্ররোচনা দিবেই, মনের পশু তো জাগ্রত হবেই, বাজে চিন্তা তো আসবেই! তাই বলে কি রেহাই নেই? শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে, গুনাহের সাগরে ডুব দিতে হবে? না, তার প্রয়োজন নেই। বাথরুমে প্রবেশের পূর্বেই বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন, ব্যস। পড়ে নিন,

---

২. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪

" أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ "

২) যদি বলে 'এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে?':

আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত: "তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, 'এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে?' পরিশেষে সে তাকে বলে, 'তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?' সুতরাং এ পর্যন্ত পৌঁছলে সে যেন আল্লাহ'র কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এমন কুচিন্তা থেকে) বিরত হয়।"

মনের মধ্যে যদি এরকম উদ্ভট চিন্তা ভাবনা কাজ করে, মনের মধ্যে এই কথাগুলো ঘুরপাক খায়—তাহলে বুঝে নিবেন, এটা শয়তানের কাজ। শয়তান আপনার অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করতে এসেছে। সুতরাং, এমতাবস্থায় শয়তানকে দূর করতে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

৩) গাধার ডাক শুনলে:

গাধার ডাক শুনলে শয়তান থেকে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী। কেননা, শয়তানকে দেখেই গাধা ডাকতে শুরু করে। সে শয়তানের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। সুতরাং, শয়তানের আগমনের সিগন্যাল গাধা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহ'র নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে দুআ করো। কেননা, এ মোরগ ফেরেশতাদের দেখেছে। আর যখন গাধার ডাক শুনবে, তখন শয়তান হতে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।'[৪]

.৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৩৩০৩

৪) রাগের সময়:

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত: একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধের চোটে) লালবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। (এ দেখে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''নিশ্চয় আমি এমন এক বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে, তাহলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে। যদি সে বলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' (অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় চাইছি), তাহলে তাঁর উত্তেজনা ও ক্রোধ সমাপ্ত হবে।'' লোকেরা তাকে বলল, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ'র আশ্রয় চাও (অর্থাৎ উপরোক্ত বাক্যটি পড়)।'[৫]

তার মানে, বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে, রাগ-ও দূরীভূত হয়ে যায়। এছাড়া, রাগ শয়তানের একটি হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়েই আঘাত করে হাজারো দম্পতিকে। এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করে ছিন্ন করে হাজারো সম্পর্ক। বিচ্ছেদের অধ্যায় শুরু হয়, শয়তানের এই হাতিয়ারের মাধ্যমেই।

সুতরাং, রাগ নামক শয়তানের এই অস্ত্র যে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার সাথেই সকলের সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। আর যে পারেনি রাগকে নিয়ন্ত্রন করতে, সে-ই ধ্বংস হয়েছে।

মানুষ যখন রাগে, তখন শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগায় এই শয়তান। সুসম্পর্ক নষ্ট করে শয়তান।

.৪. রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং- ৪৭

৫) সহবাসের সময়:

ইবনু 'আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন সঙ্গম করে, তখন সে যেন বলে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা"- আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে, তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাঁদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাঁকে শয়তান কখনও ক্ষতি করতে পারবে না।[৫]

সহবাসের সময় শয়তান থেকে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। এই পানাহ অনাগত বাচ্চা ও দম্পতির জন্য মঙ্গলজনক। মনে রাখবেন— যেখানেই শয়তান, সেখানেই বিশৃঙ্খলা। যেখানে শয়তান, সেখানেই সমস্যা। যেখানে শয়তান, সেখানেই আমাদের জন্য ক্ষতির আভাস। সুতরাং, সহবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও গোপনীয় বিষয়। এমন সময় শয়তান সেখানে উপস্থিত থাকলে ক্ষতি তো হবেই। নিজেদের ক্ষতি, অনাগত সন্তানের ক্ষতি।

---

৫. বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ৫১৬৫

শয়তানের যা সহ্য হয় না, তাই করুন

সন্তান বিপথগামী হয়ে গেছে। পড়াশোনা তো করেই না, কেবল অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করে। এজন্য মা-বাবার শাসনের কোনো কমতি নেই। তাঁরা তাদের মত করে বুঝাচ্ছেন, কিন্তু কে শুনে কার কথা! সে তার মতো করে পড়াশোনা ফাঁকি দিচ্ছেই। শুধু তাই নয়, মা-বাবার যত নির্দেশ, সবগুলোই সে অমান্য করে। বাবা যখন বলে, আয় আমার সাথে নামাজ পড়বি, ছেলে বলে পারবো না। বাবা যখন বলে সেহেরি খেয়ে রোজা রাখ, ছেলে বলে আমার ক্ষুধা বেশি; পারব না। এত এত অবাধ্যতার কারণে, মা-বাবা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এতদ্বসত্ত্বেও যখন তাঁদের কথা অমান্য করেই যায়, তখন তারা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে বাধ্য হয়। তাঁরা তাকে এত বুঝায়, তবু বুঝে না। পড়াশোনা করতে বললে, করে না। নামাজ পড়তে বললে, পড়ে না। অথচ, এগুলোতেই তাঁর জন্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু সে তা না বুঝে, মা-বাবার কথা না শুনে, নিজের মত করে অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে।

এত কিছুর পর যখন তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়, তাকে স্বীয় দায়িত্ব নিতে বলা হয়, তখন পড়ে যায় বিপাকে। কী করবে না-করবে ভেবে পায় না। শুরু হয় কষ্টের জীবন। শুরু হয় কর্মের জীবন। এখানেই থমকে যায় তাঁর বিলাসী জীবন। এখন থেকে নিজেকেই রুজি-রোজগার করতে হয়। সারাদিন খাটাখাটনির পর, বাজার করে রান্না করে খেতে হয়। আহ্! কত কষ্ট। এদিকে তাঁর ছোট ভাই, পড়াশোনা করছে, তার মা-বাবার কথা শুনছে, ফলে তারা তাকে মাথায় তুলে রাখে। আদর-যত্নে কোনো কমতি নেই। আবদার পূরণে কোনো বিলম্ব নেই। সবকিছু তাঁর চোখের সামনেই হচ্ছে। তাঁর সামনেই তাঁর ছোট ভাই, সুন্দর সুন্দর পোশাক-আশাক পড়ে ঘুরে বেড়ায়। হরেক রকম খাবার খেয়ে তৃপ্ত হয়। মা-বাবার নির্দেশ মেনে তাঁদের প্রশংসা জোগায়।

এদিকে ঘরছাড়া ছেলেটি হিংসার আগুনে জ্বলছে। এতটাই কষ্ট পাচ্ছে, মনে হয় বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সে জ্বলবেই না কেন? কষ্টই বা পাবে না কেন? সে-ও তো একসময় এই বিলাসবহুল প্রাসাদে অবস্থান করেছিল। বাহারি রঙের পোশাকে সুসজ্জিত ছিল তাঁর দেহ। খাবারে ছিলো কত কত নতুনত্ব। কিন্তু আজ? আজ তার কিছুই নেই। কেনো নেই? কী ছিলো তার অপরাধ? সে মা-বাবার অবাধ্যতা করেছে, পড়াশোনা করেনি, নামাজ পড়েনি, রোজা রাখেনি, যার দরুন তাকে ঘরছাড়া হতে হয়। এখন যখন এই সেই কাজ, যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেটাই তাঁর ভাই করে তাদের প্রশংসা কুড়িয়ে নিচ্ছে, তাঁদের আদর-যত্ন বহুগুণে পাচ্ছে, তখন তো তার মনে হিংসা তৈরি হবেই, তাঁর অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হবেই; কষ্ট তো পাবেই।

এটা ছিলো বাবা-ছেলের কথা। এটা এখানে উল্লেখ করেছি, কেবল বুঝানোর জন্য।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য শয়তানকে পরাজিত করা। তাকে কষ্ট দেয়া। তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া। কেননা, সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শত্রুকে কষ্ট দিতে হবে, তাকে আঘাত করতে হবে— এটাই তো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আঘাতটা করব কীভাবে ? তাকে কষ্ট দিব কীভাবে? সিম্পল, খুবই সিম্পল। দেখেন, শয়তান কোন কাজের কারণে বিতাড়িত হয়েছে। কী কারণে লাঞ্চিত হয়েছে। কী কারনে চিরসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে? কারণ একটাই, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যচরণ। সে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করে, যার দরুন তাকে বিতাড়িত করা হয়। চির সুখ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

এবার আপনি শয়তানকে কষ্ট দিতে চান, তাকে জ্বালাতে চান? তাহলে আল্লাহ'র সমস্ত হুকুম-আহকাম আরও দৃঢ়ভাবে পালন করুন, আর আল্লাহ'র নৈকট্য অর্জন করুন। তাঁর দেয়া নিয়ামতে সাজিয়ে ফেলুন জীবনের প্রতিটি পরত। তখন দেখবেন শয়তান তা সহ্য করতে পারছে না। মনে মনে জ্বলছে। কষ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা, এই সেই কাজ, এই সেই নির্দেশ—যা

অমান্য করে সে বিতাড়িত হয়েছিল। অথচ, আপনি সেই রব্বের আনুগত্যে করে, তাঁর হুকুম মান্য করে রব্বের নৈকট্য লাভ করছেন। তার নিয়ামতের সাগরে সাঁতার কাটছেন। সুতরাং, এসব দেখে তার সহ্য হবেই না।

সহজ কথায়, কারও জীবনে যখন এমন কোনো কালো অধ্যায় নেমে আসে, যা তার স্বীয় হাতের কামাই, তা সে কখনও মেনে নিতে পারে না। বারবার সেই কথা মনে করে নিজেই পুড়তে থাকে। আবার যখন সেই কাজটাই অন্য কেউ করে সফল হয়ে যায়, তখন যেন আরও আগুন লাগে মনে। কষ্ট লাগে বুকে।

এটাই। শয়তানকে কষ্ট দিতে হলে তার মধ্যে জ্বালা তৈরি করতে হবে। সে যা অমান্য করে বিতাড়িত হয়েছিল, সেটাই আমাদের বেশি বেশি করে, আল্লাহ'র নৈকট্য লাভ করতে হবে। তখন দেখবেন শয়তান এমনি এমনি জ্বলছে আর কষ্ট পাচ্ছে। এজন্য যেটা করতে হবে, বেশি বেশি করে নামাজ পড়তে হবে, লম্বা সিজদাহ দিতে হবে। এতে করে শয়তান এতটাই কষ্ট পাবে, যা বলে বুঝানো সম্ভব নয়।

সমৃদ্ধ চিন্তা-ভাবনা

শয়তানের প্ররোচনা, শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে—চিন্তা-ভাবনায় উন্নতি ঘটান। চিন্তা-ভাবনা যত বেশি স্বচ্ছ হবে, শয়তানের প্ররোচনা তত বেশি অকেজো হবে। চিন্তা-ভাবনা যত বেশি উন্নত হবে, ততবেশি নেক কাজের ইচ্ছে অন্তরে জাগ্রত হবে।

চিন্তা-ভাবনা থেকে জন্ম নেয়, যাপিত জীবনের সকল কর্মকান্ড। চিন্তা-ভাবনা থেকে শুরু হয় সকল পদক্ষেপ। চিন্তা-ভাবনা থেকেই প্রত্যাশিত সকল কাজের পরিকল্পনা মস্তিষ্ক সাজাতে থাকে। সুতরাং, চিন্তা-ভাবনা যদি হয় স্বচ্ছ, সম্পাদিত কাজগুলোও হবে স্বচ্ছ। চিন্তা-ভাবনা যদি হয় পবিত্র, সকল কাজগুলোও হবে পবিত্র।

বাড়ি থেকে বের হয়েছেন, আপনার চিন্তাভাবনা যদি হয়—"বাজারে যাবো, সুন্দরী মেয়েদের দেখে নিজের প্রবৃত্তির লালসা পূরণ করবো, তবে কাজটা আপনার চিন্তা-ভাবনার বদৌলতে অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। আপনি বুঝতেও পারবেন না, কখন যে সুন্দরী মেয়েরা বেপর্দা আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আপনিও আনত-নয়নে তৃপ্তি সহকারে তাকে দেখছেন; উপভোগ করছেন।

আপনি ফোন হাতে নিয়েছেন। হাতে নিয়েই বিভিন্ন ওয়েব ব্রাউজ করছেন। আপনার চিন্তা-ভাবনা অপবিত্র। ফোন হাতেই নিয়েছেন, সেই চিন্তা-ভাবনার ডাকে সাড়া দিতে। ফলে, খুব সহজেই হারিয়ে গেলেন কোনো এক অন্ধকার জগতে। কেননা, আপনি যখন অপরিষ্কার, অস্বচ্ছ ও অপবিত্র চিন্তা-ভাবনা করেই বসেছেন, তখন শয়তান কি তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে না?

শয়তান চায়, আপনি অমুক অমুক কাজটি মনের মধ্যে গেঁথে নেন। চিন্তা-ভাবনায় সেটার স্থান দেন। অতঃপর সেই ভাবনা থেকেই উক্ত পাপ কাজে অগ্রসর হন। আর এতে শয়তান তার কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। এজন্যই, আমাদের চিন্তা-ভাবনা স্বচ্ছ রাখলে শয়তান সেখানে স্থান পাবে না। গুনাহে কখনও মন টানবে না। ইবাদত থেকে কখনও মন ফিরবে না।

বলা যায়, মানুষের চরিত্রই তার চিন্তা-ভাবনা; মানুষের চিন্তা-ভাবনাই তার চরিত্র। কেননা, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোনো মানুষ কোনো পরিকল্পনা করে না। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোনো মানুষ কোনো কাজ সম্পাদন করে না। চিন্তা-ভাবনার ডাকে সাড়া দিয়ে যখন কেউ কোনো কাজ করে, সেই কাজই তার বৈশিষ্ট্যের সার্টিফিকেট দেয়; চারিত্রিক দিক প্রকাশ করে।

মোটকথা, শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে চিন্তা-ভাবনা পবিত্র রাখতে হবে। অন্যথায়, শয়তান খুব সহজেই আপনাকে আমাকে পাপের চোরাবালিতে গেঁড়ে ফেলবে। এমনভাবে গাঁড়বে যে, উত্তরণের পথ খুব সহজে খুঁজে পাবো না।

লেখক পরিচিতি

মাহমুদ বিন [illegible] একজন উদীয়মান তরুণ আলেমে দ্বীন। বর্তমান সময়ের সম্ভাবনাময় একজন দাঈ, মননশীল এবং সৃজনশীল প্রতিভাধর এই লেখক জন্মগ্রহণ করেন হবিগঞ্জ জেলার জালালাবাদ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

তিনি পড়াশোনা শেষ করেন কওমি মাদ্রাসা থেকে। ঢাকা'র বড়ো বড়ো ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে ছিলেন বহুদিন। ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন উস্তাদদের প্রাণপ্রিয় ছাত্র। প্রসিদ্ধ শায়েখ-মাশায়েখদের কাছ থেকে নিয়েছেন 'হাদিসে নববীর' ইজাজাহ।

লেখকের লেখালেখির যাত্রা শুরু হয়—'প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি' বই দিয়ে। অতঃপর, আমাদের এই ঠুনকো জীবনে যে-সকল নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, ঐ সকল ভুল-ভ্রান্তির সমাধানের লক্ষ্য হাতে নিয়ে লেখক তার দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'দর্পণ' প্রকাশ করেন। সর্বশেষ প্রকাশিত হয়, পাঠকপ্রিয় বই-' নফসের বিরুদ্ধে লড়াই'। আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যে লেখকের গ্রন্থগুলো পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এছাড়াও তার সম্পাদিত 'আতশকাচে দেখা বাদশাহ হারুনুর রশিদ' ও 'পরিশুদ্ধ ক্বলব' নামক দু'টি বই-ও রয়েছে।

লেখকের চতুর্থ স্বরচিত আত্মশুদ্ধিমূলক গ্রন্থ 'শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই'। আশা করি এই বইটি-ও পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে, ইন শা আল্লাহ।

ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়া এই দিকভ্রান্ত মুসলিম উম্মাহ'র হাতে আলোর মশাল তুলে দিতে লেখকের অনবরত আপ্রাণ এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। হে আল্লাহ! আপনি এই কলম যোদ্ধা লেখকের লেখনীতে বারাকাহ দান করুন। তার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। তার হায়াত ও রিজিকে বরকত দান করুন। তার এই খেদমত গুলো কবুল করে নিন। আ-মিন।

মুহাঃ জুবায়ের মামুন

০১/ ০১/ ২০২২

শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে, তার থেকে আত্মরক্ষা করতে, তার বিভিন্ন কৌশল অকেজো করতে—সর্বপ্রথম তার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে। তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তার পরিকল্পনা, তার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে হবে। অন্যথায়, তার সাথে লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকাই যে দায়; বিজয় তো বহুদূর।

---বইটি কেন পড়বেন?---

শয়তান সম্পর্কে জানতে চান? — পড়ুন
শয়তানের বিভিন্ন কৌশল জানতে চান? —পড়ুন
শয়তানের চক্রান্ত সম্বন্ধে জানতে চান? —পড়ুন
শয়তানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানতে চান? —পড়ুন
শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে চান? —পড়ুন
শয়তানের কাজকর্ম সম্বন্ধে জানতে চান? —পড়ুন
শয়তানের অস্ত্র সম্বন্ধে জানতে চান? —পড়ুন
শয়তানের ধোঁকা সমূহ জানতে চান? —পড়ুন
শয়তান থেকে বেঁচে থাকার পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চান? —পড়ুন

উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো জানতে আশা করি বইটি খুবই সহায়ক হবে, ইন শা আল্লাহ। এছাড়াও আরও কতক বিষয় এই বইয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা আপনাকে চিন্তার জগতে নিয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা,
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮১০০৪৭৭৬৩